

contained in the Appendix A, or to the like effect.

[Documentary evidence to be produced by plaintiff.]

XIII. If the plaintiff sue on a bond, or rely in support of his claim on any document in his possession other than an entry in a book, he shall deliver the same to the Court at the time of making or presenting his complaint, and if the document be an entry in a book, he shall produce the book to the Court, together with a copy of the entry on which he relies; and unless such document as above-mentioned be delivered in, or its non-production be sufficiently excused, or unless the Court may see fit to extend the time for producing the same, it shall not be admitted to proof in support of his claim.

[Mode of procedure after plaint received.]

XIV. The Court, having received a plaint, shall proceed thereupon to make inquiry, by examination of the plaintiff or his agent, upon oath or affirmation, as to the merits, and shall record the substance of the examination. The Court shall reject the plaint unless it appear that the plaintiff has a cause of action, or if it shall appear that the defendant or the matter of the suit is not within the jurisdiction of the Court, or that the action is barred by the lapse of time. If the plaint be not rejected, it shall be filed together with any document produced in support thereof, unless the document be a book; in which case, the Court, after examining and comparing the copy of the entry produced with the original, and marking the original, shall cause the copy to be filed and the original book to be returned to the plaintiff.

[On rejection of plaint, Court to record its decision and the reasons, in the language of the Judge.]

XV. The Court, upon rejecting a plaint, shall record its decision, which shall be reduced to writing in the vernacular language of the Judge, together with the reasons upon which it is founded.

[On admission of plaint, Court to direct issue of summons to the defendant.]

XVI. If the plaint shall be admitted, the Court shall direct the issue of a summons to the defendant in the form laid down in the Appendix B, or to the like effect.

[A copy or translation of the plaint to be annexed to the summons, and personal attendance of defendant may be required.]

XVII. Clause 1.—A copy of the plaint shall be left with the defendant when the summons is served upon him; and if the plaintiff require the personal attendance of the defendant, and satisfy the Judge that such personal attendance is necessary, or the Judge of his own accord require such personal attendance, the summons shall contain an order for the defendant to appear personally in Court on a day to be specified in the summons,

[Government Gazette, 19th June, 1855.]

ও দাওয়ার মর্ম ও মূল্য, ও মোকদ্দমার হেতুর তারিখ, সংক্ষেপরূপে লিখিতে হইবেক ইতি।

[ফরিয়াদীর প্রমাণার্থ দলীল দাখিল করিতে হইবেক।]

১৩ ধারা। যদি ফরিয়াদী তমঃসুক্রমে নালিশ করে কিম্বা আপন দাওয়ার প্রমাণার্থে বহীর লিখিত কথা-ভিন্ন আপনার নিকটে থাকা কোন দলীলের প্রত্নি নির্ভর করে, তবে সেই ফরিয়াদী নালিশ করিবার কি আরজী উপস্থিত করিবার সময়ে এই তমঃসুক্রমে কি দলীল আদালতে দাখিল করিবেক। আর যদি এই দলীল বহীর লিখিত কথা হয়, তবে ফরিয়াদী এই বহী, আর তাহার লিখিত যে কথার প্রত্নি নির্ভর করে তাহার নকল আদালতে আনিবেক। আর যদি উপরের উক্ত সেই দলীল দাখিল না করা যায়, কিম্বা তাহা আদালতে না আনিবার উপযুক্ত কারণ প্রকাশ না হয়, কিম্বা যদি আদালত এই দলীল আনিবার সময় বৃদ্ধি করা উচিত বোধ না করেন, তবে সেই দলীল তাহার দাওয়ার পোষকতার প্রমাণার্থে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

[আরজী গ্রাহ্য হইলে পর যেরূপে কার্য হইবেক।]

১৪ ধারা। আদালত নালিশের আরজী পাইলে পর, তাহার দোষপ্রণের বিষয়ে, শপথ কি প্রতিজ্ঞাক্রমে ফরিয়াদীর কি তাহার মোস্তাফের জোবানবন্দী লইয়া তহকীক করিবেন, আর এই জোবানবন্দীর মর্ম রিকর্ড করিবেন। আর ফরিয়াদীর নালিশের বিষয় আছে ইহা যদি দুই না হয়, কিম্বা আসামী কি মোকদ্দমার বিষয় আদালতের এলাকার মধ্যে নাই, অথবা মিয়াদ অতীত হওয়াপ্রযুক্ত নালিশ হইতে পারে না ইহা যদি দুই হয়, তবে আদালত এই আরজী অগ্রাহ্য করিবেন। যদি আরজী অগ্রাহ্য না হয় তবে সেই আরজী ও তাহার প্রমাণার্থে যে দলীল উপস্থিত করা যায় তাহা নথীর শামিল করা যাইবেক। কিন্তু এই দলীল যদি বহী হয় তবে আদালত এই বহীর লিখিত কথার যে নকল দেওয়া যায় তাহা আসমিলের সঙ্গে মোকাবিলা করিলে ও মিলাইলে পর আললে চিহ্ন দিয়া এই নকল নথীর শামিল করাইবেন ও আসল বহী ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দেওয়াইবেন ইতি।

[আরজী অগ্রাহ্য হইলে আদালত আপন নিক্কাহি ও তাহার হেতু বিচারকর্তার ভাবান্তে লিখিবেন।]

১৫ ধারা। আদালত নালিশের আরজী অগ্রাহ্য করিলে আপনার এই হুকুম রিকর্ড করিবেন। তাহা এবং সেই হুকুম যে হেতুমূলক হয় তাহাও বিচারকর্তার নিজ ভাবান্তে লেখা যাইবেক ইতি।

[আরজী গ্রাহ্য হইলে আদালত আসামীর নামে সমন জারী করিবার হুকুম করিবেন।]

১৬ ধারা। যদি নালিশের আরজী গ্রাহ্য হয় তবে আদালত B. চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের লিখিত পাঠে কি সেই পাঠের মর্ম্মানুসারে এক সমন আসামীর নামে জারী করিবার আজ্ঞা করিবেন ইতি।

[আরজীর নকল কি তরজমা সমনের সঙ্গে দেওয়া যাইবেক আর আসামীর নিজে হাজির হইবার আজ্ঞা হইতে পারিবেক।]

১৭ ধারা। ১ প্রকরণ।—যখন আসামীর উপর সমন জারী হয় তখন নালিশের আরজীর নকল আসামীকে দেওয়া যাইবেক। আর যদি ফরিয়াদী আসামীর নিজে হাজির হইবার প্রার্থনা করে, আর তাহার নিজে হাজির হওয়া আবশ্যক এই বিষয় বিচারকর্তার জঘোর্থ জ্ঞায়, অথবা যদি বিচারকর্তা যেজামতে তাহার নিজে হাজির হওয়ার হুকুম করেন, তবে এই সমনের নিষিদ্ধি দিগলে আসামীর স্বয়ং আদালতে হাজির হইবার হুকুম এই সমনের মধ্যে লেখা থাকিবেক। নতুবা এই সমনে এই হুকুম থাকিবেক, যে

otherwise the summons shall order the defendant to appear personally, or by an Agent duly authorized on his behalf who has personal knowledge of the subject or who shall be accompanied by a witness who has such personal knowledge.

[The presence of one or more of several defendants may be required.]

Clause 2.—If there be more than one defendant, the plaintiff or the Judge may require the personal attendance of any one or more of the defendants, and the same shall be specified in the summons, which shall be served on each of the defendants.

[The day to be specified in the summons how to be fixed. Defendant to be ordered to produce necessary documents.]

Clause 3.—The day to be specified in the summons shall be fixed with reference to the state of the file and the distance that the defendant may be, or be supposed to be, at the time, from the place where the Court is held; and the summons shall order the defendant to produce any document which he may have in his possession, of which the plaintiff demands inspection, or upon which the defendant may intend to rely in support of his defence.

[Defendants residing fifty miles distant from the Court exempted from personal attendance.]

Clause 4.—Nothing in this Section shall be deemed to require the personal attendance of any defendant, who, at the time of issuing the summons, is *bond fide* residing beyond fifty miles from the place where the Court is situated.

[Misnomers and inaccurate description of person or place not to vitiate summons, &c.]

XVIII. No misnomer, or inaccurate description of any person or place, in any summons or other proceeding, shall vitiate the same, if the person or place be therein so described as to be sufficiently identified.

[Summons how to be served.]

XIX. The summons shall be served by a single peon, by delivering a copy thereof to the defendant personally when practicable, or if the summons cannot be served on the defendant personally, by delivering a copy of it, together with a copy of the plaint, to some adult male member or servant of his family, residing or being in his dwelling-house or place of business, or by affixing a copy of the summons and a copy of the plaint to some conspicuous part of his usual place of abode or place of business, and also by affixing copies of the same in the Court room. The summons in either case shall be served a sufficient time before the day fixed for the appearance of the defendant, to enable him to appear in Court on that day.

[If summons has been personally served Nazir to endorse the fact.]

XX. If the summons be served personally, the Nazir shall endorse on the summons the fact of such service.

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ১২ জুন।]

আসামী আপনি কিম্বা আপনার তরফে উপযুক্ত কর্ম-তাপ্রাপ্ত মোস্তাফার দ্বারা হাজির হন, কিন্তু সেই মোস্তাফার নিজে সেই বিষয় জ্ঞাত থাকিবেন কিম্বা যে সাক্ষী সেই বিষয় নিজে জ্ঞাত আছে এমত এক সাক্ষী সেই মোস্তাফার সঙ্গে যাইবেক।

[অনেক আসামী হইলে তাহাদের এক কি ততোধিক জনের হাজির হওয়ার আজ্ঞা হইতে পারে।]

২ প্রকরণ।—যদি একের অধিক আসামী থাকে তবে ফরিয়াদী কি বিচারকর্তা আসামীরদের কোন এক কি ততোধিক জনের নিজে হাজির হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, আর সেই কথা সমনে নির্দিষ্ট থাকিবেন। সেই সমন আসামীরদের প্রত্যেক জনের উপর জারী হইবেক।

[সমনে যে দিন নির্দিষ্ট হইবেক তাহা যেভাবে নিরূপণ করিতে হইবেক। আসামীকে আবশ্যক দলীল উপস্থিত করিতে আজ্ঞা হইবেক।]

৩ প্রকরণ।—সমনে যে দিন নির্দিষ্ট হইবেক তাহা নথীর অবস্থা বুঝিয়া, ও আদালত যে স্থানে আছে সেই স্থানহইতে আসামী সেই সময়ে যত দূর থাকে কি হইতে পারে বোধ হয় তাহা বুঝিয়া নিরূপণ হইবেক। আর ঐ সমনে আসামীকে জব্বান হইবেক যে তাহার নিকটে থাকা যে কোন দলীল ফরিয়াদী দেখিতে দাওয়া করে কিম্বা যে কোন দলীলের উপর আসামী আপন জওয়ারের প্রমাণার্থে নির্ভর করিতে মনস্থ করে তাহা উপস্থিত করে।

[যে আসামীরা আদালতহইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে বাস করে তাহাদের নিজের হাজির হওয়ার ক্ষমা হইবেক।]

৪ প্রকরণ।—সমন জারী হইবার সময়ে আদালত যে স্থানে আছে সেই স্থানহইতে পঞ্চাশ মাইলের অধিক কোন স্থানে যে আসামী প্রকৃতপ্রস্তাবে বাস করে এমত কোন আসামীকে নিজে হাজির হইতে হইবেক এই দ্বারা কোন কথাতে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

[নামের ভুল ও ব্যক্তির কি স্থানের বেওয়ার্তে কিছু অন্তর্ভুক্ত থাকিলে তাহাতে সমনপ্রভৃতি ব্যর্থ হইবেক না।]

১৮ ধারা। কোন সমনেতে কি অন্য কুবকারীতে যদি ব্যক্তি কি স্থান এমত নির্দিষ্ট থাকে যে তাহা প্রচুরমতে নিশ্চয় করা যায় তবে নামে কোন ভুল থাকিলেও কিম্বা কোন ব্যক্তির কি স্থানের বেওয়ার্তে কিছু অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও ঐ সমন কি কুবকারী ব্যর্থ হইবেক না ইতি।

[সমন যেপ্রকারে জারী হইবেক।]

১৯ ধারা। সমন এক জন পেয়াদার দ্বারা এই প্রকারে জারী হইবেক অর্থাৎ, যদি হইতে পারে, তবে নিজ আসামীকে তাহার এক কেতা দেওয়া যাইবেক, কিম্বা যদি নিজ আসামীর উপর সমন জারী হইতে না পারে, তবে তাহার বসতবাটিতে কিম্বা কর্মস্থানে তাহার পরিবারের বয়ঃপ্রাপ্ত যে কোন পুরুষ কি চাকর বাস করে কি থাকে তাহাকে ঐ সমনের এক কেতা, নালিশের আরজীর নকল-সমেত দেওয়া যাইবেক, কিম্বা ঐ সমনের এক কেতা ও নালিশের আরজীর এক কেতা, তাহার নিয়ত বাসস্থানের কি কর্মস্থানের কোন প্রকাশ স্থানে লটকান যাইবেক এবং তাহার এক নকল আদালতঘরে লটকান যাইবেক। সমন যে কোন প্রকারে জারী হউক, আসামীর হাজির হইবার যে দিন নিরূপণ হইয়াছে সেই দিনে তাহার আদালতে হাজির হইতে পারিবার নিমিত্তে তাহার পূর্বে এমত উপযুক্ত সময়ে জারী হইবেক ইতি।

[যদি সমন নিজ আসামীর উপর জারী হইয়াছে তবে নাজির সেই কথা সমনের পৃষ্ঠে লিখিবেন।]

২০ ধারা। যদি সমন নিজ আসামীর উপর জারী হইয়াছে তবে তাহা সেই প্রকারে জারী হইল এই কথা নাজির ঐ সমনের পৃষ্ঠে লিখিবেন ইতি।

[If otherwise, Nazir to endorse the reason of non-service.]

XXI. If personal service be not effected, the Nazir shall endorse on the summons the reason of not serving it personally, and how it has been served.

[Execution of process beyond jurisdiction of Court.]

XXII. When a summons or other process is required to be served or executed in a place beyond the jurisdiction of the Court, such summons or other process shall be transmitted to the Court of Small Causes within whose jurisdiction the summons or other process is required to be served, whether such Court of Small Causes be within the local limits of the jurisdiction of one of Her Majesty's Supreme Courts or not, and a Judge of such Court shall back the same, and cause it to be served in the same manner and subject to the same rules as if it were a process issued by such Judge, and shall return the summons or other process to the Court issuing the same with a certificate of the Nazir of what shall have been done thereon.

[When Court may adjourn the hearing of a case to a day to be fixed by proclamation.]

XXIII. *Clause 1.*—When a summons has been served on a defendant, and he does not attend on the day fixed for his appearance, if the Nazir's report show that the service has not been made in sufficient time to admit of the defendant conveniently attending the Court on that day, the Court may adjourn the hearing to another day, which shall be made known to the parties by a proclamation affixed in a conspicuous place in the Court room.

[Penalty for wilful false statement respecting service or non-service of summons, or for personating any party to a suit.]

Clause 2.—Any Nazir who shall wilfully make any false statement in respect of the service or the non-service of a summons by any endorsement on such summons, and any person who shall wilfully make any false statement respecting the service or non-service of the summons, or shall personate any party to a suit, shall, on conviction before a Magistrate, be punishable with imprisonment for a term not exceeding one year, with or without hard labour, or with fine, or with both.

[On appearance of parties, defence to be made orally and reduced into writing, after which the parties may be examined by the Court, or cross-examine each other.]

XXIV. Upon the appearance of the parties on the day named in the summons, or upon any subsequent day to which the hearing of the case may be adjourned, for sufficient reason to be recorded by the Judge, the Court shall call upon the defendant, or his pleader or agent, to make his defence: the defence shall be made either in writing in the

[Government Gazette, 19th June, 1855.]

[যদি না হয় তবে নাজির তাহা জারী না হইবার কারণ পৃষ্ঠে লিখিবেন।]

২১ ধারা। যদি নিজ আসামীর উপর সমন জারী না হইয়াছে তবে তাহা নিজ আসামীর উপর জারী না হইবার কারণ ও তাহা যেপ্রকারে জারী হইয়াছে এই কথা নাজির সমনের পৃষ্ঠে লিখিবেন ইতি।

[আদালতের এলাকার বাহিরে পরওয়ানা জারীকরণ।]

২২ ধারা। যখন সমন কিম্বা অন্য পরওয়ানা আদালতের এলাকার বাহিরের কোন স্থানে দিবার কি জারী করিবার আবশ্যক হয় তখন কুদু মোকদ্দমার যে আদালতের এলাকার মধ্যে ঐ সমন কি অন্য পরওয়ানা জারী হইবার আবশ্যক হয়, সেই আদালত জিজ্ঞাস্তী মহারানীর কোন এক সুপ্রিম কোর্টের এলাকার নীয়াসরহদেব মধ্যে হউক কি না হউক, কুদু মোকদ্দমার সেই আদালতে ঐ সমন কি অন্য পরওয়ানা পাঠান যাইবেক, এবং সেই আদালতের বিচারকর্তা তাহার পৃষ্ঠে লুকুম লিখিবেন, এবং আপনার দেওয়া পরওয়ানা হইলে তাহা যেপ্রকারে ও যে বিধিতে জারী করাইতেন সেই প্রকারে ও সেই বিধিতে জারী করাইবেন, ও সেই সমন কি অন্য পরওয়ানা যে আদালতহইতে বাহির হইয়াছিল সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবেন ও সেই সমন কি পরওয়ানাক্রমে যাহা করা গিয়াছে নাজিরের তদ্বিষয়ের এক সার্টিফিকেট পাঠাইবেন ইতি।

[আদালত যে স্থলে ঘোষণাপত্রের দ্বারা অন্য দিন নিরূপণ করিয়া মোকদ্দমার শুননির বিলম্ব করিতে পারেন।]

২৩ ধারা। ১ প্রকরণ।—যখন সমন আসামীর উপর জারী হইয়াছে ও আসামী তাহার হাজির হইবার নিরূপিত দিবসে হাজির না হয়, তখন যদি নাজিরের রিপোর্টের দ্বারা দৃষ্ট হয় যে আসামী ঐ দিবসে সুবিধামতে আদালতে হাজির হইবার নিমিত্তে সমন তাহার পূর্বে উপযুক্ত সময়ে জারী হয় নাই, তবে আদালত অন্য দিবসপর্যন্ত মোকদ্দমার শুননির বিলম্ব করিতে পারিবেন। ঐ দিবস আদালতঘরের কোন প্রকাশ স্থানে ঘোষণাপত্র লটকাওনের দ্বারা উভয় পক্ষকে জানান যাইবেক।

[সমন জারী করিবার কিম্বা না করিবার বিষয়ে মিথ্যা কথা লিখনের দণ্ড কিম্বা মোকদ্দমার কোন পক্ষদ্বয় অন্য ব্যক্তির হাজির হওনের দণ্ড।]

২ প্রকরণ।—যে কোন নাজির জানিয়া শুনিয়া কোন সমনের পৃষ্ঠে লিখিত কোন কথার দ্বারা সমন জারী হইবার কি না হইবার বিষয়ে কোন মিথ্যা এজহার করে, এবং যে কোন ব্যক্তি সমন জারী হইবার কি না হইবার বিষয়ে জানিয়া শুনিয়া কোন মিথ্যা এজহার করে, কিম্বা মোকদ্দমার কোন পক্ষ না হইয়া আপনাকে কোন পক্ষদ্বয়রূপে জানায়, সেই ব্যক্তির দোষ মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাবুদ হইলে তাহার কঠিন পরিশ্রমসহিত কি তাহা দিনা এক বৎসরের অনধিক কালপর্যন্ত করেন হইবার কিম্বা জরীমানার কি উভয় প্রকারের দণ্ড হইতে পারিবেক ইতি।

[উভয় পক্ষ হাজির হইলে জওয়াব মুখে করা যাইবেক ও লিখিয়া লওয়া যাইবেক। তাহার পরে আদালত উভয় পক্ষের জোবানবন্দী লইতে পারিবেন কিম্বা উভয় পক্ষ পরস্পর জেরা সওয়াল করিতে পারিবেক।]

২৪ ধারা। সমনের লিখিত দিবসে কিম্বা তাহার পর মোকদ্দমার শুননির জন্যে অন্য যে কোন দিবস উপযুক্ত কারণে নিরূপণ হয় (আর সেই কারণ বিচারকর্তার রিকার্ড করিতে হইবেক) সেই দিবসে আদালত আসামীকে কি তাহার উকীল কি মোজারকে জওয়াব করিতে লুকুম করিবেন। ঐ জওয়াব আদালতের ভাষায় লিখিয়া করা যাইবেক কিম্বা মুখে করা যাইবেক। আর যদি মুখে করা

language of the Court or verbally, and if made verbally shall be reduced into writing in the language of the Court, either by the Judge himself, or by an officer of the Court in the presence and under the personal superintendence of the Judge; after which the Judge shall proceed to examine such of the parties as may be present, and either party or his agent may cross-examine the other. If either of the parties be not bound to attend personally, any agent by whom he shall appear, or any witness who shall accompany such agent, shall be examined and cross-examined in like manner as the party himself would have been if he had attended personally.

[Witnesses when to be examined.]

XXV. If either of the parties shall bring forward a witness on such day, the Judge may take the evidence of such witness either on that day, or on any subsequent day which may be fixed for the examination of witnesses.

[Mode of examination.]

XXVI. The examination of the parties or their witnesses shall be upon oath or upon affirmation, and the substance of the examination shall be reduced to writing in the vernacular language of the Judge.

[After examination, Court may make its decree if no further evidence is required.]

XXVII. If, after the examination required by Section XXIV., and also the examination of any witness who may attend to give evidence on behalf of either of the parties, a decree can be properly made without further evidence, the Court shall make its decree accordingly.

[Court to record issue and to fix a day for hearing evidence.]

XXVIII. *Clause 1.*—If any issue result from the examination upon which it is necessary to hear further evidence, the Court shall declare and record such issue, and shall fix a convenient day for the examination of witnesses and the trial of the suit; and the trial shall take place on that day, unless there be sufficient reason for adjourning it, which reason shall be recorded by the Judge.

[Documentary evidence how given.]

Clause 2.—If the defendant, in support of his defence, rely on any document in his possession other than an entry in a book, he shall deliver the same to the Court at the time of making his defence, and the Court shall file the same; and if the document be an entry in a book, he shall produce the book to the Court, together with a copy of such entry, and the Court, after examining and comparing the copy with the original, and marking the original, shall cause the copy to be filed and the original book to be returned to the defendant; and, unless such document as above mentioned be delivered in or its non-production be sufficiently excused, or unless the Court extend the time for producing the same, it shall not be admitted to proof in support of the defence.

[স্বর্ণমেট গেজেট। ১৮৫৫। ১৯ জুন]

যায় তবে বিচারকগণ আপনি কিম্বা এই বিচারকগণর সম্মুখে ও তাহার নিজ তত্ত্বাবধানে আদালতের কোন আমলা এই জওয়াব আদালতের ভাষায় লিখিয়া লইবেন। তৎপরে বিচারকগণ যে পক্ষ হাজির হয় তাহারদের জোবানবন্দী লইবেন, এবং কোন পক্ষ কি তাহার উকীল অন্য পক্ষকে কি তাহার উকীলকে জেরা সওয়াল করিতে পারিবেক। যদি কোন পক্ষের নিজে হাজির হইতে না হয় তবে সেই পক্ষ নিজে হাজির হইলে তাহার জোবানবন্দী ও জেরা জোবানবন্দী যে প্রকারে লওয়া যাইতে সেই প্রকারে যে কোন মোক্তারের দ্বারা সে হাজির হয় কিম্বা যে কোন সাক্ষিকে এই মোক্তারের সঙ্গে পাঠান যায় সেই মোক্তারের কি সেই সাক্ষির জোবানবন্দী ও জেরা জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক ইতি।

[সাক্ষিরদের জোবানবন্দী যে সময়ে লইতে হইবেক।]

২৫ ধারা। যদি কোন পক্ষ সেই দিবসে কোন সাক্ষিকে উপস্থিত করে, তবে বিচারকগণ সেই দিবসে, কিম্বা সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার নিমিত্তে তাহার পর অন্য যে কোন দিন নিরূপণ করা যায় সেই দিনে, সেই সাক্ষির সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেক ইতি।

[জোবানবন্দী যে প্রকারে লইতে হইবেক।]

২৬ ধারা। উভয় পক্ষের কি তাহারদের সাক্ষিরদের জোবানবন্দী শপথ কি প্রতিজ্ঞাক্রমে লওয়া যাইবেক, এবং জোবানবন্দীর মর্ম্ম বিচারকগণর নিজভাষাতে লিখিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

[জোবানবন্দী লইলে পর যদি অন্য প্রমাণের আবশ্যক না থাকে তবে আদালত ডিক্রী করিবেক।]

২৭ ধারা। ২৪ ধারার নির্দিষ্ট জোবানবন্দী লইলে পর, আর কোন পক্ষের তরফে যে কোন সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে হাজির হয় তাহার জোবানবন্দী লইলে পর, যদি অধিক কোন সাক্ষ্য না লইয়া উপযুক্তমতে ডিক্রী হইতে পারে, তবে আদালত তদনুসারে ডিক্রী করিবেক ইতি।

[আদালত ইস্যু রিকার্ড করিবেক এবং সাক্ষ্য স্থগিতার দিন নিরূপণ করিবেক।]

২৮ ধারা। ১ প্রকরণ।—যদি জোবানবন্দী হইতে কোন ইস্যু জন্মে, ও তদ্বিষয়ে অধিক সাক্ষ্য স্থগিত আবশ্যক হয়, তবে আদালত এই ইস্যু প্রকাশ ও রিকার্ড করিবেক, আর সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওনের ও মোক্তারের বিচার করিবার উপযুক্ত দিন নিরূপণ করিবেক। আর যদি বিলম্ব করিবার উপযুক্ত কারণ না থাকে তবে সেই দিনেই বিচার হইবেক, কিন্তু সেইরূপ কারণ থাকিলে বিচারকগণ তাহা রিকার্ড করিবেক।

[দলীলের প্রমাণ যে প্রকারে দেওয়া যাইবেক।]

২ প্রকরণ।—যদি আসামী আপন জওয়ারের পোষকতার নিমিত্তে বহীর লিখিত কথাছাড়া আপনার নিকটে থাকা অন্য কোন দলীলে নির্ভর করে, তবে সে জওয়ার করিবার সময়ে সেই দলীল আদালতে দাখিল করিবেক, এবং আদালত তাহা নথীর শামিল করিবেক। আর যদি দলীল বহীর লিখিত কথা হয়, তবে আসামী সেই বহী আর এই লিখিত কথার নকল আদালতে উপস্থিত করিবেক, আর আদালত এই নকল আসলের সঙ্গে মোকাবিলা করিলে ও মিলাইলে পর আসলে চিহ্ন দিয়া এই নকল নথীর শামিল করাইবেক ও আসল বহী আসামীকে ফিরিয়া দেওয়াইবেক। আর যদি পূর্বেক প্রকারের সেই দলীল দাখিল করা না যায় কিম্বা তাহা উপস্থিত করিবার উপযুক্ত ওজর প্রকাশ না হয় অথবা যদি আদালত তাহা উপস্থিত করিবার সময় বৃদ্ধি করিয়া না দেন, তবে এই দলীল জওয়ারের পোষকতার প্রমাণার্থে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

[Parties shall produce their witnesses on the day of trial; or Court, on application of either party, shall issue summons for the attendance of a witness.]

XXIX. The parties shall bring their witnesses into Court on the day of trial, and if either party require the assistance of the Court to procure the attendance of a witness on such day, either to give evidence or to produce a document, he shall apply to the Court, after the recording of the issues and in sufficient time before the day fixed for the trial of the issues, to enable the witnesses to be summoned to attend on that day; and the Court shall issue a summons according to the form contained in Appendix C., or to the like effect, requiring such witness to attend.

[Costs of summons and travelling charges shall be previously deposited in Court.]

XXX. Every summons, whether to an adverse party or a witness, shall be served at the cost of the party at whose instance it is issued, and the amount of such cost, as well as any sum required for the travelling and other expenses of a witness, shall be deposited in Court before the summons is issued.

[Rules regarding attendance, examination, &c., of witnesses.]

XXXI. The provisions of the Acts and Regulations and all other Rules for the time being in force in the several Presidencies of Bengal, Madras, and Bombay, relating to the evidence of witnesses, for procuring the attendance of witnesses, and the production of documents, and for the examination, remuneration, and punishment of witnesses, whether parties to the case or not, shall, except so far as the same may be inconsistent with the provisions of this Act, apply to, and be of equal force and effect in summary actions under this Act.

[Parties to appear personally when so required.]

XXXII. Every plaintiff and every defendant summoned to attend personally shall, except as hereinafter provided, attend in person on the day specified in the writ of summons; otherwise he shall not be heard by a pleader or agent.

[Pleaders or agents may be employed, but without excusing personal attendance of parties when expressly required.]

XXXIII. Any party to a suit may employ an authorized pleader or agent to conduct the case on his behalf; but the appointment of such pleader or agent shall not excuse the personal attendance of the plaintiff or defendant in cases where his personal attendance is expressly required by this Act, or by the summons, or any order of the Court.

[Females of rank, when parties to a suit, exempted from personal attendance. Also parties under certain circumstances, unless required to attend as witnesses.]

XXXIV. A plaintiff or defendant shall not be

[Government Gazette, 19th June, 1855.]

[উভয় পক্ষ বিচারের দিনে সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করিবেক। কিয়ৎ কোন পক্ষের দরখাস্তমতে আদালত সাক্ষির হাজির হইবার সমন জারী করিবেন।]

২৯ ধারা। উভয় পক্ষ বিচারের দিনে আপনারদের সাক্ষিদিগকে আদালতে আনিবেক। আর যদি সেই দিবসে সাক্ষ্য দিতে কিম্বা দলীল উপস্থিত করিতে সাক্ষিকে হাজির করাইবার জন্য কোন পক্ষের আদালতের সাহায্যের আবেদন হয়, তবে সেই পক্ষ, ইমু রিকার্ড হইলে পর আর ইমুর বিচার করিবার নিরূপিত দিবসে সাক্ষিদিগকে হাজির হইতে সমন করিতে পারিবার নিমিত্তে সেই দিবসের পূর্বে উপযুক্ত সময়ে, আদালতে দরখাস্ত করিবেক। আর আদালত ক্রোড়পত্রের C. চিকিত্ত পানুসারে কিম্বা তাহার মমানুসারে এক সমন জারী করিয়া সাক্ষিকে হাজির হইতে জব্দ করিবেন ইতি।

[সমনের খরচ ও গমনাগমনের খরচ প্রথমে আদালতে আমানত করা যাইবেক।]

৩০ ধারা। বিপক্ষ পক্ষের নামে কিম্বা সাক্ষির নামে হউক প্রত্যেক সমন বাহার প্রার্থনামতে বাহির হয় তাহার খরচে জারী হইবেক। এবং সমন বাহির হইবার পূর্বে ঐ খরচের টাকা ও সাক্ষির গমনাগমনের ও অন্যান্য খরচের নিমিত্তে যে কোন টাকার প্রয়োজন হয় তাহা আদালতে আমানত করা যাইবেক ইতি।

[সাক্ষিদের হাজির হওন ও জোবানবন্দী লওনপ্রকৃতির বিধি।]

৩১ ধারা। সাক্ষির মোকদ্দমার এত পক্ষ হউক কি না ইউক্ত তাহারদিগকে হাজির করাইবার ও দলীল উপস্থিত করাইবার নিমিত্তে ও সাক্ষিদের জোবানবন্দী লওনের ও মেহনতানা দেওনের ও দণ্ড করণের নিমিত্তে, রাজলা ও মাদ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীতে সাক্ষিদের সাক্ষ্যের দিবসি আইনের যে বিধান এবং অন্য যে সকল বিধি যে সময়ে চলন হয় তাহা, এই আইনের বিধানমতে যথোপযুক্ত অঙ্গত না হয় সেইপর্যন্ত এই আইনানুসারে সরাসরী মোকদ্দমতে খাতিবেক ও তালুকপে হলকৎ ও ফলকৎ হইবেক ইতি।

[কোন পক্ষের নিজে হাজির হইবার আজ্ঞা হইলে হাজির হইতে হইবেক।]

৩২ ধারা। যে করিয়াদীকে ও যে আসামীকে নিজে হাজির হইবার নিমিত্তে সমন করা যায় তাহাকে কেবল ইহার পরের লিখিত স্থলছাড়া সমনের চিঠিতে নির্দিষ্ট দিবসে হাজির হইতেই হইবেক, না হইলে উকীলের কি মোস্তাফির দ্বারা তাহার কথা শুনা যাইবেক না ইতি।

[উকীল কি মোস্তাফি নিযুক্ত হইতে পারে কিন্তু যে স্থলে উভয় পক্ষের স্বয়ং হাজির হইবার সপক্ষে আজ্ঞা হয় সেই স্থলে তাহারদের হাজির হওনের কমা হইবেক না।]

৩৩ ধারা। মোকদ্দমার কোন পক্ষ আপনার তরফে মোকদ্দমা চলাইবার নিমিত্তে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীলকে কি মোস্তাফিকে নিযুক্ত করিতে পারে। কিন্তু যখন এই আইনের দ্বারা কি সমনের দ্বারা কি আদালতের কোন জব্দমতে করিয়াদীর কি আসামীর স্বয়ং হাজির হইবার সপক্ষে আজ্ঞা হয়, তখন উকীল কি মোস্তাফি নিযুক্ত হওয়ার প্রযুক্ত ঐ করিয়াদীর কি আসামীর স্বয়ং হাজিরহওয়ার কমা হইবেক না ইতি।

[সম্ভ্রান্ত স্বীরা মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলে তাহারদের স্বয়ং হাজিরহওয়ার কমা হইবেক। আর বিশেষতঃ গতিকে কোন পক্ষের সাক্ষিরূপ হাজির হইবার আজ্ঞা না হইলে কমা হইতে পারে।]

৩৪ ধারা। করিয়াদী কি আসামী যদি জীলোক হয় ও

bound to attend in person if of the female sex and of a rank and description which, according to the prejudices of the country, would render it improper to require her personal attendance in Court. A plaintiff or defendant may be excused by the Judge from attending in person, if there be a Co-plaintiff or Co-defendant who appears in person, or if the opposite party be willing to excuse his attendance, or if the Court be satisfied that there is a reasonable excuse *bond fide* for the non-attendance of such party; but any such party may be compelled to attend or give evidence as a witness in the suit under the law applicable to the attendance of parties to a suit as witnesses.

[Parties exempted from personal attendance to appoint proper agents, who may be examined.]

XXXV. If a plaintiff, or a defendant setting up a cross-demand against the plaintiff, be excused by the Court from personal appearance, such plaintiff or defendant shall appoint a person to attend the Court on his behalf, who has personal knowledge of the subject of the claim or demand, and who shall be liable to be examined and cross-examined in the same manner as the plaintiff or defendant would have been if he had personally attended. The Court may also, if it think fit, order that the party excused shall be examined in any way in which an absent witness may be examined.

[If on the day of hearing, and prior to recording the issues for trial, neither of the parties appear, plaintiff to be nonsuited.]

XXXVI. If on the day fixed by the summons for the appearance of the defendant, or on any subsequent day to which the hearing of the case may be adjourned, prior to the recording of issues for trial, neither of the parties appear, the Court shall nonsuit the plaintiff.

[If defendant only appear and dispute the demand, Court to dismiss the case; but if defendant admit the claim, Court shall decree upon such admission. Proviso.]

XXXVII. If on any such day the defendant only appear and dispute the demand, the Court shall dismiss the case with costs, unless the defendant admit the cause of action, or any part of it; in which case the Court shall proceed to give judgment for the plaintiff upon such admission without costs: provided that such judgment, if there be several defendants, shall be only against the defendant who makes the admission.

[If plaintiff only appear, Court may proceed *ex parte*.]

XXXVIII. If on any such day the plaintiff only appear, the Court, upon proof that the summons has been duly served according to the provisions of this Act, or that the defendant has come to the knowledge of such summons, shall proceed to examine the plaintiff or his agent, and after

দেশের পূর্ব সংস্কারমতে যে শ্রেণীর ও প্রকারের স্ত্রীলোকদিগকে আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইবার জরুরীকর। অনুচিত এমত স্ত্রী হয়, তবে সেই স্ত্রীর স্বয়ং হাজির হইতে হইবেক না। যদি ফরিয়াদী কি আসামীকে সঙ্গে অন্য ফরিয়াদী কি আসামী থাকে, আর সেই সঙ্গি ফরিয়াদী কি সঙ্গি আসামী স্বয়ং উপস্থিত হয়, কিম্বা যদি বিপক্ষ ব্যক্তি তাহার হাজির হওয়ার ক্ষমা করিতে রাজী হয়, কিম্বা যদি আদালতের ক্ষমতা হয় যে এই ব্যক্তির উপস্থিত না হইবার প্রকৃতপ্রস্তাবে উপযুক্ত ওজর আছে, তবে বিচারকর্তা এই ফরিয়াদী কি আসামীর হাজিরহওয়া ক্ষমা করিতে পারেন। কিন্তু মোকদমার কোন পক্ষকে সাক্ষিয়রূপে হাজির করাইবার বিষয়ে যে আইন থাকে সেই আইনানুসারে উক্ত প্রকার কোন পক্ষকে মোকদমার সাক্ষিয়রূপে হাজির করণ কি সাক্ষ্য দেওয়ান যাইতে পারে ইতি।

[যাহারদের নিজে, স্বীয় হওয়ার ক্ষমা হয় তাহার উপযুক্ত মোখারদিগকে নিযুক্ত করিবেক। সেই মোখারদিগের জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারিবেক।]

৩৫ ধারা। যদি আদালত ফরিয়াদীর, কিম্বা ফরিয়াদীর দাওয়ার বিপরীত দাওয়া উপস্থিতকরণিরা আসামীর, স্বয়ং হাজির হওয়া ক্ষমা করেন, তবে এই ফরিয়াদী কি এই আসামী দাওয়ার কি পাওয়ার বিষয়ে যাহার নিজের জ্ঞান আছে এমত কোন ব্যক্তিকে আপনার পক্ষে আদালতে হাজির হইবার জন্যে নিযুক্ত করিবেক, এবং ফরিয়াদী কি আসামী আপনি হাজির হইলে তাহার যে প্রকারে জোবানবন্দী ও জেরা জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারিত সেই নিযুক্ত ব্যক্তিরও সেই প্রকারে জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারিবেক। আরো আদালত উচিত বোধ করিলে জরুরী করিতে পারিবেন যে অনুপস্থিত সাক্ষির জোবানবন্দী যে কোন প্রকারে লওয়া যাইতে পারে সেই প্রকারে এরূপ ক্ষমাহওয়া ব্যক্তিরও জোবানবন্দী লওয়া যায় ইতি।

[যদি স্তননির দিবসে ও বিচারার্থে ইমু রিকার্ড করিবার পূর্বে উভয় পক্ষের কোন পক্ষ হাজির না হয়, তবে ফরিয়াদী ননমুট হইবেক।]

৩৬ ধারা। আসামীর হাজির হইবার নিমিত্তে যে দিন সময়েতে নিরূপণ হয়, কিম্বা বিচারার্থে ইমু রিকার্ড করিবার পূর্বে মোকদমা স্তননির জন্যে অন্য যে দিবস নিরূপণ হয় সেই দিবসে, যদি উভয় পক্ষের কোন পক্ষ হাজির না হয় তবে আদালত ফরিয়াদীকে ননমুট করিবেন ইতি।

[যদি কেবল আসামী হাজির হইয়া দাওয়া অস্বীকার করে তবে আদালত মোকদমা ডিসমিস করিবেন। কিন্তু যদি আসামী দাওয়া স্বীকার করে তবে আদালত এই স্বীকারমতে ডিক্রী করিবেন। বর্জিত বিধি।]

৩৭ ধারা। যদি সেইরূপ কোন দিবসে কেবল আসামী হাজির হইয়া দাওয়া অস্বীকার করে তবে আদালত পরচালমতে মোকদমা ডিসমিস করিবেন। কিন্তু যদি আসামী মোকদমার বিষয় কি তাহার কোন অংশ স্বীকার করে তবে আদালত সেই স্বীকারক্রমে পরচালনা ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী করিবেন। পরন্তু যদি অনেক আসামী হয় তবে যে আসামী এরূপ স্বীকার করে কেবল তাহার বিরুদ্ধে এই ডিক্রী হইবেক ইতি।

[যদি কেবল ফরিয়াদী হাজির হয় তবে আদালত একতরফা কার্য করিবেন।]

৩৮ ধারা। যদি সেইরূপ কোন দিবসে কেবল ফরিয়াদী হাজির হয়, তবে সম্মত এই আইনের বিধানানুসারে উপযুক্তমতে জারী হইয়াছে অথবা আসামী এই সম্মত বিষয় অবগত হইয়াছে এমত প্রমাণ হইলে, আদালত ফরিয়াদীর কিম্বা তাহার মোখারদের জোবানবন্দী লাইবেন ও ফরিয়াদীর এজহার ও তাহার উপস্থিতকর কোন

considering the allegations of the plaintiff, and any documentary or oral evidence adduced by him, may either dismiss the case, or postpone the hearing of it to a future day for the attendance of any witness the plaintiff may wish to call, or may make an *ex-parte* decree against the defendant.

[If defendant appear on a day to which the case is postponed, the Court may allow him to be heard in answer to the suit.]

XXXIX. If the defendant shall appear on any subsequent day to which the hearing of the suit may be postponed under the last preceding Section, the Court may, upon such conditions, if any, as to costs or otherwise as it may think proper, allow him to be heard in answer to the suit as if he had appeared on the day fixed for his attendance.

[If neither party appear on the day fixed for the trial of an issue, plaintiff to be nonsuited; if only one of the parties appear, issue to be tried *ex-parte*.]

XL. If on the day fixed for the trial of any issue neither of the parties appear, the plaintiff shall be nonsuited. If on any such day one only of the parties appear, the issue shall be tried and determined *ex-parte*.

[Revival, reversal, and alteration of *ex-parte* decrees under certain rules and conditions.]

XLI. If a decree be made *ex-parte* and the party against whom such decree shall have been made, appear, either in person or by agent, if a plaintiff, within fifteen days from the date of the Court's order, and if a defendant, within such time as the Court shall deem reasonable under all the circumstances of the case, not exceeding three months after the defendant has been arrested, or some part of his property has been attached in execution of the decree, and shall show good and sufficient cause for his previous non-appearance, and shall satisfy the Court that there has been a failure of justice, the Court may, upon such terms and conditions as to costs or otherwise as it may think proper, revive the suit, and alter or rescind the decree according to the justice of the case, recording the reasons for so doing, and may also order restitution, if the decree shall have been executed, which order may be enforced in the same manner as a decree; but no decree shall be reversed or altered without previously summoning the adverse party to appear and be heard in support of it.

[Defendant may pay money into Court in satisfaction of the demand.]

XLII. Clause 1.—The defendant, in any action under this Act, may pay into Court such sum of money as he shall think a full satisfaction for the demand of the plaintiff, together with the costs incurred by the plaintiff up to the time of

দলীলের প্রমাণ কি জোবানী মাফ্য দিবেচনা করিলে পর মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে পারিবেন, কিম্বা ফরিয়াদী যে কোন মাজিফে তলব করিতে চাহে তাহার হাজির হইবার জন্য অন্য কোন দিনপর্যন্ত মোকদ্দমার শুননির বিলম্ব করিতে পারিবেন, কিম্বা আসামীর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রী করিতে পারিবেন ইতি।

[মোকদ্দমা শুনিবার জন্য অন্য যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনে যদি আসামী হাজির হয় তবে আদালত মোকদ্দমাতে তাহার জওয়াব শুনা যাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

৩৯ ধারা। ৩৮ ধারার বিধানমতে মোকদ্দমা শুনিবার জন্য অন্য যে কোন দিবস নিরূপণ হয় সেই দিবসে যদি আসামী হাজির হয়, তবে তাহার হাজির হইবার নিরূপিত দিনে আসামী হাজির হইলে মোকদ্দমার জওয়াবে তাহার কথা যে প্রকারে শুনা যাইত, সেই প্রকারে আদালত, খরচাপ্রভৃতির বিষয়ে কোন নিয়ম করা উপযুক্ত বোধ করিলে সেই নিয়মানুসারে, মোকদ্দমার জওয়াবে তাহার কথা শুনা যাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন ইতি।

ইসুর বিচারের নিমিত্তে যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনে যদি উভয় পক্ষের কোন পক্ষ হাজির না হয় তবে ফরিয়াদীকে ননসুট করা যাইবেক। যদি কেবল এক পক্ষ হাজির হয় তবে ইসুর একতরফা বিচার হইবেক।]

৪০ ধারা। কোন ইসুর বিচারের নিমিত্তে যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনে যদি উভয় পক্ষের কোন পক্ষ হাজির না হয় তবে ফরিয়াদীকে ননসুট করা যাইবেক। যদি সেই প্রকার কোন দিবসে কেবল এক পক্ষ হাজির হয় তবে ইসুর একতরফা বিচার হইয়া নিষ্কাণ্ড হইবেক ইতি।

[কোন বিধি ও নিয়মানুসারে একতরফা ডিক্রীর পুনরুত্থাপন ও অন্যথা ও পরিবর্তন করণ।]

৪১ ধারা। যদি একতরফা ডিক্রী করা যায়, আর যে পক্ষের বিরুদ্ধে সেই ডিক্রী করা যায়, সে ফরিয়াদী হইলে আদালতের জজুমের তারিখের পর পনেরো দিবসের মধ্যে, আর আসামী হইলে আসামী গ্রেফতার হইলে পর কিম্বা ডিক্রী জারীকমে তাহার সম্পত্তির কোন অংশ ক্রোক হইলে পর তিন মাসের অধিক না হয় এমন যে সময় আদালত মোকদ্দমার সকল বৃত্তান্ত বুঝিয়া উপযুক্ত বোধ করেন সেই সময়ের মধ্যে, যদি সেই পক্ষ আপনি কিম্বা মোস্থারের দ্বারা হাজির হইয়া, আপনার পূর্বে হাজির না হওয়ার উদ্ভয় ও মাতবর কারণ দর্শায়, ও যথার্থ বিচারের জ্ঞাতি হইয়াছে এই বিষয়ে আদালতের স্বাক্ষর জন্মায়, তবে আদালত, খরচার বিষয়ে যে নিয়ম ও শর্ত উপযুক্ত বোধ করেন সেই নিয়ম ও শর্তমতে, মোকদ্দমার পুনরুত্থাপন করিতে পারিবেন, আর মোকদ্দমার বাধ্যতাক্রমে ডিক্রী পরিবর্তন ও অন্যথা করিতে পারিবেন, ও তাহা করিবার কারণ রিকর্ড করিবেন। আর যদি ডিক্রী জারী হইয়া থাকে তবে সম্পত্তি ফিরিলা দিবার জজুম করিতে পারিবেন, এই জজুম ডিক্রীর মতে জারী হইতে পারিবেক। কিন্তু বিপক্ষ পক্ষের উপস্থিত হইবার ও ডিক্রীর পোষকতার্থে তাহার কথা শুনা যাইবার জন্য তাহাকে সমন না করা গেলে, কোন ডিক্রী অন্যথা কি পরিবর্তন হইবেক না ইতি।

[আসামী দণ্ডের পরিশোধার্থে আদালতে টাকা দাখিল করিতে পারে।]

৪২ ধারা। ১ প্রকরণ।—এই আইনানুসারে কোন মোকদ্দমার আসামী, ফরিয়াদীর দণ্ডের দাবী যত টাকা সম্পূর্ণ কারণ জ্ঞান করে তত টাকা, এবং এই টাকা দেওয়ার সময়পর্যন্ত ফরিয়াদীর যত খরচা লাগিয়াছে

such payment, and such sum shall be paid to the plaintiff.

[If plaintiff elect to proceed in the case, and ultimately recover no further sum than that paid into Court, he shall be liable to the subsequent costs.]

Clause 2.—If the defendant deposit less than the sum claimed, and the plaintiff elect to proceed in the case, and ultimately recover no further sum than shall have been paid into Court, the plaintiff shall be charged with any costs incurred by the defendant in the suit after such payment.

[No interest on deposits.]

XLIII. No interest shall be allowed to a plaintiff on any sum paid by the defendant into Court, from the date of such payment, whether such sum be in full of the plaintiff's claim or fall short thereof.

[Defendant may set off cross-claim against plaintiff.]

XLIV. A defendant may set off against the plaintiff's claim, in any suit under this Act, any demand for which he might have sued the plaintiff in the same Court; but if the demand proposed to be set off exceed the amount cognizable by the Court, the defendant, previously to being allowed to set off the same, shall abandon the excess.

[In cases where claims are set off, Court may adjudge any sum due to either party.]

XLV. If the defendant in any case claim to set off any demand against the claim of the plaintiff, the Court shall find what amount is due to the plaintiff, and what amount, if any, is due to the defendant, and shall give judgment for the recovery of any sum which, upon such finding, shall appear due to either party.

[Effect of judgment in such cases.]

XLVI. The judgment of the Court with respect to any demand which a defendant may claim to set off, shall have the same effect as if such sum had been claimed by the defendant in a separate action against the plaintiff.

[To be continued.]

No 1383.
FORT WILLIAM,
CIVIL AUDITOR'S OFFICE.
THE 12TH JUNE, 1855.
NOTIFICATION.

The Most Noble the Governor General in Council in the Financial Department, under date the 4th September, 1854, having decided, that the practice of this office with reference to the salaries of Uncovenanted Officers when transferred from one district to another in charging salaries only from the date of their joining their new appointments, and not from the date of their relief from their old posts is wrong. All officers having to

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ১২ জুন।]

তাহার আদালতে দাখিল করিতে পারিবেন, এবং ঐ টাকা ফরিদাদীকে দেওয়া যাইবেক।

[যদি ফরিদাদী মোকদ্দমা চালাইতে চাহে ও আদালতে দাখিলকরা সেই টাকার অধিক শেষে না পায় তবে পরে যত খরচা হয় ফরিদাদী তাহার দায়ী হইবেক।]

২ প্রকরণ।—যদি আসামী দাবীর টাকাইতে কম টাকা আদান করে, এবং ফরিদাদী মোকদ্দমা চালাইতে চাহে, ও যত টাকা আদালতে দাখিল করা গিয়াছে তাহার অধিক টাকা শেষে ফরিদাদী না পায়, তবে ঐ টাকা দেওনের পরে মোকদ্দমাতে আসামীর যে কোন খরচা হয় তাহা ফরিদাদীর শিরে দেনা পড়িবেক ইতি।

[আমানতদার টাকার উপর সুদ নাই।]

৪৩ ধারা। আসামী যত টাকা আদালতে দাখিল করে, তাহা ফরিদাদীর দাওয়ার সম্পূর্ণ শোধে হউক কি তাহার কম হউক, ঐ টাকা দেওনের তারিখ অবধি তাহার উপর ফরিদাদী কোন সুদ পাইতে পারিবেন না ইতি।

[আসামী ফরিদাদীর উপর বিপরীত দাওয়া করিতে পারে।]

৪৪ ধারা। এই আইনানুসারে কোন মোকদ্দমার আসামী সেই আদালতে ফরিদাদীর নামে যে কোন দাওয়ার বাবৎ নালিশ করিতে পারিত এমত দাওয়া ফরিদাদীর দাওয়ার বিপরীত উপস্থিত করিতে পারে। কিন্তু যে বিপরীত দাওয়া উপস্থিত করিতে চাহে তাহার টাকা যদি ঐ আদালতের বিচার্য সংখ্যার অধিক হয় তবে আসামী ঐ দাওয়া উপস্থিত করিবার অনুমতি পাইবার পূর্বে ঐ অধিক টাকা ত্যাগ করিবেন ইতি।

[যখন দাওয়ার বিপরীত দাওয়া করা যায় তখন আদালত কোন পক্ষের পাওনা টাকার ডিক্রী করিতে পারিবেন।]

৪৫ ধারা। যদি কোন মোকদ্দমাতে আসামী ফরিদাদীর দাওয়ার বিপরীত কোন দাওয়া উপস্থিত করিতে চাহে তবে ফরিদাদীর যত পাওনা আছে তাহা, এবং আসামীর কিছু পাওনা থাকিলে যত পাওনা আছে তাহা, আদালত নিরূপণ করিবেন, এবং সেই নিরূপণমতে যে পক্ষের যত টাকা পাওনা দুই হয় তাহা তাহার পাইবার ডিক্রী করিবেন ইতি।

[সেইরূপ স্থলে ডিক্রীর ফল।]

৪৬ ধারা। আসামী যে বিপরীত দাওয়া উপস্থিত করিতে চাহে সেই টাকার দাওয়া ফরিদাদীর নামে স্বতন্ত্র মোকদ্দমাতে করিলে আদালতের ডিক্রীর যে ফল হইত ঐ দাওয়ার বিষয়ে সেই ফল হইবেক ইতি।

[ইহার অবশিষ্ট আগামিতে প্রকাশ হইবেক।]

১৩৮৩ নম্বর।

ফোর্ট উলিয়াম।

সিভিল আডিটর সাহেবের দফতরখানা।

১৮৫৫ সাল ১২ জুন।

বিজ্ঞাপন।

হজুর কোন্সেলে জীযুত মোফ্ট নোবল গবর্নমেন্ট জেনারেল বাহাদুর ফিন্যান্সিয়াল ডিপার্টমেন্টে ১৮৫৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে নির্দ্ধার্য করিয়াছেন যে, অতিষ্ঠ কার্যকারকেরা এক জিলাইতে অন্য জিলায় নিযুক্ত হইলে তাঁহাদের বেতনের বিষয়ে এই দফতরখানায় যে রীতি চলন আছে, অর্থাৎ তাঁহাদের পুরাতন পদ অন্য ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিবার তারিখ অবধি তাঁহাদের বেতনের হিসাব না ধরিয়া তাঁহাদের নুতন পদের কর্মে প্রবর্ত্তনের তারিখ অবধি তাঁহাদের বেতনের হিসাব

submit pay bills are hereby required to take special notice of this decision. The following instructions are given for their information and guidance.

When an Uncovenanted Officer quits a post, for one in another district, to which a higher salary is attached, the controlling officer of the new district shall draw the salary for the time between the quitting of the old office, and the joining of the new one, at the rate of the salary appertaining to the old office, but not for the full salary of the new appointment, until the officer transferred shall have actually joined his new office, when he shall draw for the full amount of his new salary.

W. P. PALMER, Civil Auditor.

NOTIFICATIONS.

ORDERS BY THE SUDDER DEWANNY ADAYLUT.

The 11th June, 1855.

Baboo Mudhoosoodun Ghose, Moonsiff of Cowally, to be Moonsiff of Mendigunge, and Moulvie Mofeezooddeen Mahomed, Moonsiff of Mendigunge, to be Moonsiff of Cowally, Zillah Backergunge.

LEAVES OF ABSENCE.

The 11th June, 1855.

Gopal Chunder Ghose, Moonsiff of Mohamudpore, Zillah East Burdwan, for the 17th and 18th instant.

The 12th June, 1855.

Moonshee Rameezooddeen, Moonsiff of Cusba Noornugger, Zillah Tipperah, from the 17th to 19th instant.

C. T. BUCKLAND, Register.

রাজকর্মে নিয়োগ।

১০৪২ নম্বর।

বঙ্গলা দেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৫ সাল ৩ আগ্রিল।

চাপড়ার দাতব্য হাসপিটাল ও ঔষধালয়ের কর্মনিষ্ঠাদের নিমিত্তে যে মহাশয়েরা স্বয়ং পদোপলক্ষে কমিটির মেম্বর হন তাঁহাদের সঙ্গে নীচের লিখিত মহাশয়েরা এই পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছেন।

জিহুত এড আর্থটন সাহেব। (Mr. H. Atherton.)

জিহুত বাবু বরওয়ারী লাল।

১৮৫৫ সাল ৮ জুন।

নিমক চৌকীর আসিফাণ্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জিহুত ডবলিউ এল ওএন সাহেব (Mr. W. L. Owen,) বাকরগঞ্জ এলাকার নিমক চৌকীর সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইবেন। জিহুত ওএন সাহেব ১৮৩৮ সালের ২৯ আইনের ২৫ ধারার নিষিদ্ধ কর্মতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

[Government Gazette, 19th June, 1855.]

করিবার যে রীতি তাহা অস্বস্তি। অতএব মাফিয়ানার বিল যে সকল কার্যকারক সাহেবেরদের অর্পণ করিতে হয় তাঁহাদেরকে এই নির্দ্ধারনের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবার আদেশ হইতেছে। তাঁহাদের বিজ্ঞাপনের ও কর্মের নিয়ম দর্শাইবার জন্যে নীচের লিখিত উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

যখন অচিহ্নিত কার্যকারক এক পদ ত্যাগ করিয়া অন্য জিলাতে আরো উচ্চ বেতনের পদে নিযুক্ত হন তখন এই নতুন জিলার কর্তৃককারি কার্যকারক সাহেব এই অচিহ্নিত কার্যকারকের পুরাতন পদ ত্যাগ করিবার সময়াবধি নতুন পদের কর্মে প্রবর্ত না হওনপর্যন্ত তাঁহার পুরাতন পদের বেতনের হিসাবমতে তাঁহার বেতন লইবেন। কিন্তু স্থানান্তরে নিযুক্ত সেই কার্যকারক আপন নতুন পদের কর্মে যেপর্যন্ত নিতান্ত প্রবর্ত না হন সেইপর্যন্ত এই নতুন পদের সম্পূর্ণ বেতন পাইবেন না। নতুন পদের কর্মে প্রবর্ত হইলে সেই পদের সম্পূর্ণ বেতন পাইবেন।

ডবলিউ পি পামর।

সিবিল আডিটর।

বিজ্ঞাপন।

মদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৫ সাল ১১ জুন।

জিলা বাকরগঞ্জের কোথালির মুনসেফ জিহুত বাবু মধুসূদন ঘোষ মেদিগঞ্জের মুনসেফ হইবেন ও মেদিগঞ্জের মুনসেফ জিহুত মোলবী মফীজুদ্দীন মহম্মদ কোথালির মুনসেফ হইবেন।

ছুটী।

১৮৫৫ সাল ১১ জুন।

জিলা পূর্ব বঙ্গমামের মহম্মদপুরের মুনসেফ জিহুত গোপালচন্দ্র ঘোষ বর্তমান মাসের ১৭ ও ১৮ তারিখের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৫ সাল ১২ জুন।

জিলা ত্রিপুরার কসবা নূরনগরের মুনসেফ জিহুত মুনশী রমীজুদ্দীন বর্তমান মাসের ১৭ তারিখঅবধি ১৯ তারিখপর্যন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

সি টি বক্লাণ্ড। রেজিষ্টার।

১৮৫৫ সাল ১ জুন।

জিহুত জে ডি গর্ডন সাহেব (Mr. J. D. Gordon,) ছাগলীর মাজিফ্টেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিফাণ্ট হইবেন।

ছুটী।

১৮৫৫ সাল ৩১ মে।

চাটিগাঁয়ের একটিং জজ জিহুত জি পি লেফ্টর সাহেব (Mr. G. P. Leicester,) আপনার কর্মের ভার এই জিলার একটিং অতিরিক্ত জজ জিহুত আর এচ রসেল সাহেবের (Mr. R. H. Russell,) প্রতি অর্পণ করিয়া চিকিৎসকের সর্টিফিকেটক্রমে তিন সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থান ক্রিয়া অন্য হুকুম না হওনপর্যন্ত জিহুত রসেল সাহেব আপনার কর্মের অতিরিক্ত তাঁহার সিরিশতার কর্ম নিষ্ঠাহ করিবেন।

১৮৫৫ সাল ৮ মে বাদ।

ছিলট এলাকায় সরকারী ইমারতের প্রধিবাসিকার্যনিষ্ঠাহক জিহুত মেজর জে গ্রেহাম সাহেব (Major J. Graham,) চিকিৎসকের সর্টিফিকেটক্রমে ছিলটের উত্তর-দিগের পক্ষতে গমন করিবার জন্যে গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১৭ তারিখঅবধি দীর্ঘ মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৫ সাল ৯ জুন।

মুরশিদাবাদের জজ জীবুত ডি আই মনি সাহেব (Mr. D. I. Money,) আপনার কর্মের ভার এ জিলার প্রধান সদর আমীন জীবুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরীর প্রতি অর্পণ করিয়া ছুটিবিশ্বক নূতন বিধির ১৩ ধারানুসারে এক মাসের ছুটি পাইয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থানপর্যন্ত জীবুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী জজ সাহেবের কাছারীর চলিত কর্ম নিরীহ করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৫ সাল ৮ জুন।

ছোটনাগপুরের কমিশ্যনর সাহেবের সিংহভূমে নিযুক্ত প্রধান আসিফাট জীবুত কাশান জে এস ডেবিস সাহে-

বকে (Captain J. S. Davies,) গত মার্চ মাসের ১২ তারিখে যে ছুটি দেওয়া যায় তাহার অবশিষ্ট কাল এ মাসের ২১ তারিখঅবধি রহিত হইয়াছে এ তারিখে তিনি আপন কর্মে পুনরায় গেলেন।

১৮৫৫ সাল ১১ জুন।

মিবিদম্পর্কীয় মিরিশতার জীবুত ই লাট্টর সাহেব ও জীবুত এফ এ লশিংটন সাহেব (Messrs. E. Lau-tour and F. A. Lushington,) বর্তমান মাসের ৫ তারিখে "বাক্সাল" নামক বাক্ষীর জাহাজে ভারতবর্ষহইতে প্রস্থান করিলেন এমত রিপোর্ট করেন।

ডবলিউ গ্রে।

বাক্সাল দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

INSOLVENT COURT.

যোত্রহীনেরদের আদালত।

IN THE COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of NETERVILLE HENRY ALEXANDER CAMPBELL, an Insolvent, (3d Insolvency.)

NOTICE is hereby given, that Saturday, the 7th day of July next, is appointed for further hearing in this matter for the purpose of declaring a Dividend and that an Account in detail of the Receipts and Disbursements of the Assignee from the 2d day of January, 1854, until the 1st day of June instant, has been filed and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any Creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the Estate of the said Insolvent, will be heard. Notice having been given, at the Office of the Chief Clerk 3 clear days before the hearing.

Official Assignee's Office, Calcutta, 11th June, 1855.

যোত্রহীনেরদের উপকারার্থ আদালত।

তৃতীয়বার যোত্রহীন নেটরবিল হেনরি আলেকজান্ডর কাম্বেল সাহেবের বিষয়ে।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ডিরিডেণ্ড প্রকাশ করিবার নিমিত্তে এ বিষয়ের পুনশ্চ শুননির জন্য আগামি জুলাই মাসের ৭ তারিখ শনিবার নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং ১৮৫৪ সালের জানুয়ারি মাসের ২ তারিখঅবধি বর্তমান জুন মাসের ১ তারিখপর্যন্ত আর্সেনি সাহেবের জমা ও খরচের বিস্তারিত হিসাব দাখিল করা গিয়াছে এবং প্রধান ক্লার্ক সাহেবের দস্তুরখানার তাহা দেখা যাইতে পারে। যে কোন মহাজন কিম্বা এ বিষয়ে লিপ্ত অন্য যে কেহ উক্ত যোত্রহীনের ইফ্টের উপর কোন দাওয়া স্থাপন কি প্রতিবন্ধকতা করিতে চাহেন তিনি শুননির দিবসের পূর্বে তিন দিন থাকিতে প্রধান ক্লার্ক সাহেবের দস্তুরখানার সম্বাদ দিলে তাঁহার কথা শুন্য যাইবেক।

সরকারী আর্সেনি সাহেবের দস্তুরখানা। কলিকাতা। ১৮৫৫ সাল ১১ জুন।

The like notice in the matter of MATHEW STEEL TEMPLETON, an Insolvent, wherein the account of the Assignee is filed from the 9th day of March, 1854, to the 1st day of June instant.

যোত্রহীন মাথিউ স্টিল টেম্পলটন সাহেবের বিষয়ে সেই প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। তাহাতে আর্সেনি সাহেবের ১৮৫৪ সালের ৯ মার্চ তারিখঅবধি বর্তমান জুন মাসের ১ তারিখপর্যন্ত হিসাব দাখিল করা গিয়াছে।

The like notice in the matter of GREGORY GEORGE GREGORY, an Insolvent, wherein the account of the Assignee is filed from the 27th day of October, 1854, to the first day of June instant.

যোত্রহীন গ্রিগরি জর্জ গ্রিগরি সাহেবের বিষয়ে সেই প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। তাহাতে আর্সেনি সাহেবের ১৮৫৪ সালের অক্টোবর মাসের ২৭ তারিখঅবধি বর্তমান জুন মাসের ১ তারিখপর্যন্ত হিসাব দাখিল করা গিয়াছে।

The like notice in the matter of JOHANNES GEORGE GREGORY, an Insolvent, wherein the account of the Assignee is filed from the 27th day of October, 1854, to the first day of June instant.

যোত্রহীন জোহানিস জর্জ গ্রিগরি সাহেবের বিষয়ে সেই প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। তাহাতে আর্সেনি সাহেবের ১৮৫৪ সালের অক্টোবর মাসের ২৭ তারিখঅবধি বর্তমান জুন মাসের ১ তারিখপর্যন্ত হিসাব দাখিল করা গিয়াছে।

In the matter of GEORGE FRASER RAILEY, heretofore carrying on trade and business in Waterloo Street, in the Town of Calcutta, in copartnership with William Newton, late of Calcutta, and now residing in Great Britain, under the name, style and firm of W. Newson and Co., as Wine Merchants and Commission Agents, and since carrying on trade and business as a Wine Merchant and Commission Agent in Waterloo Street aforesaid, under the said name, style and firm of W. Newson and Co.

Notice is hereby given, that under and by virtue of an order of this Honourable Court bearing date the second day of June, One Thousand Eight Hundred and Fifty-five, It was amongst other things ordered that the said Insolvent be for ever discharged from all liability whatsoever far or in respect of the several debts due from the said Insolvent, to the several persons mentioned in the Schedule of the said Insolvent, filed in the Eighteenth day of June, One Thousand Eight Hundred and Fifty, unless cause should be shewn to the contrary on Saturday, the fourth day of August next.

JUDGE and BUBBINTON, Insolvent's Attorneys.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ১১ জুন।]

যোত্রহীন ডবলিউ নিউসন কোম্পানির নামে কলিকাতা নগরের ওয়াটের লু ফ্রিটে পূর্বে কলিকাতা নগরনি-
দানী এক্ষণে গ্রেট ব্রিটেননিবাসি উলিয়ম নিউসন সাহেবের সঙ্গে ঘোড়ায় ওয়াইন শরাব বিক্রোতা ও কমিস্যন এজেন্টের
কর্মকারী ও পরে ডবলিউ নিউসন কোম্পানির উক্ত নামে পূর্বোক্ত ওয়াটের লু ফ্রিটে ওয়াইন শরাব বিক্রোতা ও কমি-
স্যন এজেন্টের কর্মকারি জর্জ ফ্রেন্সের বেলি সাহেবের বিষয়ে।

ইহার দ্বারা সন্মান দেওয়া যাইতেছে যে এই সন্মান আদালতের ১৮৫৫ সালের ২ জুন তারিখের এক আজ্ঞার
শক্তিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইহারো জরুম হইয়াছিল যে আগামি আগষ্ট মাসের ৪ তারিখ শনিবারে যদি বি-
রুদ্ধ কারণ দর্শান না যায় তবে উক্ত যোত্রহীন ১৮৫০ সালের ১৮ জুন তারিখে যে তফসীল দাখিল করেন সেই তফ-
সীলের লিখিত নানা ব্যক্তিরা উক্ত যোত্রহীনের স্থানে যত টাকা পাইবেন সেই সকল টাকার বিষয়ের সকল দায়-
হইতে উক্ত যোত্রহীন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন।

জজ ও বুকিনিয়ন। যোত্রহীনের উকীল।

IN THE SUPREME COURT OF JUDICATURE AT FORT WILLIAM IN BENGAL.

In Equity.

Charles Swinton Hogg, Administrator General of Bengal,

versus

Hurrydoss Dutt, Sreemutty Joymoney Dossee, Muddoosoodun Dutt, Joygopaul Sein and Boycaunt-
nauth Sein.

Notice is hereby given, that on the fifth day of June instant, a Writ of Injunction was issued out
of and under the Seal of this Court in the above suit restraining the said Defendants from negotiating,
selling, pledging or in any way parting with or disposing of any of the Company's Paper of the dates,
numbers and amounts following, that is to say,

No. 6177	of 11037	of 1832-33, for Sicca Rupees	10,000.
No. 6587	of 6935	of 1832-33, for Sicca Rupees	5,000.
No. 13067	of 9665	of 1832-33, for Sicca Rupees	1,300.
No. 212	of 3567	of 1835-36, for Company's Rupees	1,800.
No. 690	of 2389	of 1835-36, for Company's Rupees	10,000.
No. 6936	of 15287	of 1835-36, for Company's Rupees	2,900.
No. 7644	of 15834	of 1835-36, for Company's Rupees	10,000.
No. 8152	of 11155	of 1835-36, for Company's Rupees	5,000.
No. 8535	of 4231	of 1835-36, for Company's Rupees	4,000.
No. 8537	of 4231	of 1835-36, for Company's Rupees	4,000.
No. 9250	of 17065	of 1835-36, for Company's Rupees	4,000.
No. 3494		of 1835-36, for Company's Rupees	5,000.
No. 992	of 6172	of 1842-43, for Company's Rupees	4,000.
No. 7048		of 1842-43, for Company's Rupees	7,000.
No. 5304		of 1835-36, for Company's Rupees	5,000.
No. 7970	of 16424	of 1835-36, for Company's Rupees	2,700.
No. 6688	of 13431	of 1835-36, for Company's Rupees	2,000.
No. 2122		of 1842-43, for Company's Rupees	5,000.
No. 2491		of 1842-43, for Company's Rupees	5,000.
No. 614	of 3031	of 1842-43, for Company's Rupees	5,000.
No. 8386		of 1842-43, for Company's Rupees	4,000.
No. 2209		of 1842-43, for Company's Rupees	3,000.
No. 1147	of 7262	of 1842-43, for Company's Rupees	2,000.
No. 1605		of 1842-43, for Company's Rupees	1,500.
No. 3960		of 1842-43, for Company's Rupees	1,000.
No. 5581		of 1842-43, for Company's Rupees	500.
No. 16827		of 1832-33, for Sicca Rupees	5,000.
No. 10231	of 13506	of 1842-43, for Sicca Rupees	3,900.
No. 10425		of 1832-33, for Sicca Rupees	2,500.
No. 5598		of 1832-33, for Sicca Rupees	1,000.
No. 318		of 1842-43, for Company's Rupees	25,000.
No. 1644	of 5097	of 1842-43, for Company's Rupees	1,000.
No. 1262	of 7791	of 1842-43, for Company's Rupees	1,000.
No. 1263	of 7791	of 1842-43, for Company's Rupees	1,000.
No. 8640	of 16494	of 1835-36, for Company's Rupees	4,000.
No. 239	of 1116	of 1835-36, for Company's Rupees	600.
No. 432	of 10323	of 1835-36, for Company's Rupees	2,700.
No. 11184	of 8620	of 1835-36, for Company's Rupees	2,600.

The Public in general and Brokers and Dealers in Government Securities in particular are there-
fore cautioned against purchasing or advancing money on the Security of or otherwise negotiating any
of the abovementioned Government Securities.

SMOULT and DENMAN, Plaintiff's Attornies.

বঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর সুপ্রিম কোর্টের একটি পক্ষে।

বঙ্গলা দেশের অডিনিষ্ট্রেটর জেনরল শ্রীমুত চার্লস সুইন্টন হগ সাহেব বাদী।

হরিদাস দত্ত ও শ্রীমতী জয়মণি দাসী ও যধুসুন্দর দত্ত ও জয়গোপাল সেন ও বৈদ্যনাথ সেন প্রতিবাদী।

ইহার দ্বারা সন্মান দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত মোকদ্দমায় বর্তমান জুন মাসের পাঁচ তারিখে এই কোর্টের
নোহরক্রমে ইমজ্ঞাশন অর্থাৎ নিষেধসূচক এক পরওয়ানা জারী হইয়াছিল তাহাতে উক্ত আদালতকে নিষেধ করা

[Government Gazette, 19th June, 1855.]

নিম্নোক্ত যে তাহার নীচের লিখিত তারিখের ও নম্বরের ও মূল্যের কোন কোম্পানির কাগজ লইয়া কারবার না করেন ও তাহা বিক্রয় না করেন ও বন্ধক না দেন কিম্বা অন্য কোন প্রকারে না দেন কি হস্তান্তর না করেন। অর্থাৎ।

১৮৩২। ৩৩ সালের	৬১৭৭। ১১০৩৭ নম্বর	সিককা	১০,০০০ টাকা।
১৮৩২। ৩৩ সালের	৬৫৮৭। ৬২৩৫ নম্বর	সিককা	৫,০০০ টাকা।
১৮৩২। ৩৩ সালের	১৩০৬৭। ২৬৬৫ নম্বর	সিককা	১,০০০ টাকা।
১৮৩৫। ৩৬ সালের	২১২। ৩৫৬৭ নম্বর	কোং	১,৮০০ টাকা।
১৮৩৫। ৩৬ সালের	৬২০। ২৩৮২ নম্বর	কোং	১০,০০০ টাকা।
১৮৩৫। ৩৬ সালের	৬২৩৬। ১৫২৮৭ নম্বর	কোং	২,২০০ টাকা।
১৮৩৫। ৩৬ সালের	৭৬৪৪। ১৫৮৩৪ নম্বর	কোং	১০,০০০ টাকা।
১৮৩৫। ৩৬ সালের	৮১৫২। ১১১৫৫ নম্বর	কোং	৫,০০০ টাকা।
১৮৩৫। ৩৬ সালের	৮৫৩৫। ৪২৩১ নম্বর	কোং	৪,০০০ টাকা।
১৮৩৫। ৩৬ সালের	৮৫৩৭। ৪২৩১ নম্বর	কোং	৪,০০০ টাকা।
১৮৩৫। ৩৬ সালের	২২৫০। ১৭০৬৫ নম্বর	কোং	৪,০০০ টাকা।
১৮৩৫। ৩৬ সালের	৩৪২৪।	নম্বর কোং	৫,০০০ টাকা।
১৮৪২। ৪৩ সালের	২২২। ৬১৭২ নম্বর	কোং	৪,০০০ টাকা।
১৮৪২। ৪৩ সালের	৭০৪৮	নম্বর কোং	৭,০০০ টাকা।
১৮৩৫। ৩৬ সালের	৫৩০৪	নম্বর কোং	৫,০০০ টাকা।
১৮৩৫। ৩৬ সালের	৭২৭০। ১৬৪২৪ নম্বর	কোং	২,৭০০ টাকা।
১৮৩৫। ৩৬ সালের	৬৬৮৮। ১৩৪৩১ নম্বর	কোং	২,০০০ টাকা।
১৮৪২। ৪৩ সালের	২১২২	নম্বর কোং	৫,০০০ টাকা।
১৮৪২। ৪৩ সালের	২৪২১	নম্বর কোং	৫,০০০ টাকা।
১৮৪২। ৪৩ সালের	৬১৪। ৩০৩১ নম্বর	কোং	৫,০০০ টাকা।
১৮৪২। ৪৩ সালের	৮৩৮৬	নম্বর কোং	৪,০০০ টাকা।
১৮৪২। ৪৩ সালের	২২০২	নম্বর কোং	৩,০০০ টাকা।
১৮৪২। ৪৩ সালের	১১৪৭। ৭২৬২ নম্বর	কোং	২,০০০ টাকা।
১৮৪২। ৪৩ সালের	১৬০৫	নম্বর কোং	১৫০০ টাকা।
১৮৪২। ৪৩ সালের	৩২৬০	নম্বর কোং	১,০০০ টাকা।
১৮৪২। ৪৩ সালের	৫৫৮১	নম্বর কোং	৫০০ টাকা।
১৮৩২। ৩৩ সালের	১৬৮২৭	নম্বর সিককা	৫,০০০ টাকা।
১৮৪২। ৪৩ সালের	১০২৩১। ১৩৫০৬ নম্বর	সিককা	৩,২০০ টাকা।
১৮৩২। ৩৩ সালের	১০৪২৫	নম্বর সিককা	২,৫০০ টাকা।
১৮৩২। ৩৩ সালের	৫৫২৮	নম্বর সিককা	১,০০০ টাকা।
১৮৪২। ৪৩ সালের	৩১৮	নম্বর কোং	২৫,০০০ টাকা।
১৮৪২। ৪৩ সালের	১৬৪৪। ৫০২৭ নম্বর	কোং	১০০০ টাকা।
১৮৪২। ৪৩ সালের	২২৬২। ৭৭২১ নম্বর	কোং	১,০০০ টাকা।
১৮৪২। ৪৩ সালের	১২৬৩। ৭৭২১ নম্বর	কোং	১,০০০ টাকা।
১৮৩৫। ৩৬ সালের	৮৬৪০। ১৬৪২৪ নম্বর	কোং	৪,০০০ টাকা।
১৮৩৫। ৩৬ সালের	২৩৯। ১১১৬ নম্বর	কোং	৬০০ টাকা।
১৮৩৫। ৩৬ সালের	৪৩২। ১০৩২৩ নম্বর	কোং	২৭,০০০ টাকা।
১৮৩৫। ৩৬ সালের	১১১৮৪। ৮৬২০ নম্বর	কোং	২,৬০০ টাকা।

সর্ব সাধারণ লোককে আর বিশেষতঃ যাহারা কোম্পানির কাগজ লইয়া দালালী ও কারবার করে তাহার নিগড়ে সতর্ক করা যাইতেছে যে উপরোক্ত কোন কোম্পানির কাগজ খরীদ না করে কিম্বা তাহার জামিনীক্রমে টাকা না দেয় কি কোন প্রকারে তাহা কেনা বেচা না করে।

ফোল্ট ও ডেনমান। করিমাবাদীর উজীল।

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENT.

সাধারণ ব্যক্তিদের ইশতিহার।

বিজ্ঞাপন।

বিনীতিপুরম্বর নিবেদনঃ ইন্দ্রাজী প্রসিদ্ধ পুস্তকহইতে সংগ্রহপূর্বক গোড়ীর মাধু ভাষায় বাঞ্চীর কলের পুরাতন ও নির্মাণ প্রকার ইত্যাদি এবং রেলওয়ের আদ্যোপাঙ্গ উপাখ্যান ও তাহা যেহেতু স্থানের নিকট দিয়া চলি-
রাছে সেইহেতু স্থানের বিবরণ। এবং হাওড়াঅবধি স্থানীগণপথ্যস্তের মানচিত্র ও হাওড়াপ্রভৃতির ইন্টেনশনের ও রেল-
ওয়ের পুল ও পাঁজুরা ইত্যাদি যে সমস্ত মসজিদ মন্দির অট্টালিকাদি আছে তাহার প্রতিকৃতি। হাওড়াঅবধি অপ-
রাপর ইন্টেনশনের দূরদূরত্ব ও ভাড়া এবং বাঞ্চীর শিকটে গমনাগমনের সময় ও ঐ গাড়িতে যে সকল দ্রব্যাদি চলি-
বেক তাহার প্রকার ও ভাড়ার বিবরণপ্রকাশক বাঞ্চীর কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়েনামক পুস্তক ন্যূনাদিক ৩০০
পৃষ্ঠায় উল্লম্বাকারে উভয় কাগজে জিরামপুর তমোহর যন্ত্রে প্রকাশ হইতেছে মহাশয়গণ স্বঃ গ্রন্থাগারে গ্রন্থকারের উৎ-
সাহবন্ধন ও পরিশ্রম সাফল্যার্থ গ্রাহকশ্রেণীতে স্বঃ নাম লিখিয়া চরিতার্থ করুন ইতি।

পুস্তকের মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ১০০ টাকা তন্নিম্নের পক্ষে ২৭ টাকা নির্দ্ধার্য হইয়াছে। গ্রাহক মহাশয়েরা
উক্ত যন্ত্রালয়ে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

যন্ত্রাধ্যক্ষের নিবেদন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৫। ১৯ জুন।]

জিরামপুরের যন্ত্রালয়ে জীবুত জে সি মরে সাহেবকর্তৃক মুদ্রিত হইল।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত ।

CALCUTTA, TUESDAY, JUNE 26, 1855.

কলিকাতা নব্বলবার ১৮৫৫ খাল ২৬ জুন ।

DRAFT OF ACT.

A Bill for the more easy recovery of small debts and demands.

[Continued from page 426.]

[Plaintiff having a joint demand against several persons may sue one or more of them without the others. Effect of decree in such suit.]

XLVII. Clause 1.—If a plaintiff have a demand recoverable against two or more persons jointly answerable, he may sue any one or more of such persons without joining the other, and the dismissal of such suit or a decree therein shall bar his claim against the person not joined.

[Judgment may be obtained against defendants who have been served with summons, though sued jointly with others who have not been served.]

Clause 2.—If a plaintiff sue two or more persons jointly answerable, and one or more of such persons cannot be personally served with the summons, judgment may be obtained against any person or persons who shall have been personally served with such summons.

[If either party fail to produce his proof, or adopt measures to enforce the attendance of witnesses, the case shall be proceeded with as if he had declined to produce any proof.]

XLVIII. If either party fail to produce his proofs within the time allowed him, or to take out a summons for the attendance of any witness whose attendance he may require to be enforced, the case shall be proceeded with and determined as if such party had declined to produce any proof.

[Government Gazette, 26th June, 1855.]

আইনের মুনাবিদা ।

অল্প ২ কর্ত্ত ও দাওয়া আরো সহজরূপে আদায় করিবার আইনের মুনাবিদা ।

[৪২৬-পৃষ্ঠাহইতে চলিতেছে ।]

[এতদ্বারা অনেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফরিয়াদীর দাওয়া প্রা-
কিলে সে তৎকাল জনকে ছাড়িয়া অন্য এক কি ততোধিক
কের নামে নালিশ করিতে পারিবেক । এমত মোকদ্দমা
মাত্র ডিক্রীর ফল ।]

৪৭ ধারা । ১ প্রকরণ ।—যদি একজন দারি দুই কি
ততোধিক ব্যক্তির উপর ফরিয়াদীর দাওয়া থাকে, তবে
সেই ফরিয়াদী সেই প্রকারের কোন এক কি ততোধিক
ব্যক্তির নামে নালিশ করিয়া অন্যেরদিগকে ছাড়িতে
পারে । আর সেই মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে কিম্বা তা-
হাতে ডিক্রী হইলে, এই নালিশে যাহাকে ছাড়া বিদ্ভা-
ছিল তাহার উপর ফরিয়াদীর দাওয়া হইতে পারিবেক
না ।

[আদায়ীদের নামে একত্রে নালিশ হইয়া যদি তৎকাল
জনের উপর সমন জারী হয় ও অন্যেরদের উপর হয়
নাই, তবে যাহারদের উপর সমন জারী হইল তাহারদের
বিরুদ্ধে ডিক্রী পাওয়া যাইতে পারে ।]

২ প্রকরণ ।—যদি ফরিয়াদী একত্রে দারি দুই কি ততো-
ধিক ব্যক্তির নামে নালিশ করে, ও তাহারদের এক কি
ততোধিক ব্যক্তির নিজের উপর সমন জারী হইতে পা-
রিল না, তবে যে কোন ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের নিজের
উপর সমন জারী হইয়াছে তাহার কি তাহারদের বিরুদ্ধে
ডিক্রী পাওয়া যাইতে পারে ইতি ।

[যদি কোন পক্ষ প্রমাণ উপস্থিত না করে, কিম্বা সা-
ক্ষিরদিগকে হাজির করাইবার উপায় না করে, তবে সে
কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে না চাহিলে মোকদ্দমা যে
প্রকারে চলিত সেই প্রকারে চলিবেক ।]

৪৮ ধারা । যদি কোন পক্ষ আপনার প্রমাণ উপস্থিত
করিবার যে মিয়াদ পার তাহার মধ্যে প্রমাণ উপস্থিত না
করে, কিম্বা যাহাকে নিতান্ত হাজির করণ প্রয়োজন এমত
কোন সাক্ষিকে হাজির করিবার সমন বাহির না করে,
তবে ঐ পক্ষ কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারাজ হইলে
যে রূপ হইত সেইরূপে এই মোকদ্দমার ভদবীর ও নিষ্পত্তি
হইবেক ইতি ।

[Court may grant time for prosecuting claim or defence, and may adjourn the hearing.]

XLIX. The Court may, in any case, make orders for granting time to the plaintiff or defendant to proceed in the prosecution or defence of a suit, and may also from time to time, for sufficient reason to be recorded by the Judge, adjourn the hearing or further hearing of any case, in such manner as to the Court may seem fit, or call on either party for proof on any point which the Court may think necessary for the determination of the case.

[On trial of issues, evidence to be reduced to writing.]

L. On the trial of any issues, the substance of the evidence of each witness shall be reduced to writing in the vernacular language of the Judge in the form of a narrative, by, or in the presence and under the personal superintendence of, the Judge.

[Judgment how to be pronounced.]

LI. The Court shall pronounce judgment in open Court; and all the provisions of Act No. XII. of 1843 and Act No. XXXIII. of 1854 shall be applicable thereto.

[Form of decree.]

LII. If the decree be for the delivery of personal property, it shall state the amount of money to be paid as an alternative if delivery cannot be had. The decree shall also state the amount of costs incurred in the suit, and by what parties, and in what proportions they are to be paid.

[Decrees when to contain an order for immediate execution.]

LIII. Every decree for the payment of money or costs shall contain an order for immediate execution, unless the Court shall see fit to provide for the payment by instalments, with or without interest, of any sum adjudged, or there shall be other good reason to the contrary.

[Pleader's fee when and how to be charged. Proviso.]

LIV. If any person entitled to plead in a Court of the East India Company shall appear on behalf of any party to a suit instituted under this Act, the Court, if it consider the case a fit one for the employment of a pleader, may charge the losing party, as part of the costs of suit, with a sum on account of the pleader's fee not exceeding, in the case of a plaintiff, 5 per centum upon the sum decreed, and in the case of a defendant 5 per centum upon the amount claimed by the plaintiff; but no fee for any pleader or agent shall be charged as part of the costs of suit in any other case.

[In a suit for damages for breach of contract, Court may, with consent of plaintiff, order specific performance.]

LV. In a suit for damages for breach of con-

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ২৬ জুন।]

[আদালত নালিশের মোকদ্দমা চালাইবার কি তাহাতে জওয়াব দিবার জন্য সময় দিতে পারেন ও মোকদ্দমার শুননির বিলম্ব করিতে পারেন।]

৪৯ ধারা। আদালত কোন মোকদ্দমায় ফরিয়াদীকে কি আসামীকে এই মোকদ্দমা চালাইবার কি তাহাতে জওয়াব দিবার জন্য অধিক সময় দিবার হুকুম করিতে পারিবেন, আর উপযুক্ত কারণে আদালত যেমন উচিত বোধ করেন তেমন সময়ের কোন মোকদ্দমার শুননির কি পুনশ্চ শুননির বিলম্ব করিতে পারিবেন, কিন্তু সেই কারণ বিচারকদ্বার রিকর্ড করিতে হইবেক। কিম্বা মোকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্যে আদালত যে বিষয় আবশ্যক বোধ করেন এমত কোন বিষয়ের প্রমাণ করিতে কোন পক্ষকে হুকুম করিতে পারিবেন ইতি।

[ইসুর বিচারের সময়ে প্রমাণ লিখিয়া লওয়া যাইবেক।]

৫০ ধারা। কোন ইসুর বিচার হইলে বিচারকরা আপনি, কিম্বা তাহার সাক্ষাতে ও নিজ তত্ত্বাবধানে কেহ, প্রত্যেক সাক্ষির সাক্ষ্যের মর্ম বিচারকদ্বার ভাষাতে বিবরণের পাঠে লিখিয়া লইবেন ইতি।

[বিচার যে প্রকারে প্রকাশ করা যাইবেক।]

৫১ ধারা। আদালত খোলা কাছারীতে ডিক্রী প্রকাশ করিবেন। আর ১৮৪৩ সালের ১২ আইন ও ১৮৫৪ সালের ৩৩ আইনের সকল বিধান এই ডিক্রীর বিষয়ে থাকিবেক ইতি।

[ডিক্রীর পাঠ।]

৫২ ধারা। যদি অস্থাবর সম্পত্তি দিবার ডিক্রী হয়, তবে তাহা দেওয়া যাইতে না পারিলে তাহার পরিবর্তে যত টাকা দিতে হইবেক তাহা ডিক্রীতে লেখা থাকিবেক। আরো মোকদ্দমাতে যত খরচা লাগে ও সেই খরচা যে পক্ষের যে হিসাবে দিতে হইবেক তাহাও ডিক্রীতে লেখা থাকিবেক ইতি।

[যে স্থলে ডিক্রীর মধ্যে অগোণে জারীর হুকুম থাকিবেক।]

৫৩ ধারা। টাকা কি খরচা দিবার প্রত্যেক ডিক্রীতে এই ডিক্রীর অগোণে জারী হইবার হুকুম থাকিবেক। কিন্তু যদি আদালত ডিক্রীকরা কোন টাকা সুদসমেত কি সুদ বিনা কিস্তীক্রমে দিবার নিয়ম করা উচিত বোধ করেন, কিম্বা ডিক্রী অগোণে জারী না করিবার অন্য উত্তম কারণ থাকে, তবে সেই হুকুম ডিক্রীতে থাকিবেক না ইতি।

[উকীলের রসুম যে স্থলে ও যে প্রকারে লইতে হইবেক। বর্জিত বিধি।]

৫৪ ধারা। কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে সওয়াল জওয়াব করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তি যদি এই আইনানুসারে উপস্থিতকরা মোকদ্দমার কোন পক্ষের তরফে উপস্থিত হয়, তবে আদালত, এই মোকদ্দমা উকীল নিযুক্ত করিবার উপযুক্ত মোকদ্দমা জ্ঞান করিলে, যে পক্ষ পরাজিত হয় তাহাকে এই উকীলের রসুমের বাবৎ খরচার অংশস্বরূপ কিছু টাকা দিবার হুকুম করিবেন। অর্থাৎ ফরিয়াদীর এই টাকা দিতে হইলে ডিক্রীকরা টাকার উপর শতকরা ৫১ টাকার অধিক না হয়, ও আসামীর এই টাকা দিতে হইলে ফরিয়াদী যত টাকা দাওয়া করে তাহার উপর শতকরা ৫১ টাকার অধিক না হয় দেওয়া যিবেক। কিন্তু অন্য কোন মোকদ্দমায় কোন উকীল কি মোস্তাফিরের নিমিত্তে কোন রসুম মোকদ্দমার খরচার অংশস্বরূপ দিবার হুকুম হইবেক না ইতি।

[চুক্তি ভঙ্গনের বাবৎ ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায় আদালত ফরিয়াদীর অনুমতি লইয়া নির্দিষ্ট কর্ম নির্বাহের হুকুম করিতে পারিবেন।]

৫৫ ধারা। চুক্তি ভঙ্গনপ্রযুক্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায়,

tract, if it appear that the defendant is able to perform the contract, the Court may, with the consent of the plaintiff, order the specific performance of the contract within a time to be fixed by the Court, and shall award an amount of damages to be paid as an alternative.

[Refund of stamp duty on plaint in case of compromise before defence.]

LVI. If the case be settled by compromise before the defendant is called upon to make his defence, the plaintiff shall be entitled to receive back the entire amount of the stamp duty paid on the plaint.

[No refund of stamp duty if compromise require a decree on which execution can be taken out.]

LVII. If the compromise be such as to require a decree to pass, on which process of execution can be taken out, the plaintiff shall not be entitled to a refund of the stamp duty.

[Death of one or more of several defendants before judgment not to abate suit.]

LVIII. If one or more of several defendants die before judgment, the plaintiff may continue the suit against the survivor or survivors in the same manner as if he or they had been sued alone; provided that a decree in such suit shall be a bar to any proceedings against the representative of the deceased defendant.

[Death of sole plaintiff.]

LIX. If a sole plaintiff die before judgment, the Court, at the instance of his representative, may proceed to judgment in the same manner as if the suit had been commenced by the representative.

[Insolvency of plaintiff.]

LX. If the plaintiff become bankrupt or insolvent before judgment, the Court may proceed to judgment at the instance of the assignee in the name of the plaintiff.

[Court may allow amendment of defects, errors, &c., in suits.]

LXI. No suit instituted under this Act shall be dismissed on the ground of defect of parties, of misjoinder of persons or claims, of improper valuation of a claim, or of any other defect, error, or irregularity, if it shall appear to the Court that such defect of parties, misjoinder, improper valuation, error, defect, or irregularity was not wilful or for the purpose of obtaining any undue advantage, and that an amendment may be made without injustice to any person; and the Court may, for the purpose of correcting any error or defect, direct such amendment to be made as may be necessary, and upon such terms as it may deem proper.

[Court may refer questions of law, &c., to Sudder Court.]

LXII. If at the time of a summary inquiry

[Government Gazette, 26th June, 1855.] 3 L 2

যদি দৃষ্ট হয় যে আসামী এই চুক্তির কর্ম করিতে পারে, তবে আদালত ফরিয়াদীর অনুমতি লইয়া, সময় নিরূপণ করিয়া, সেই সময়ের মধ্যে এই চুক্তির নির্দিষ্ট কর্ম নির্বাহ হইবার হুকুম করিতে পারিবেন, আর তাহা নির্বাহ না হইলে ক্ষতিপূরণের যত টাকা দিতে হইবেক তাহার হুকুম করিবেন ইতি।

[জওয়ারের পূর্বে মোকদ্দমার রফা হইলে নালিশের আরজীর ইন্টাংপের মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক।]

৫৬ ধারা। যদি আসামীকে জওয়ার দিতে তলব হইবার পূর্বে রফানামার দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়, তবে ফরিয়াদী আরজীর ইন্টাংপের যত মাসুল দিয়াছিল তাহা সমুদয় ফিরিয়া পাইতে পারিবেক ইতি।

[যদি রফানামাক্রমে যে ডিক্রী জারী করা যাইতে পারে এমত ডিক্রীর প্রয়োজন হয়, তবে ইন্টাংপের কিছু মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না।]

৫৭ ধারা। যদি রফানামা এমত হয় যে ডিক্রী হইবার প্রয়োজন থাকে, আর এ ডিক্রী জারীর পরওয়ানা বাহির করা যাইতে পারে, তবে ফরিয়াদী ইন্টাংপের মাসুল ফিরিয়া পাইতে পারিবেক না ইতি।

[ডিক্রী হইবার পূর্বে অনেক আসামীর এক কি অধিক জনের মৃত্যু হইলেও মোকদ্দমা স্থগিত হইবেক না।]

৫৮ ধারা। যদি ডিক্রী হইবার পূর্বে অনেক আসামীর এক কি অধিক জনের মৃত্যু হয়, তবে কেবল অবশিষ্ট ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের নামে নালিশ হইবার যতে ফরিয়াদী তাহারদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেক। পরন্তু এমত মোকদ্দমায় ডিক্রী হইলে মৃত আসামীর স্থলাভিষিক্তের বিপরীত কোন কার্য চলিতে পারিবেক না ইতি।

[এক জন ফরিয়াদীর মৃত্যু।]

৫৯ ধারা। যদি এক ফরিয়াদী হয় ও ডিক্রীর পূর্বে তাহার মৃত্যু হয়, তবে স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির প্রার্থনামতে, আদালত এই স্থলাভিষিক্তের দ্বারা মোকদ্দমা আরম্ভ হইলে যেপ্রকারে করিতেন, সেই প্রকারে ডিক্রী না হওয়া পর্যন্ত কার্য চালাইবেন ইতি।

[ফরিয়াদীর যোত্রহীনতা।]

৬০ ধারা। যদি ডিক্রী হওয়ার পূর্বে ফরিয়াদী দেউলিয়া কি যোত্রহীন হয়, তবে আদালত ফরিয়াদীর নামে আদালতের প্রার্থনামতে ডিক্রী না হওয়া পর্যন্ত কার্য চালাইতে পারিবেন ইতি।

[আদালত মোকদ্দমাতে ক্রটি চূচপ্রভৃতি সংশোধন করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।]

৬১ ধারা। যদি এই আইনানুসারে উপস্থিত হওয়া কোন মোকদ্দমাতে উভয় পক্ষের সকল ব্যক্তির নাম না দেওয়া যায়, কিম্বা ব্যক্তিদের কি মাওয়ার অনুপযুক্তমতে সংযোগ হয়, অথবা মাওয়ার অনুচিত মূল্য ধরা যায়, কিম্বা অন্য কোন ক্রটি কি চুক বা বেদাঁড়ার কার্য হয়, আর আদালত বোধ করেন যে মোকদ্দমাতে উভয় পক্ষের সকল ব্যক্তির নাম না দেওন, কি অনুপযুক্তমতে এই সংযোগ করণ, কি অনুচিত মূল্য ধরণ, কি চুক বা ক্রটি কি বেদাঁড়া, জানিয়া গনিয়া হয় নাই, কিম্বা অনুপযুক্তমতে কোন লভ্য প্রাপণের অভিপ্রায়ে হয় নাই, এবং কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যায় না হইয়া তাহা সংশোধন করা যাইতে পারে, তবে সেই হেতুতে মোকদ্দমা ডিসমিস হইবেক না। আর আদালত উক্ত প্রকার কোন চুক কি ক্রটি শুধরণের জন্যে, তাহার যে প্রকার সংশোধন করা আবশ্যক সেই প্রকার সংশোধন যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মমতে হইবার হুকুম করিতে পারিবেন ইতি।

[আদালত আইনপ্রভৃতিবিষয়ক জিজ্ঞাসা মাদর আদালতে অর্পণ করিতে পারিবেন।]

৬২ ধারা। যদি এই আইনের ১৪ ধারাক্রমে নালিশী

into a plaint under Section XIV. of this Act, or at any subsequent stage of a suit, any question of law, or usage having the force of law, or the construction of a document affecting the decision of the case, may arise, on which the Court may entertain reasonable doubts, and which it may be requested by either party to reserve for the opinion of the Sudder Court, the Court may draw up a statement of the case, and submit it with its own opinion for the decision of the Sudder Court.

[Grounds of refusal of Court to refer to Sudder Court on an application of parties, to be noted on the record.]

LXIII. If the Court refuse the application of any of the parties to a suit for a reference to the Sudder Court, it shall make a note on the record of the grounds of the application and the reasons for refusal.

[Notice of reference to Sudder Court, if made before issue of summons, to be forthwith given to defendant.]

LXIV. If such case be stated before the issue of a summons to the defendant, notice of such reference to the Sudder Court (which notice shall briefly set forth the nature of the claim and the question referred) shall forthwith be served on the defendant in the same manner as a summons.

[Court may pass decree contingent upon the opinion of the Sudder Court, pending which execution not to issue.]

LXV. The Court may proceed in the case, notwithstanding a reference to the Sudder Court, and may pass a decree contingent upon the opinion of the Sudder Court on the point referred; and no execution shall be issued until the receipt of the order of the Sudder Court.

[Full bench of the Sudder Court to decide cases referred under this Act.]

LXVI. Cases referred for the opinion of the Sudder Court shall be dealt with by a full bench of that Court.

[Sudder Court to fix an early day for the hearing of the case. Proclamation thereof.]

LXVII. The Sudder Court shall fix an early day for the hearing of the case, and shall notify the same by a proclamation to be fixed up in the Court House of that Court.

[Parties may appear and be heard in person or by pleader.]

LXVIII. The parties to the case may appear and be heard in the Sudder Court in person or by pleader.

[Decision of Sudder Court how to be transmitted.]

LXIX. The Sudder Court, when it has heard and considered the case, shall transmit a copy of its judgment, under the seal of the Court and the signature of the Register, to the Court by which the reference was made; and such Court shall, on the receipt thereof, proceed to dispose of the case conformably to the decision of the Sudder Court.

[সর্বমোট গেজেট। ১৮৫৫। ২৬ জুন।]

আরজীর সরাসরী তদারক হওনের সময়ে, কি তাহার পর মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে, আইনগত কিংবা আইনের তুল্য বলবৎ দাঁড়াইতি কিংবা যাহাতে মোকদ্দমার ডিক্রীর ক্ষতিবৃদ্ধি হয় এমত দলীলের অর্থের বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসা উঠে, ও সেই বিষয়ে আদালতের উপস্থিতিতে সন্দেহ হইতে পারে, আর যদি কোন পক্ষ প্রার্থনা করে যে সেই বিষয় সদর আদালতের মত জানিবার জন্যে রাখা যায়, তবে আদালত সেই মোকদ্দমার বিবরণ ও আপনার মত লিখিয়া, তাহা সদর আদালতের নিকটস্থির জন্যে পাঠাইবেন ইতি।

[কোন পক্ষের দরখাস্ত হইলেও সদর আদালতে অর্পণ করিতে আদালত নারাজ হইলে তাহার হেতু রিকার্ডে লিখিবেন।]

৬৩ ধারা। যদি আদালত মোকদ্দমার কোন পক্ষের সদর আদালতে অর্পণ করিবার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন, তবে আদালত সেই দরখাস্তের হেতু ও তাহা অগ্রাহ্য করিবার কারণ রিকার্ডে লিখিবেন ইতি।

যদি সমন জারী হইবার পূর্বে ঐ বিষয় সদর আদালতে অর্পণ করা যায় তবে তাহার এতদ্রূপে আদালতের অগোণে দিতে হইবেক।]

৬৪ ধারা। যদি আসামীর নামে সমন জারী হইবার পূর্বে সেইপ্রকারের বিবরণ লেখা যায়, তবে সদর আদালতের নিকটে ঐ বিষয় অর্পণ করিবার এতদ্রূপে সমন জারী করিবার মতে, আসামীর নামে অগোণে জারী হইবেক। ঐ এতদ্রূপে দাওয়ার ভাব ও যে বিষয় অর্পণ করা যায় তাহার ভাব সংক্ষেপে প্রকাশ হইবেক ইতি।

[আদালত সদর আদালতের রায়ে অর্থী মতের অপেক্ষায় ডিক্রী করিতে পারেন। সেই মত না পাওন পর্যন্ত ডিক্রী জারীর পরওয়ানা বাহির হইবেক না।]

৬৫ ধারা। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা হইলেও আদালত মোকদ্দমার তদবীর করিতে পারিবেন ও ডিক্রী করিতে পারিবেন, কিন্তু ঐ অপিত বিষয়ে সদর আদালতের মতের অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন, আর সদর আদালতের হুকুম যেপর্যন্ত না পাওয়া যায় সেইপর্যন্ত ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হইবেক না ইতি।

[এই আইনানুসারে অপিত বিষয়ের নিকটস্থির আদালতের সম্পূর্ণ বৈঠকে হইবেক।]

৬৬ ধারা। সদর আদালতের মত জানিবার জন্যে যে মোকদ্দমা অর্পণ করা যায় তাহার বিচার ঐ আদালতের সম্পূর্ণ বৈঠকে হইবেক ইতি।

[সদর আদালত ঐ মোকদ্দমা স্থগিত করার জন্যে নিকটের এক দিন নিরূপণ করিবেন। তাহার ঘোষণাপত্র।]

৬৭ ধারা। সদর আদালত ঐ মোকদ্দমা স্থগিত করার জন্যে নিকটের এক দিন নিরূপণ করিবেন, আর ঐ আদালতের আদালতঘরে এক ঘোষণাপত্র লটুকাইয়া সেই দিনের সম্বাদ দিবেন ইতি।

[উভয় পক্ষ উপস্থিত হইতে পারিবেক আর নিজে উকীলের দ্বারা তাহারদের কথা শুনা যাইতে পারিবেক।]

৬৮ ধারা। মোকদ্দমার উভয় পক্ষ সদর আদালতে উপস্থিত হইতে পারিবেক ও নিজে কি উকীলের দ্বারা তাহারদের কথা শুনা যাইতে পারিবেক ইতি।

[সদর আদালতের নিকটস্থির যে প্রকারে পাঠান যাইবেক।]

৬৯ ধারা। সদর আদালত ঐ মোকদ্দমা স্থগিত করিলে পর, আদালতের মোহর ও রেজিষ্টার সাক্ষ্যের দস্তখতে, আপন বিচারের এক নকল, যে আদালত হইতে বিবরণ অর্পণ হয় সেই আদালতে পাঠাইবেন। ঐ আদালত তাহা পাইয়া সদর আদালতের নিকটস্থির মোকদ্দমা নিকটস্থির করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ইতি।

[Costs of reference to Sudder Court.]

LXX. Each party shall bear his own costs, if any, consequent on the reference of a case for the opinion of the Sudder Court.

[Process of Execution.]

LXXI. Process of execution shall be in the form contained in Appendix D or E, or to the like effect, and shall be directed to the Nazir of the Court. Any moveable property required to be seized under an execution shall be described in a list, to be furnished by the judgment creditor, and shall be pointed out by him or his agent. Process shall not be issued simultaneously against the person and property of a judgment debtor.

[On default of payment of an instalment, execution shall issue upon application for full amount unpaid.]

LXXII. If the Court shall award payment of any sum of money by instalments, and default be made in payment of any instalment as it falls due, execution shall issue upon the application of the judgment creditor for the full amount of all the instalments remaining unpaid.

[Execution not to issue against heir or representative of a deceased party without notice.]

LXXIII. Execution on a judgment shall not issue against the heir or other representative of a deceased party, without notice to such heir or other representative to appear and be heard.

[Date of process of execution. How long warrant shall continue in force.]

LXXIV. Process of execution shall bear date on the day on which it is signed by the Court, and no warrant shall continue in force for a longer period than sixty days calculated from such date.

[Second and successive warrants.]

LXXV. Second and successive warrants of execution may be issued by order of the Court, on the application of the judgment creditor, after the expiration of the period above fixed for the continuance in force of a previous warrant. No such warrant shall continue in force for a longer period than sixty days.

[Time for issue of warrant.]

LXXVI. No warrant of execution shall be issued upon any judgment without notice to the party against whom execution is applied for, unless the application for the issue of the same be made within one year from the date of the judgment or from the date of the last previous application for execution, or, if the judgment be for payment by instalments, from the date of the first default of payment.

[Warrant against personal property.]

LXXVII. If the judgment of the Court be for the delivery of any personal property to the decree-holder, the Court shall issue a warrant, in the form contained in the Appendix F, or to the like effect, directing the Nazir to deliver, or cause

[Government Gazette, 26th June, 1855.]

[মদর আদালতে অর্পণ করিবার খরচ।]

৭০ ধারা। মদর আদালতের মত জানিবার জন্য মোকদ্দমা অর্পণ হইলে, যদি তাহাতে কিছু খরচ হয় তবে একত পক্ষের নিজ খরচ দিতে হইবেক ইতি।

[ডিক্রীজারীর পরওয়ানা।]

৭১ ধারা। ডিক্রীজারীর পরওয়ানা ক্রোড়পত্রের D ও E চিহ্নিত পাঠানুসারে কি সেই পাঠের মমানুসারে হইবেক, ও তাহা আদালতের নাজিরের নামে, দেওয়া যাইবেক। ডিক্রী জারীকমে যে কিছু অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবেক তাহা এক ফর্দেতে নির্দিষ্ট থাকিবেক, সেই ফর্দ ডিক্রীপ্রাপ্ত মহাজনের দিতে হইবেক, ও সেই ব্যক্তির কি তাহার মোস্তাৱের সেই সম্পত্তি দেখাইয়া দিতে হইবেক। ডিক্রীমতের খাতককে গ্রেফতার করিবার পরওয়ানা ও তাহার সম্পত্তি ক্রোকের পরওয়ানা একি সময়ে বাহির হইবেক না ইতি।

[কিস্তীর টাকা না দেওয়া গেলে, অবশিষ্ট মূল টাকা দেনা থাকে তাহা সমুদয়ের জন্যে দরখাস্ত হইলে পরওয়ানা জারী হইতে পারে।]

৭২ ধারা। যদি আদালত কিস্তীকমে কোন টাকা শোধ করিবার ছকুম করেন, আর কোন কিস্তীর টাকা দেনা হইলে না দেওয়া যায়, তবে ডিক্রীপ্রাপ্ত মহাজনের দরখাস্তমতে অবশিষ্ট সমুদর কিস্তীর সকল টাকার জন্যে ডিক্রী জারীর পরওয়ানা বাহির হইবেক ইতি।

[এতলা না দেওয়া গেলে মূল ব্যক্তির উত্তরাধিকারির কি স্থলাভিষিক্তের নামে ডিক্রী জারীর পরওয়ানা বাহির হইতে পারে না।]

৭৩ ধারা। মূল কোন পক্ষের উত্তরাধিকারিকে কি অন্য স্থলাভিষিক্তকে হাজির হইবার ও জওয়াব দিবার এতলা না দেওয়া গেলে, ঐ উত্তরাধিকারির কি স্থলাভিষিক্তের নামে ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হইবেক না ইতি।

[ডিক্রীজারীর পরওয়ানার তারিখ। পরওয়ানা যত দিন বলবৎ থাকিবেক।]

৭৪ ধারা। বিচারকর্তা ডিক্রীজারীর পরওয়ানাতে যে দিনে দস্তখত করেন সেই দিনের তারিখ তাহাতে থাকিবেক। এবং ঐ তারিখঅবধি হিসাব করিয়া বাইট দিবসের অধিক মিয়াদপর্যন্ত কোন পরওয়ানা বলবৎ থাকিবেক না ইতি।

[দ্বিতীয় ও তাহার পর অন্যান্য পরওয়ানা।]

৭৫ ধারা। পরওয়ানা বলবৎ থাকিলে যে মিয়াদ পূর্বে নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অতীত হইলে পর, ডিক্রীপ্রাপ্ত মহাজনের দরখাস্তমতে ডিক্রী জারীর দ্বিতীয় ও তাহার পর অন্য পরওয়ানা আদালতের ছকুমক্রমে বাহির হইতে পারে। এবং কোন পরওয়ানা বাইট দিনের অধিক মিয়াদপর্যন্ত বলবৎ থাকিবেক না ইতি।

[পরওয়ানা জারী করিবার সময়।]

৭৬ ধারা। ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হইবার দরখাস্ত যদি ডিক্রীর তারিখঅবধি, কিম্বা জারী করিবার তৎপূর্বের দরখাস্ত যে তারিখে হইয়াছিল সেই তারিখঅবধি, কিম্বা কিস্তীবন্দীকমে পরিশোধ করিবার ডিক্রী হইলে কিস্তীর টাকা যে প্রথমবার না দেওয়া যায় তাহার তারিখঅবধি, এক বৎসরের মধ্যে না হয়, তবে যে পক্ষের বিরুদ্ধে পরওয়ানা জারীর দরখাস্ত হয় তাহাকে এতলা না দেওয়া গেলে কোন ডিক্রীর উপর ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হইবেক না ইতি।

[অস্থাবর সম্পত্তির লিপসীত পরওয়ানা।]

৭৭ ধারা। যদি অস্থাবর সম্পত্তি ডিক্রীজারীকে দিবার বিষয়ে আদালতের ডিক্রী হয়, তবে আদালত D চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের লিপিত পাঠানুসারে কি তাহার মমানুসারে, পরওয়ানা বাহির করিবেন, তাহাতে নাজিরকে ছকুম হইবেক যে, ঐ সম্পত্তি ঐ পক্ষকে দেন

to be delivered, the property to such party, or if delivery cannot be had, to levy, at the instance of the plaintiff, the sum awarded as an alternative.

[Warrant against the person.]

LXXVIII. If a warrant issue for taking in execution the body of any person, the Nazir of the Court shall cause him to be seized, and unless such person shall immediately deposit with the Officer entrusted with the service of the warrant the full amount specified therein, the Nazir shall bring him before the Court; and if such person shall not immediately deposit in Court the full amount specified in the warrant, or furnish good and sufficient security for the payment of the same either in full or by instalments, as the Court may direct, or satisfy the Court that he has done his best to pay the same and has no property or effects from which it can be discharged, the Court shall send him to the Civil Jail, there to remain for such time as shall be directed by the warrant, unless he shall in the meantime pay the full amount specified therein, or furnish such security as aforesaid. Provided that the term to be directed by the warrant shall not exceed three calendar months where the amount decreed, exclusive of costs, does not exceed Fifty Rupees, or six calendar months in any other case.

[Form of security by bond for payment of decree by judgment debtor.]

LXXIX. The security taken under the preceding Section shall be by bond in the form contained in Appendix G. If default shall happen in the fulfilment of the conditions of the bond, the judgment creditor may, without a fresh action, sue out execution upon such bond under the rules of this Act, in like manner as if a decree had been passed against the surety, his heirs, executors, or administrators upon such bond.

[No person to be imprisoned a second time under same judgment, but his property to be liable to attachment.]

LXXX. Any person once discharged from Jail shall not be imprisoned a second time under the same judgment, but such discharge shall not extinguish the liability of such person under the decree, or exempt any property liable to attachment in execution of the same.

[Diet money to be deposited at the time of issue of warrant.]

LXXXI. Any person suing out process of execution against the body of any person under this Act shall deposit with the Nazir of the Court, at the time of the issue of the warrant, diet money for one month of thirty days, at such rate as the Court may direct, not exceeding two annas *per diem*, unless the Court, for any special reason, direct the deposit after a higher rate, which shall not exceed four annas *per diem*.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৫৫। ২৬ জুন।]

কি দেওয়ান্‌কিয়া যদি সম্পত্তি দেওয়ান হাইতে না পারে তবে তাহার পরিবর্তে যত টাকা দিবার হুকুম হইয়াছে তাহা করিয়াদীর প্রার্থনামতে উমূল করেন ইতি।

[ব্যক্তির উপর গ্রেফতারী পরওয়ানা।]

৭৮ ধারা। যদি ডিক্রী জারীকমে কোন ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিবার পরওয়ানা বাহির হয় তবে আদালতের নাজির তাহাকে গ্রেফতার করাইবেন। আর পরওয়ানা জারীর কর্ম যে আমলার প্রতি অর্পণ হইল তাহাকে যদি ঐ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ঐ পরওয়ানার লিখিত সমুদয় টাকা না দেয়, তবে নাজির তাহাকে আদালতে আনিবেন। আর যদি সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ পরওয়ানার লিখিত সমুদয় টাকা আদালতে আমানৎ না করে, অথবা আদালত যেমন হুকুম করিবেন তেমন ঐ টাকা একেবারে কি কিস্তীবন্দীকমে শোধ করিবার উদ্যম ও উপযুক্ত জামিন না দেয়, অথবা ঐ টাকা দিবার জন্যে দাখ্যমতে উদ্যোগ করিয়াছে ও যাহাইহউ তাহা পরিশোধ হয় তাহার এমত কোন সম্পত্তি কি দ্রব্য নাই, এই বিষয় আদালতের হুদ্বোধ না জন্মায়, তবে আদালত তাহাকে দেওয়ানী জেলখানায় পাঠাইবেন। আর পরওয়ানাতে যে মিয়াদের হুকুম হইয়াছে সেই মিয়াদপর্যন্ত সে জেলখানায় থাকিবেক। কিন্তু যদি ঐ মিয়াদের মধ্যে পরওয়ানার লিখিত সমুদয় টাকা দেয় কিম্বা পূর্বোক্তমতের জামিন দেয় তবে মুক্ত হইবেক। পরন্তু জানা কর্তব্য যে যখন ডিক্রীহওয়া টাকা গরচাবিনা পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়, তখন পরওয়ানাতে যে মিয়াদের হুকুম হয় তাহা তিন মাসের অধিক হইবেক না, কিম্বা অন্য কোন স্থলে ছয় মাসের অধিক হইবেক না ইতি।

[ডিক্রীমতের খাতকের ডিক্রীর টাকা দিবার জন্যে জামিনীমায়ার পাঠ।]

৭৯ ধারা। উক্ত ৭৮ ধারাকমে যে জামিন লওয়া যায় তাহা জামিনীকমে ও চিহ্নিত জোড়পত্রের লিখিত পাঠে হইবেক। যদি ঐ জামিনীমায়ার নিয়ম পালনেতে ত্রুটি হয়, তবে ডিক্রীপ্রাপ্ত মহাজন নূতন নালিশ না করিয়া ঐ জামিনীমাকমে ঐ জামিনের কি তাহার উত্তরাধিকারীদের কি অস্থিরদের কি আডমিনিস্ট্রেটরেরদের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে যেরূপ করিতে পারিত সেইরূপে এই আইনের বিধানানুসারে ঐ জামিনীমাকমে ডিক্রীজারীর দরখাস্ত করিতে পারিবেক ইতি।

[একি ডিক্রীমতে কোন ব্যক্তি দ্বিতীয়বার কয়েদ হইতে পারিবেক না কিন্তু তাহার সম্পত্তি ক্রোক হইবার যোগ্য হইবেক।]

৮০ ধারা। কোন ব্যক্তিকে একবার জেলখানাহইতে খালাস করা গেলে সেই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার সেই ডিক্রীকমে কয়েদ হইবেক না। কিন্তু সেইরূপে খালাস হইলেও ঐ ডিক্রীমতে ঐ ব্যক্তির দায় লোপ হইবেক না, কিম্বা ঐ ডিক্রী জারীকমে যে কোন সম্পত্তি ক্রোক হইবার যোগ্য হয় তাহা মুক্ত হইবেক না ইতি।

[পরওয়ানা জারী করিবার সময়ে খোরাকের টাকা আমানৎ করিতে হইবেক।]

৮১ ধারা। যে কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারে কোন ব্যক্তির উপর ডিক্রী জারীর পরওয়ানা বাহির হইবার প্রার্থনা করে, সেই ব্যক্তি, ঐ পরওয়ানা বাহির হইবার সময়ে, দিনপ্রতি ১ দুই আনার অধিক না হয় এমত যে কোন হিসাবে আদালত হুকুম করেন সেই হিসাবমতে, ত্রিশ দিনের এক মাসের খোরাকী আদালতের নাজিরের নিকটে আমানৎ করিবেক। কিন্তু যদি আদালত কোন বিশেষ কারণে তাহার অধিকের হিসাবে আমানৎ করিতে হুকুম করেন, তবে তাহা আমানৎ করিবেক, কিন্তু দিনপ্রতি ১০ আনার অধিক হইবেক না ইতি।

[Payment of diet money in advance during imprisonment.]

LXXXII. Payment of diet money at the same rate shall be made previous to the commencement of each succeeding month of the imprisonment, in failure of which the party confined shall be discharged.

[Diet money to be costs in suit.]

LXXXIII. All diet money spent in providing subsistence for any prisoner shall be added to the costs in the suit, and any diet money not so spent shall be returned to the party who deposited the same.

[Court may examine judgment debtor touching his property.]

LXXXIV. The Court, at the instance of the judgment creditor, may, at any time after judgment, summon the judgment debtor, and any other person whom it may think necessary, and examine him upon oath or affirmation touching the property of the judgment debtor and his means of satisfying the judgment; and if such judgment debtor, or other person, on such examination, shall wilfully misrepresent any matter on which he may be examined, he shall be deemed guilty of perjury, and shall be proceeded against, and, upon conviction, punished accordingly.

[Judgment debtor may deposit money in Court: no interest allowed on such deposits.]

LXXXV. A judgment debtor may, at any time, deposit in Court any sum, or any part of any sum, of money which he may have been adjudged to pay, and the sum so deposited shall be paid over to the party entitled to receive the same; and no interest shall be allowed to such party upon such deposit from the date on which it was made, whether it be in full of the judgment, or fall short thereof.

[Execution when cross-judgments have been obtained.]

LXXXVI. When cross judgments shall have been obtained between two parties, execution shall issue only upon the one which shall be for the larger sum, and for so much only as shall remain after deducting the smaller sum.

[Tools and implements of business and seed-grain excepted from execution.]

LXXXVII. In executing a writ of execution against the moveable property of a debtor liable under this Act, the Nazir shall except the tools and implements of the trade or business of such debtor and seed intended for the sowing of land cultivated by him.

[Custody and sale of moveable property taken in execution.]

LXXXVIII. No sale of any moveable property taken in execution shall be made until after the end of six days at least next following the day on

[Government Gazette, 26th June, 1855.]

[কয়েদ থাকনের কালপর্যন্ত খোরাকী আগাম দেওন।]

৮২ ধারা। তাহার পর কয়েদ থাকনের প্রতিমাসের আরম্ভের পূর্বে সেই হিসাবে খোরাকী দেওয়া যাইবেক, না দেওয়া গেলে কয়েদকরা ব্যক্তিকে খালিস করা যাইবেক ইতি।

[খোরাকী মোকদমার খরচ হইবেক।]

৮৩ ধারা। কোন কয়েদীর খোরাক যোগাওনের জন্যে যে সকল খোরাকী খরচ হয়, তাহা মোকদমার খরচার সঙ্গে যোগ হইবেক, এবং সেই প্রকারে যে সকল খোরাকী খরচ না হয়, তাহা যে ব্যক্তি আমানৎ করিয়াছিল তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

[আদালত ডিক্রীমতের খাতকের সম্পত্তির বিষয়ে তাহার জোবানবন্দী লইতে পারেন।]

৮৪ ধারা। আদালত ডিক্রী হইবার পর কোন সময়ে, ডিক্রীপ্রাপ্ত মহাজনের প্রার্থনামতে, ডিক্রীমতের খাতকের ও অন্য যে কোন ব্যক্তিকে আবশ্যক বোধ করেন তাহাকে তলব করিতে পারিবেন, ও ডিক্রীমতের খাতকের সম্পত্তির বিষয়ে ও তাহার ডিক্রীমতে কার্য্য করিবার সঙ্গতির বিষয়ে শপথ কি প্রতিজ্ঞাক্রমে তাহার জোবানবন্দী লইতে পারিবেন। আর সেই ডিক্রীমতের খাতকের কি অন্য ব্যক্তির জোবানবন্দী লওনের সময়ে, যে বিষয়ে তাহার জোবানবন্দী লওয়া যায় এমত কোন বিষয় যদি সে জানিয়াস্তনিয়া অপ্রকৃতরূপে বর্ণনা করে, তবে সে মিথ্যা শপথের দোষী জ্ঞান হইবেক। তদনুসারে তাহার বিরুদ্ধে মোকদমা চলিবেক ও তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে দণ্ড হইবেক ইতি।

[ডিক্রীমতের খাতক আদালতে টাকা আমানৎ করিতে পারিবেক। সেই আমানৎকরা টাকার উপর সুদ দেওয়া যাইবেক না।]

৮৫ ধারা। ডিক্রীমতে যে ব্যক্তি খাতক হয় তাহার প্রতি যত টাকা দিবার ডিক্রী হইয়াছে সেই টাকা, তাই সেই টাকার কোন অংশ, এ খাতক কোন সময়ে আদালতে দাখিল করিতে পারিবেক। আর যে পক্ষের এ টাকা পাইবার স্বত্ত্ব থাকে তাহাকে সেইপ্রকার দাখিলকরা টাকা দেওয়া যাইবেক। সেই টাকা ডিক্রীর লিখিত সমুদয় টাকা হউক কি তাহার কম হউক, যে তারিখে দাখিল করা গিয়াছিল সেই তারিখঅবধি তাহার উপর কোন সুদ লইবার অনুমতি এ পক্ষের প্রতি হইবেক না ইতি।

[পরস্পর বিপরীত ডিক্রী হইলে সেই ডিক্রীজারী।]

৮৬ ধারা। যখন দুই পক্ষের পরস্পর বিপরীত ডিক্রী পাওয়া যায়, তখন অধিক টাকার যে ডিক্রী হয় কেবল তাহা জারী হইবেক, অর্থাৎ অল্প টাকার ডিক্রীতে যত টাকার ডিক্রী হইয়াছে তাহা অধিক টাকার ডিক্রীহইতে বাদ দিয়া অবশিষ্ট যত থাকে কেবল তত টাকার নিমিত্তে ডিক্রীজারীর জুকুম বাহির হইবেক ইতি।

[কর্মের হাতিয়ার ও যন্ত্রাদি ও বীজধান্য ডিক্রী জারীক্রমে জেক হইবেক না।]

৮৭ ধারা। এই আইনানুসারে যে খাতক দায়ী হয় তাহার অস্তাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারীর পরওয়ানা জারী করিবার সময়ে, নাজির এ খাতকের কারবারের কি কর্মের হাতিয়ার ও যন্ত্রাদি ও তাহার চাহকরা জমীতে রোপণ করিবার বীজ লইবেন না ইতি।

[ডিক্রীজারীক্রেমে লওয়া অস্তাবর সম্পত্তির রক্ষা ও নীলাম করণ।]

৮৮ ধারা। ডিক্রীজারীক্রেমে যে কোন অস্তাবর সম্পত্তি লওয়া যায় তাহা যে দিবসে লওয়া গিয়াছিল তাহার পর অন্তিম দুই দিন শেষ না হইলে নী-

which such moveable property may have been so taken, unless such moveable property be of a perishable nature, or upon the request in writing of the party whose property has been taken. Until such sale, the moveable property shall be deposited by the Nazir in some fit place, or it may remain in custody of some fit person approved by the Nazir.

[Court to stay sale of moveable property seized if a third party claim any interest therein.]

LXXXIX. If, within the period of five days, a third party appear before the Court, and by petition, supported by his oath or affirmation, claim a right or interest in any of the moveable property seized, the Court shall stay the sale of such property.

[Court to adjudicate such claims.]

XC. The Court shall adjudicate upon such claim, and make such order between the claimant and the plaintiff and defendant in the original suit as shall seem fit.

[Mode of disposing of such claims and effect of judgment.]

XCI. In trying such claims the Court shall be guided by the rules contained in this Act so far as they may be applicable; and the judgment passed by the Court upon such claim shall have the same effect and be subject to the same rules as a judgment in a summary action instituted under the provisions of this Act.

[Third party failing to establish his claim, liable to pay compensation to judgment creditor.]

XCII. If such third party shall fail to establish his right to the property seized, the Court, at the time of disposing of the case, may award to the judgment creditor against such third party, as part of the costs, such sum as it may consider sufficient to cover any loss of interest or damage which such judgment creditor may have sustained by reason of the postponement of the sale of such property.

[Which of several judgment creditors is entitled to a preferential right to the proceeds of sale.]

XCIII. If several judgments be recovered under this Act against the same party, the judgment creditor who first furnishes a list of moveable property to be seized in execution shall have a preferential right to have the whole of his claim satisfied from the proceeds of the sale of such property; but this rule shall not apply to any creditor who shall refuse to maintain his right to bring such property to sale against a third person who may claim the same, nor to any judgment which shall be proved to have been obtained collusively to defraud creditors.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ২৬ জুন।]

লাভ হইবেক না। কিন্তু যদি এই আদায়ের সম্পত্তি জরুরী প্রকারের হয়, অথবা যাহার সম্পত্তি লওয়া গিয়াছে সেই ব্যক্তি যদি লিখিত প্রার্থনা করে, তবে ঐ কালের পূর্বে নীলাম হইবেক। এই নীলাম না হওয়া পর্যন্ত ঐ আদায়ের সম্পত্তি নাজিরের দ্বারা কোন উপযুক্ত স্থানে গচ্ছিত করা যাইবেক, অথবা নাজিরের যত্নে হওয়া কোন উপযুক্ত ব্যক্তির জিম্মায় থাকিবেক ইতি।

[যদি তৃতীয় ব্যক্তি সেই ক্রোককরা আদায়ের সম্পত্তিতে কোন সম্পর্কের দাওয়া করে তবে, আদালত নীলাম স্থগিত করিতে পারিবেক।]

৮৯ ধারা। যদি পাঁচ দিনের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, দরখাস্ত করিয়া, ও শপথ কি পতিজ্ঞাক্রমে দরখাস্তের পোষকতা করিয়া, যে আদায়ের সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে তাহার কোন সম্পত্তিতে স্বত্ত্ব কি সম্পর্কের দাওয়া করে, তবে আদালত ঐ সম্পত্তির নীলাম স্থগিত করিবেক ইতি।

[আদালত ঐ দাওয়া নিষ্পত্তি করিবেক।]

৯০ ধারা। আদালত ঐ দাওয়া নিষ্পত্তি করিবেক, এবং ঐ দাওয়াদারের ও আসল মোকদমায় ফররানীর ও আসামীর বিষয়ে যে ছকুম করা উপযুক্ত বোধ করেন তাহা করিবেক ইতি।

[সেইপ্রকার দাওয়া নিষ্পত্তি করিবার নিয়ম, ও বিচারের ফল।]

৯১ ধারা। ঐপ্রকার দাওয়ার বিচার করণেতে এই আইনের লিখিত বিধান যেপর্যন্ত খাটিতে পারে সেই পর্যন্ত আদালত ঐ বিধানমতে কার্য করিবেক, এবং এই আইনের বিধানমতে উপস্থিতকরা শ্রমাদারী নালিশিতে ডিক্রীর যেরূপ ফল হয় ও তাহা যে বিধানের অধীন হয়, ঐ দাওয়ার উপর আদালত যে ডিক্রী করেন তাহারও সেইরূপ ফল হইবেক এবং তাহা সেই বিধানের অধীন হইবেক ইতি।

[তৃতীয় ব্যক্তি আপন দাওয়া স্থাপন করিতে না পারিলে, সে ডিক্রীপ্রাপ্ত মহাজনের ক্ষতিপূরণ করিবার যোগ্য হইবেক।]

৯২ ধারা। যদি ঐ তৃতীয় ব্যক্তি ক্রোককরা সম্পত্তিতে আপনার স্বত্ত্ব সাবুদ করিতে না পারে, তবে আদালত ঐ মোকদমার নিষ্পত্তি করণের সময়ে, ঐ সম্পত্তির নীলামের বিলম্বহওয়াপ্রযুক্ত ডিক্রীপ্রাপ্ত মহাজনের যে কোন সুদের ক্ষতি কি খেসারৎ হইয়া থাকে তাহা পূরণের নিমিত্তে যত টাকা প্রচুর বোধ করেন, তত টাকা মোকদমার খরচারূপ ঐ ডিক্রীপ্রাপ্ত মহাজনকে দিতে তৃতীয় ব্যক্তিকে ছকুম করিবেক ইতি।

[ডিক্রীপ্রাপ্ত অনেক মহাজনের মধ্যে যে মহাজন নীলামের উৎপন্ন টাকাহইতে প্রথমে টাকা পাইবার যোগ্য হইবেক।]

৯৩ ধারা। যদি এই আইনানুসারে একি পক্ষের স্থানে অনেক ডিক্রীর টাকা আদায় করিতে হয়, তাহা ডিক্রীজারীক্রমে যে আদায়ের সম্পত্তি ক্রোক করা যাইবেক তাহার ফল ডিক্রীপ্রাপ্ত যে মহাজন প্রথমে দাখিল করে, সেই মহাজনের, ঐ সম্পত্তির নীলামের উৎপন্ন টাকাহইতে আপনার সম্পূর্ণ দাওয়ার শোধ পাইবার, অগ্রে স্বত্ত্ব থাকিবেক। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির দাওয়া করিলে তাহার বিরুদ্ধে, যে কোন মহাজন ঐ সম্পত্তি নীলামে উপস্থিত করিবার বিষয়ে আপনার স্বত্ত্ব রক্ষার বাধিতে অস্বীকার করে, এমন মহাজনের প্রতি এই বিধি খাটিবেক না, কিম্বা মহাজনের পাতনা অন্যায়মতে লগনের নিমিত্তে গণতাক্রমে যে ডিক্রী পাওয়া গিয়াছে প্রমাণ হয়, এমন কোন ডিক্রীর বিষয়ে ঐ বিধি খাটিবেক না ইতি।

[Irregularity in publishing and conducting a sale shall not vitiate the same. Proviso.]

XCIV. No irregularity in publishing or conducting a sale of moveable property under an execution shall vitiate such sale; but this rule shall not be held to deprive any person, who may sustain damage by reason of such irregularity, from recovering such damage by action.

[Judgment how to be enforced against land within the general jurisdiction of the Judge of the Court. Judgment how to be enforced beyond jurisdiction of Court. Proviso.]

XCV. If a judgment creditor be unable to enforce or obtain satisfaction of a judgment by execution against the person or moveable property of the debtor within the jurisdiction of the Court which pronounced the same, the Judge of such Court, if he has a general jurisdiction by virtue of which he has power to issue execution against immoveable property for the satisfaction of decrees, shall, upon the application of the judgment creditor, issue execution against any immoveable property of the defendant, which the plaintiff shall point out, within his general jurisdiction, under the same rules and procedure, and subject to the same appeal, as in cases which fall within his general jurisdiction; or the Court, on the application of the judgment creditor, shall grant him a copy of the judgment and a certificate of any sum remaining due under it, and on the presentation of the copy and certificate to any other Civil Court of Her Majesty or of the East India Company within the said Territories, such Court shall proceed to enforce such judgment by process either against the person or against the moveable or immoveable property of the debtor, according to its own rules and mode of procedure, under Act No. XXXIII. of 1852. Provided that no such judgment shall be removed into any Court other than a Court of Small Causes for the purpose of enforcing the same against the person or moveable property of a debtor within the local limits of a Court of Small Causes which such Court might levy under a decree of its own. Provided also, that Section I. Act XXIII. of 1840 shall not extend to any writ or process of execution issued out of a Small Cause Court.

[Issue and service of process.]

XCVI. Every process under this Act shall issue under the seal and signature of the Court, and shall be directed to the Nazir of the Court, and shall be served or executed by him, or by a single officer of his establishment.

[Resistance of process.]

XCVII. If any person resists the execution of a process issued under this Act, the Court may, on the statement on oath of the peon or other Officer resisted, summon the offender to answer the charge; and if, after due service of the summons, he fail to attend, may issue a warrant for his ap-

নীলামের এতলা দেওনের ও নীলাম চালাওনের কার্যে বেদাড়া হইলে নীলাম অন্যথা হইবেক না। বর্জিত বিধি।]

২৪ ধারা। ডিক্রী জারীকমে অস্থাবর সম্পত্তির নীলামের এতলা দেওনের কি নীলাম চালাওনের কার্যেতে কোন বেদাড়া হওয়াপ্রযুক্ত এই নীলাম অন্যথা হইবেক না। কিন্তু সেইপ্রকার বেদাড়াপ্রযুক্ত যদি কোন ব্যক্তির ক্ষতি হয় সেই ব্যক্তি এই বিধিপ্রযুক্ত নালিশ করিয়া ঐ ক্ষতিপূরণ পাইতে পারে না এমত জান করিতে হইবেক না ইতি।

[আদালতের বিচারকর্তার সাধারণ এলাকার অন্তঃপাতি ভূমির উপর যেপ্রকারে ডিক্রী জারী হইতে পারে। আদালতের এলাকার বাহিরে ডিক্রী যেপ্রকারে জারী হইতে পারে। বর্জিত বিধি।]

২৫ ধারা। যে আদালত ডিক্রী করিয়াছিলেন সেই আদালতের এলাকার মধ্যে, যদি ডিক্রীপ্রাপ্ত মহাজন, খাতকের কি তাহার অস্থাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রী জারী করিয়া জুকুম বলবৎ করিতে, কিম্বা ডিক্রীর লিখিত আপনার পাওনা পাইতে না পারে, তবে ঐ আদালতের বিচারকর্তার যদি সাধারণ এলাকা থাকে ও তাহার শক্তিতে তাহার ডিক্রী জারীর নিমিত্তে স্থাবর সম্পত্তির উপর পরওয়ানা জারীকরিবার ক্ষমতা থাকে, তবে ডিক্রীপ্রাপ্ত মহাজন দরখাস্ত করিলে, তাহার সাধারণ এলাকার অন্তঃপাতি আসামীর যে কোন স্থাবর সম্পত্তি করিয়াদা দেখাইয়া দেয় তাহার উপর তিনি পরওয়ানা জারী করিবেন। আর তাহার সাধারণ এলাকার মধ্যে যে মোকদ্দমা আইসে তাহাতে যে বিধি ও নিয়ম খাটিবেক ও সেইরূপ আপীল হইতে পারিবেক। অথবা ডিক্রীপ্রাপ্ত মহাজন দরখাস্ত করিলে, আদালত তাহাকে ডিক্রীর নকল ও ডিক্রীমতে যত টাকা অবশিষ্ট পাওনা থাকে তাহার সর্টিফিকেট দিবেন। আর ঐ নকল ও সর্টিফিকেট উক্ত দেশের মধ্যে খ্রীষ্টমতী মহারাণীর কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের অন্য কোন আদালতে দরপেশ হইলে, ঐ আদালত ১৮৫২ সালের ৩৩ আইনমতে আপনার বিধি ও কার্য করিবার নিয়মানুসারে, খাতকের উপর কিম্বা তাহার অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তির উপর পরওয়ানাক্রমে ঐ ডিক্রী জারী করিবেন। পরন্তু জানা কর্তব্য যে, জুদ্দ মোকদ্দমার আদালত আপনার যে ডিক্রীর জুকুম বলবৎ করিতে পারেন তাহা, জুদ্দ মোকদ্দমার কোন আদালতের সীমামরহমের অন্তঃপাতি খাতকের কি তাহার অস্থাবর সম্পত্তির উপর জারী হইবার নিমিত্তে, ঐরূপ আদালতভিন্ন অন্য আদালতে পাঠান যাইবেক না। আরো জানা কর্তব্য যে, জুদ্দ মোকদ্দমার আদালতহইতে যে কোন রিট কি ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হয় তাহার বিষয়ে ১৮৪০ সালের ২৩ আইনের ১ ধারা খাটিবেক না ইতি।

[পরওয়ানা বাহির করণ ও জারী করণ।]

২৬ ধারা। এই আইনানুসারে প্রত্যেক পরওয়ানা আদালতের মোহর ও দস্তখতে বাহির হইবেক, ও আদালতের নাজিরের নামে দেওয়া যাইবেক, এবং তাহার দ্বারা কি তাহার দিরিশ্তার একি জন আমলার দ্বারা জারী কি প্রবল করা যাইবেক ইতি।

[পরওয়ানার বাধকতা করণ।]

২৭ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারে বাহিরহওয়া পরওয়ানা জারী হওনের বাধকতা করে, তবে যে পেরাদার কি অন্য আমলার বাধা হইয়াছে সে শপথপূর্বক এজহার করিলে, আদালত অপরাধিকে ঐ নালিশের জওয়াব দিতে সম্মত করিতে পারিবেন। আর সম্মতপূর্বকমতে জারী হইলে পর, যদি সেই ব্যক্তি হাজির না

prehension. If the charge be proved, the Court may punish the offender by a fine not exceeding Fifty Rupees, commutable, if not paid, to imprisonment in the Civil Jail for a period not exceeding thirty days. All orders passed by a Court of Small Causes, under this Section, shall be appealable to the Zillah Judge.

[Costs of serving process. Deposit of costs with Nazir.]

XCVIII. The Judge of each district shall, with the approval of the Sudder Court, prepare a table of the costs of serving process under this Act; and the amount chargeable for every process shall be deposited with the Nazir of the Court previously to the issue thereof, and shall form part of the costs of suit.

[Judgment to be final, except as provided.]

XCIX. Clause 1.—Every order and judgment passed by a Court of Small Causes under this Act shall be final and not open to review or appeal, except as in this Act provided.

[Zillah Judge may order the admission of a plaint.]

Clause 2.—Upon the application of a plaintiff, the Zillah Judge may order the admission of a plaint improperly rejected.

[Court, with sanction of Zillah Judge, may order re-hearing of a suit on certain grounds.]

Clause 3.—The Small Cause Court, with the sanction of the Zillah Judge, may, upon the application of either party to a suit, order the re-hearing of a suit upon the ground of the discovery of new evidence or matter material to the issue of the case which the petitioner had no knowledge of, or could not produce at the time of trial.

[Zillah Judge may set aside decision of Court for any of the following reasons.]

Clause 4.—The Zillah Judge may, upon the application of either party, set aside a judgment of the Small Cause Court, and make such investigation into the merits of the case, and pass such decision thereon, as to him may seem fit, for any of the following special reasons, *namely*—

[Improper rejection or admission of evidence.]

1. The rejection of evidence which ought to have been admitted, or the admission of evidence which ought to have been rejected, if the Judge be of opinion that the admission of the evidence improperly rejected, or the rejection of the evidence improperly admitted, would have been likely to cause a different finding upon any material issue in the case.

[Substantial defect in procedure, &c., or misconduct of opposite party or Court.]

2. Substantial defect in the procedure or investigation of a case in the Small Cause Court, or misconduct of the opposite party or of the Small

হয়, তবে তাহাকে গ্রেফতার করিবার পরওয়ানা জারী করিবেন। যদি এই নালিশের প্রমাণ হয়, তবে আদালত অপরাধির পঞ্চাশ টাকা অনধিক জরিমানার দণ্ড করিবেন, আর যদি এই টাকা না দেওয়া যায় তবে তাহার পরিবর্তে তাহাকে ত্রিশ দিনের অনধিক মিয়াদে দেওয়ানী জেলখানায় কারাদেয় করা যাইতে পারে। এই ধারানুসারে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের যে সকল হুকুম হয় তাহার উপর আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে হইতে পারিবেক ইতি।

[পরওয়ানা জারী করিবার খরচ। নাজিরের নিকটে খরচা আমানৎ করণ।]

১৮ ধারা। প্রত্যেক জিলার জজ সাহেব এই আইনানুসারে পরওয়ানা জারী করিবার খরচের এতৎ ফর্দ সদর আদালতের সম্মতিপূর্বক প্রস্তুত করিবেন, আর প্রত্যেক পরওয়ানার নিমিত্তে, যত খরচ লাগিতে পারে তাহা এই পরওয়ানা জারী হইবার পূর্বে আদালতের নাজিরের নিকটে আমানৎ করা যাইবেক, ও তাহা মোকদ্দমার খরচার এক অংশস্বরূপ হইবেক ইতি।

[অন্যরূপে নিষিদ্ধ না হইলে ডিক্রী চূড়ান্ত হইবেক।]

২২ ধারা। ১ প্রকরণ।—এই আইনানুসারে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত যে প্রত্যেক হুকুম ও ডিক্রী করেন তাহা, এই আইনেতে অন্য রূপ বিধান না থাকিলে, চূড়ান্ত হইবেক, এবং তাহার পুনর্বিচার হইতে পারিবেক না, কি তাহার উপর আপীল হইতে পারিবেক না।

[জিলার জজ সাহেব নালিশের আরজী গ্রাহ্য করিতে হুকুম করিতে পারেন।]

২ প্রকরণ।—যে নালিশের আরজী অনুপযুক্তমতে অগ্রাহ্য হইয়াছে তাহা জিলার জজ সাহেব ফরিয়াদীর দরখাস্তমতে গ্রাহ্য করিতে হুকুম করিতে পারিবেন।

[জিলার জজ সাহেবের অনুমতি লইয়া আদালত কোন হেতুতে মোকদ্দমার পুনরুত্তর নির্ণয় হুকুম করিতে পারিবেন।]

৩ প্রকরণ।—মোকদ্দমার কোন পক্ষের দরখাস্তমতে, ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত, জিলার জজ সাহেবের অনুমতি লইয়া, মোকদ্দমার ইমুল্পকারীর প্রকৃত যে কোন নতুন প্রমাণ কি বিষয় দরখাস্তকারী পূর্বে জ্ঞাত ছিল না, কিংবা বিচারের সময়ে উপস্থিত করিতে পারেনাই, তাহা প্রকাশ হওনপ্ৰযুক্ত, মোকদ্দমার পুনরুত্তর নির্ণয় হুকুম করিতে পারিবেন।

[জিলার জজ সাহেব নীচের লিখিত কোন কারণে আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিতে পারিবেন।]

৪ প্রকরণ।—কোন পক্ষের দরখাস্তমতে জিলার জজ সাহেব নীচের লিখিত কোন বিশেষ কারণে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের ডিক্রী অন্যথা করিতে পারিবেন, ও মোকদ্দমার দৌষপ্রণেয় যে প্রকার বিচার করা ও তাহার বিষয়ে যে প্রকার নিষ্পত্তি করা উচিত বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন। এই কারণ এইঃ।

[প্রমাণ অনুপযুক্তমতে অগ্রাহ্য কি গ্রাহ্য করণ।]

১। যদি জজ সাহেব বোধ করেন যে, অনুপযুক্তমতে যে প্রমাণ অগ্রাহ্য হইয়াছে তাহা গ্রাহ্য হইলে, কি অনুপযুক্তমতে যে প্রমাণ গ্রাহ্য হইয়াছে তাহা অগ্রাহ্য হইলে, মোকদ্দমাতে কোন প্রকৃত ইমুল্পকে অন্যরূপ বিচার হইতে পারিত, তবে সেই প্রমাণের অগ্রাহ্য করণের এবং সেই প্রমাণের গ্রাহ্য করণের হেতু।

[কার্য্যপ্রভৃতিতে প্রকৃত জটিল কিম্বা বিপক্ষ পক্ষের কি আদালতের অসদাচার।]

২। ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য চলনের কিম্বা বিচার করণের যে কোন ভাঙ্গি জটিল, কি বিপক্ষ পক্ষের কিম্বা ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের যে অসদাচার

Cause Court, from which there may be strong probable grounds for presuming a failure of justice; but no decision of a Small Cause Court shall be reversed or altered, nor shall a re-hearing be directed in any case, upon the ground that the decision of any question of fact is contrary to, or not warranted by, the evidence duly taken in the case.

[Upon application of parties, Zillah Judge may state a case involving points of law, &c., for the opinion of the Sudder Court.]

C. Upon the application of either of the parties, the Zillah Judge may state a case for the opinion of the Sudder Court, if he shall be of opinion that the decision of the Small Cause Court upon the construction of a document, or upon any point of law or usage having the force of law, affecting the merits of the case, is erroneous; and the Sudder Court, upon the receipt of such case, shall proceed in the manner laid down in Sections LXVII. to LXX. of this Act.

[To be continued.]

No 1383.

FORT WILLIAM,

CIVIL AUDITOR'S OFFICE.

THE 12TH JUNE, 1855.

NOTIFICATION.

The Most Noble the Governor General in Council in the Financial Department, under date the 4th September, 1854, having decided, that the practice of this office with reference to the salaries of Uncovenanted Officers when transferred from one district to another in charging salaries only from the date of their joining their new appointments, and not from the date of their relief from their old posts is wrong. All officers having to submit pay bills are hereby required to take special notice of this decision. The following instructions are given for their information and guidance.

When an Uncovenanted Officer quits a post, for one in another district, to which a higher salary is attached, the controlling officer of the new district shall draw the salary for the time between the quitting of the old office, and the joining of the new one, at the rate of the salary appertaining to the old office, but not for the full salary of the new appointment, until the officer transferred shall have actually joined his new office, when he shall draw for the full amount of his new salary.

W. P. PALMER, Civil Auditor.

[Government Gazette, 26th June, 1855.] 3 M 2

গের দ্বারা, যথার্থ বিচারের হানি হইবার সম্ভাবনার বল-
বৎ কারণ থাকে, সেই ক্ষেত্রে কি অসদাচারের হেতু,
কিন্তু বৃদ্ধান্তসিদ্ধি কোন বিষয়ের নিষ্কাশিত, মোকদ্দমাতে
উপর্যুক্তমতে যে সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছে তাহার দিক্‌কে
হইয়াছে কিম্বা তদনুকূলে হয় নাই, এই হেতুতে ক্ষুদ্র মো-
কদ্দমার আদালতের কোন নিষ্কাশিত অন্যথা কি পরিবর্ত
হইবেক না, কিম্বা কোন মোকদ্দমার দ্বিতীয়বার শুননির
জ্ঞত্ব হইবেক না ইতি।

[কোন পক্ষের দরখাস্তমতে জিলার জজ সাহেব যা-
হাতে আইনগত বিবরণ ইত্যাদি লিপ্য আছে সেই বি-
বরণ সদর আদালতের মত জানিবার জন্যে জ্ঞাত করি-
বেন।]

১০০ ধারা। উক্ত পক্ষের কোন পক্ষের দরখাস্তমতে,
যদি জিলার জজ সাহেব বোধ করেন যে মোকদ্দমার দোষ-
ভ্রমের যাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি হয় এমন দলীলের অর্থ কর-
ণের বিষয়ে, কিম্বা আইন ঘটতি কি আইনের তুল্য বলবৎ
ব্যবহার ঘটতি কোন বিষয়ে, ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের
নিষ্কাশিত অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তবে তিনি সদর আদালতের
মত জানিবার জন্যে সেই বিষয় জ্ঞাত করাইতে পারিবেন,
আর সদর আদালত সেই বিষয় প্রাপ্ত হইলে এই আই-
নের ৬৭ ধারাব্যবধি ৭০ ধারাপর্যন্ত নানা ধারাতে যে
প্রকার লিখিত হইয়াছে সেই প্রকারে কক্ষ করিবেন
ইতি।

[ইহার অবশিষ্ট আগামিতে প্রকাশ হইবেক।]

১৩৮৩ নম্বর।

ফোর্ট উলিয়াম।

সিভিল আডিটর সাহেবের দস্তখতানা।

১৮৫৫ সাল ১২ জুন।

বিজ্ঞাপন।

হজুর কোম্পোলে শ্রীযুক্ত মোর্ট নোবল গবর্নর জেনরল
বাহাদুর ফিনান্সিয়াল ডিপার্টমেন্টে ১৮৫৪ সালের ৪
সেপ্টেম্বর তারিখে নির্দ্ধার্য করিয়াছেন যে, অচিহ্নিত
কার্যকারকেরা এক জিলাহইতে অন্য জিলায় নিযুক্ত হই-
লে তাঁহাদের বেতনের বিষয়ে এই দস্তখতানাক্ষেপীতি
চলন আছে; অর্থাৎ তাঁহাদের পুরাতন পদ অন্য ব্য-
ক্তির হস্তে অর্পণ করিবার তারিখঅবধি তাঁহাদের বে-
তনের হিসাব না ধরিয়া তাঁহাদের নূতন পদের কর্মে
প্রবর্ত্তনগণের তারিখঅবধি তাঁহাদের বেতনের হিসাব
করিবার যে রীতি তাহা অন্তর্ভুক্ত। অতএব মাহিরানার বিল
যে সকল কার্যকারক সাহেবেরদের অর্পণ করিতে হয়
তাঁহাদেরিগকে এই নির্দ্ধারণের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ
করিবার আদেশ হইতেছে। তাঁহাদের বিজ্ঞাপনের ও
কর্মের নিয়ম দর্শাইবার জন্যে নীচের লিখিত উপদেশ
দেওয়া যাইতেছে।

যখন অচিহ্নিত কার্যকারক এক পদ ত্যাগ করিয়া অন্য
জিলাতে আরো উচ্চ বেতনের পদে নিযুক্ত হন, তখন এ
নূতন জিলার কর্মকারক কার্যকারক সাহেব এ অচিহ্নিত
কার্যকারকের পুরাতন পদ ত্যাগ করিবার সময়াবধি
নূতন পদের কর্মে প্রবর্ত্তন না হওনপর্যন্ত তাঁহার পুরাতন
পদের বেতনের হিসাবমতে তাঁহার বেতন লইবেন। কিন্তু
স্থানান্তরে নিযুক্ত সেই কার্যকারক আপন নূতন পদের
কর্মে যেপর্যন্ত নিতান্ত প্রবর্ত্তন না হন সেইপর্যন্ত এ নূতন
পদের সম্পূর্ণ বেতন পাইবেন না। নূতন পদের কর্মে
প্রবর্ত্ত হইলে সেই পদের সম্পূর্ণ বেতন পাইবেন।

ডবলিউ পি পামর।

সিভিল আডিটর।

NOTIFICATIONS.

ORDERS BY THE SUDDER DEWANNY
ADAWLUT.

APPOINTMENT.

The 21st June, 1855.

Baboo Bissessur Sein, to be Moonsiff of Mudareepore, Zillah Backergunge.

LEAVES OF ABSENCE.

The 19th June, 1855.

Baboo Goopeekishen Banerjee, Moonsiff of Koltulpore, Zillah West Burdwan, for one month, in extension of that granted on the 26th March last, on Medical Certificate.

Moulvie Abdool Rouf, Moonsiff of Raojan, Zillah Chittagong, for fifteen days, on Medical Certificate.

The 20th June, 1855.

Baboo Nilmony Mitter, Moonsiff of Kuddumgatchee, Zillah 24-Pergunnahs, for one month.

C. T. BUCKLAND, Register.

রাজকর্মে নিয়োগ।

১০৬৮ নম্বর।

বঙ্গলা দেশের জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৫ সাল ১৫ জুন।

জীয়ুত হজমদ প্রাট সাহেব (Mr. Hodgson Pratt,) বঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে বিদ্যাধ্যাপনের মিরিশ্তায় তত্ত্বাবধারক হইবেন।

জীয়ুত জি জি মরিস সাহেব (Mr. G. G. Morris,) বঙ্গলা দেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী হইবেন।

জীয়ুত এ জে জাকসন সাহেব (Mr. A. J. Jackson,) দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ছুটি।

১৮৫৫ সাল ১২ জুন।

ঢাকা এলাকার এক্টিং একসেকিটিব কার্যাকারক জীয়ুত

বিজ্ঞাপন।

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৫ সাল ২১ জুন।

জীয়ুত বাবু বিশ্বেশ্বর সেন জিলা বাকরগঞ্জের মাদারীপুরের মুনসেফ হইবেন।

ছুটি।

১৮৫৫ সাল ১২ জুন।

জিলা পশ্চিম বর্ধমানের কোতালপুরের মুনসেফ জীয়ুত বাবু গোপীকৃষ্ণ বীড়িয়া গত মার্চ মাসের ২৬ তারিখে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত চিকিৎসকের সার্টিফিকেটক্রমে এক মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

জিলা চাটিগাঁয়ের বাওজানের মুনসেফ জীয়ুত মোলবী আবদুল রৌফ চিকিৎসকের সার্টিফিকেটক্রমে পনের দিনের ছুটি পাইয়াছেন।

১৮৫৫ সাল ২০ জুন।

জিলা চব্বিশপরগনার কদমগাছির মুনসেফ জীয়ুত বাবু মীলমনি মিত্র এক মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

সি টি বকলাঞ্চ। রেজিষ্টার।

লেপ্টেনেন্ট এচ এম বডাম সাহেব (Lieutenant H. M. Boddam,) বর্ধমান মাসের ১২ তারিখঅবধি আগামি মাসের ২২ তারিখপর্যন্ত ছুটি পাইয়াছেন।

ডবলিউ গ্রে।

বঙ্গলা দেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

১১০০ নম্বর।

বঙ্গলা দেশের জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৫ সাল ১৮ জুন।

জীয়ুত বাবু তারকনাথ সেন জিলা চব্বিশপরগনার প্রধান সদর আমিনের কর্ম নিৰ্বাহ করিবেন এবং এ জিলাতে মাজিস্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতামতে কার্য করিবেন।

ডবলিউ গ্রে।

বঙ্গলা দেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS.

গবর্নমেন্টের ইশ্তিহার।

CALCUTTA COLLECTORATE NOTICE.

1. Whereas under the orders of Government, No. 505 of the 4th April, 1855, communicated to this office, by the Commissioner of the Nuddea Division, Rule 3d of the Canal Demurrage Rules of the 22nd August, 1853, having been modified, the modified Rule is hereby published for the information of the Public.

Modified Rule.

2. "Boats undergoing repair in the Docks adjoining the Circular Canal or in such places, adjoining the Eastern Canal, as may be appointed by the Collector, shall while so undergoing repair, be charged at the rate of one-sixteenth of the Demurrage prescribed in Rule 2d."

3. To prevent any misconstruction of the modified Rule it is hereby explained, that in the case of a Boat of 1000 Maunds, the owner would pay 5 Rs. for admission into the Canal, and be allowed 9 days within which it must pass out, or pay Demurrage at the rate of Rs. 2-8 per diem. In the event of the Boat requiring repair and resort being had to the Dock for that purpose, the charge will be under the present Rule, 10 Annas per diem or Rs. 6½ for 10 days, but under the modification now sanctioned, it would be 2½ Annas per diem or Rs. 1-9 for the 10 days.

4. The local officer in charge of the Docks, will grant Admission Tickets to the Docks from the 1st August, 1855. The Tickets will be numbered in the Collector's Office. The first half will be cut off and given to the owner of the Vessel entering the Dock, and the second half or counterpart, with the Canal Ticket held by him, will be returned to the Collector's Office, where it will remain in deposit.

[গবর্নমেন্ট গেজেট ১৮৫৫। ২৬ জুন।]

until the owner wishes to take his Boat out of the Dock. On the day before that date, he will apply to the local officer, who will obtain the return of the Canal Ticket, and having noted on its reverse the date of exit from the Dock, will return it to the owner or manager, taking back the first half of the Dock Ticket from him and sending it to this Office.

KYLAS CHUNDER DUTT, Officiating Collector.

Calcutta, Collector's Office, the 22d June, 1855.

এস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি মোতালকে শহর কলিকাতা বৈঠক জীযুত বাবু কৈলাশচন্দ্র দত্ত
একটি কালেক্টর।

যেহেতু গবর্ণমেন্টের সন ১৮৫৫ সালের ৪ আপ্রিল তারিখের ৫০৫ নম্বরের অনুমতি বাহা নদীয়া ডিবিজানের
জিলজীযুত কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা সমাগত হইল তাহাতে সন ১৮৫৩ সালের ১২ আগষ্ট তারিখের প্রকাশিত নি-
য়মের তিন নিয়ম সংশোধিত হওয়ার ঐ সংশোধিত নিয়ম সর্ব সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে নিয়ে লেখা গেল।

সংশোধিত নিয়ম।

নিয়ম ৩। ৩ সারকিউলর খালের সম্মুখে যে ডাক আছে তাহাতে এবং ইফরখালে অর্থাৎ টালির নালার
মধ্যে জীযুত কালেক্টর সাহেব যে স্থান চিহ্নিত করিয়া দিবেন তথায় নৌকা মেরামত হইতে পারিবেক ও মেরামতির
নিমিত্তে ঐ স্থানে বস দিবস নৌকা থাকে তাহার গহিরি মাসুল দ্বিতীয় নিয়মের ১৬ অংশের একাংশ হিসাবে
দিতে হইবেক ইতি।

উক্ত নিয়মের মর্ম এই যে এক হাজার মোনি নৌকা খালে প্রবর্ত কালীন ৫১ টাকা মাসুল দিতে হয় ও নয়
দিবস খালহইতে বাহির হওনের সময় পরে তাহার অন্যথা হইলে কি দিবস ২৥০ টাকা গহিরি দেয় যদিপি-
ন্যায় উক্ত নৌকা মেরামত করা প্রয়োজন হয় তবে একগনার দস্তরানুসারে রোজানা ৥৮ দশ আনা হিসাবে ১০ দিনে
৬১০ টাকা গহিরি আদায় করে কিন্তু উপরের লিখিত সংশোধিত জুকমানুসারে রোজানা ৮১০ আনা হিসাবে দশ
দিনে কেবল ২৥৮ টাকা গহিরি আদায় করিতে হইবেক।

মফসল যে আমলার জিম্মায় উক্ত ডাক থাকিবেক সে ব্যক্তি আগত ১ পরলা আগষ্টহইতে ডাকে প্রবেশ
করণের টিকিট প্রদান করিবেক সেই সকল টিকিট অত্র কাছারিহইতে নম্বর দিয়া উক্ত আমলার নিকট পাঠান
যাইবেক টিকিটের প্রথম খণ্ড কাটিয়া নৌকার মালিককে দিবেক এবং তাহার নিকট খালের টোল টিকিট ফেরত
লইয়া ডাকের টিকিটের বাকী অর্ধেকাংশ সমেত অত্র কাছারিতে রোজ বরোজ পাঠাইয়া দিবেক এবং উক্ত খালের
টোল টিকিট অত্র কাছারিতে আমানত থাকিবেক পরে ডাকহইতে নৌকা বাহির হওনের পূর্বে দিনে নৌকার মা-
লিক কিম্বা মজির প্রার্থনামতে উপরের লিখিত আমলা এতদ্বারা করিয়া খালের টোল টিকিট বাহা এখানে আমানত
ছিল তাহা ফেরত লইয়া তাহার পৃষ্ঠে ডাকহইতে নৌকা বাহির হওনের তারিখে লিখিয়া উক্ত টিকিট ফেরত দি-
বেক এবং তাহার নিকট ডাকের যে অর্ধাংশ টিকিট ছিল তাহা ফেরত লইয়া পাঠাইবে ইতি ১৮৫৫ সাল তা-
রিখ ২৩ জুন।

জীকৈলাশচন্দ্র দত্ত একটি কালেক্টর।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইশতিহার।

জিলা ভাগলপুর।

এস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা ভাগলপুর।

সংবাদ দেওয়া যাইকেছে সন ১৮৪৫ সনের ১ আইনের ৬ দফা অনুসারে নিয়ে লিখিত মহাল সকল মো-
তালক ভাগলপুরে সন ১৮৫৫ সনের ৪ জুলাই মোং ৫ আবার ছানি সন ১২৬২ ফসলি রোজ বুধবার অত্র কাছারিতে
রাজ্য বাকী এবং অন্যান্য বাকির জন্যে বাহা সন হালের ৭ জুন তারিখ আদাএকরা করিয়া ছিল তাহা আদাএ না
হওয়ার নিশ্চর নীলাম ধরা যাইবেক।

প্রথম শ্রেণী এস্তমুরারি জমা ধার্যহওয়া মহাল।

৫০২ নং তোজী মহাল ছবওরপুর ছেজাওল পং ছেই লিখিত মালিক মোঃ তামস গ্রাণ্ট সাহেব সদর
জমা ১৬৭ কোম্পানি

৫২২ নং তোজী মহাল আরাজি নুরপুর বাঘা পং সরই লিখিত মালিক ছাদদীন ও মোছম্মাত রহিম ও
মোছম্মাত রাব্বিয়া ও পূরণ শাহ সদর জমা মং ১৫১১ পাই কোম্পানি

৬৩০ নং তোজী মহাল ছবওরপুর ছেজাওল চক ফজলেয়ালি পং ছেই লিখিত মালিক মোঃ তামস গ্রাণ্ট সা-
হেব সদর জমা ১৭৬১৬ পাই কোম্পানি

৭৭৩ নং তোজী জাএগীর অক্ষা সিংহ স্তভেন্দার থানে ভাগলপুর পং কহলগাও লিখিত মালিক গেন্দুরি মণ্ডর
ও মদনচাঁদুর সদর জমা ৫৩৮৪ পাই কোম্পানি

১০১২ নং তোজী জাএগীর দুখা লস্কর থানে ভাগলপুর পং ভাগলপুর লিখিত মালিক শিব সহায় ভকত সদর
জমা ৩৬০ কোম্পানি

১১২১ নং তোজী জাএগীর বকসি সিপাই থানে মোহনপুর পং ভাগলপুর লিখিত মালিক পাঁচকড়ী সদর
জমা মং ২১ কোম্পানি

১১৩৩ নং তোজী জাএগীর শমু তেওয়ারি সিপাই থানে মোহনপুর পং ভাগলপুর লিখিত মালিক হিজন
সদর জমা ২১৮৮ পাই কোম্পানি

১২৯৩ নং তোজী জাএগীর খতিওয়াল সিংহ নাএক থানে বিজই পং ছেই লিখিত মালিক দুলিচন্দ্র সদর
জমা ১১৮ কোম্পানি

১৩৩৩ নং তোজী জাএগীর পদু খালানি থানে ফুলত পং ছেই লিখিত মালিক দুলিচন্দ্র সদর জমা ১৮৮৮
পাই কোম্পানি

১৩৬০ নং তোজী জাএগীর বৃন্দী খালানি থানে ফুলত পং ছেই লিখিত মালিক শিব সহায় সদর জমা ৮১০
পাই কোম্পানি

[Government Gazette, 26th June, 1855.]

২৬৩৬ নং তোজী মহাল আজিমপুর ওরফে রঙ্গরা পং ছেই লিখিত মালিক খুদলিল সদর জমা ১৫ ৥ ৪
পাই কোম্পানি

২৮২২ নং তোজী মহাল বিরনীয়া তপ্পে মনিহারি পং ভাগলপুর লিখিত মালিক মহামুদ জাদক সদর
জমা ১০৬ ৥ ৪ পাই কোম্পানি

২৯৮২ নং তোজী জাগীর রামবকশ নায়ক থানে খরি পং খরি লিখিত মালিক হেমকরুগ সদর জমা ২ ৥ ৮
পাই কোম্পানি

২১ নং তোজী মহাল নুনিয়া পং ওহলা মহাল ঘাটওয়ালি লিখিত মালিক ফতে বাহাদুর সিংহ সদর
জমা ১৬৭/১০ পাই কোম্পানি

১০০ নং তোজী মহাল পিরেবন ও কেতা বরনি রকবা মোজে ওয়াড়ি পং পর্ত পাতামহাল মহালঘাটওয়া-
লি লিখিত মালিক নিত্তর চৌধুরী ও উত্তর চৌধুরী ও খেদু চৌধুরী সদর জমা ৭ ৥ ১৬২ ৥ ১ পাই কোম্পানি

দ্বিতীয় শ্রেণী মহাল গএর একমুরারি।

২৭১ তোজী আরাজিপুরইনি পং কহলগাও লিখিত মালিক সমছদীন সদর জমা ১৬ ৥ ২ পাই কোম্পানি

২৬০৩ নং তোজী মহাল ভাগলপুরা পং পর্তপাড়া লিখিত মালিক শাঃ মবারক উল্লা ও সেখ ছলিমউল্লা ও
কলিম উল্লা ও মনছব উল্লা সদর জমা ৫৬৫ পাই কোম্পানি

২৭১৪ নং তোজী মহাল ইছাপুর গঙ্গারামপুর পং কহলগাও লিখিত মালিক বিবি জুছনি খানম সদর
জমা ৫৬৮/১১ পাই কোম্পানি

তারিখ ১৩ জুন সন ১৮৫৫ ইংরেজী। E. E. Woodcock, Offg. Collector.

জিলা যশোর।

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জেলা যশোরের মোতালক নিম্নের লিখিত মহালত সন ১৮৪৫ সালের ১ আ-
ইনের ৬ ও ১৬ ধারার বিধানমতে উক্ত জেলার কালেকটরি কাছারিতে ইঙ্গরেজী বর্জমান সন ১৮৫৫ সালের ২
জুলাই মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৬২ সালের ১৯ আষাঢ় রোজ সোমবার ছানি নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৫৫
সাল তারিখ ১৪ জুন বাঙ্গলা সন ১২৬২ সাল তারিখ ১ আষাঢ়।

২ দ্বিতীয় শ্রেণী একমুরারি জমা ধার্যহওয়া মহাল।

৩৬৫৬ ৭৪৩ নং।

কিসমত চর কবতর্কনদী লক্ষ উখলি পরগনে খলিষখালী মেয়াদী ইজারা ভগবানচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহ সদর
জমা ৩৩/ তঙ্কা

৪৪৯৮ ২১৬০ নং।

কিসমত জুগীপুখরিয়া পং দাতিয়া মেয়াদী ইজারা বদনচন্দ্র মিত্র ১১৮/৬ তঙ্কা

F. BEAUFORT, Collector.

জিলা পুরণিয়া।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিলা পুরণিয়ার নীচের লিখিত মহাল ১৮৫৫ সালের ৪ জুলাই মো-
তাবেক ফসলী ১২৬২ সালের ৫ আষাঢ় সানী বুধবার বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্তে এ জিলার কালেকটর সাহেবের
কাছারিতে নীলামে ধরা যাইবেক এবং নিত্য বিক্রয় হইবেক।

প্রথম শ্রেণী ১০০৭ টাকার অনধিক ইক্‌মুরারী জমা ধার্যহওয়া মহাল।

৪৩১ নং মোজা যাজুরা বহুনন্দন জিলা গৌদওয়ারা পরগনে ধর্মপুর লিখিত মালিক সেখ নিজামউদ্দীন হুসেন
ওগয়রহ সদর জমা ১০০ ৥ ০ টাকা

দ্বিতীয় শ্রেণী ১০০৭ টাকার অনধিক ইক্‌মুরারী জমা ধার্যহওয়া মহাল।

১২৮ নং মোজা নেবেলগঞ্জ জিলা নাথপুর পরগনে হরাওত লিখিত মালিক বেহারী মিশ্র ও হনুমান মিশ্র
ওগয়রহ সদর জমা ৩৪৮১১ টাকা

১৪৪ নং মোজা পীরমোকাম জিলা গৌদওয়ারা পরগনে ধর্মপুর লিখিত মালিক এলাহি বকশ সদর জমা ২০/১
টাকা

১৪৮ নং মোজা পীরমোকাম জিলা গৌদওয়ারা পরগনা ধর্মপুর লিখিত মালিক ভগবান ও রঙ্গলাল
ওগয়রহ সদর জমা ১১/৪ টাকা

২২৫ নং মোজা মুরাদপুর জিলা ভবানীপুর পরগনে ধর্মপুর লিখিত মালিক মসম্মৎ জুহু মহৎ ওয়াইন ওগ-
য়রহ সদর জমা ১৭ ৥ ১২ টাকা

২২৮ নং মোজা তিরাতাওয়ারামপুর জিলা গৌদওয়ারা পরগনে ধর্মপুর লিখিত মালিক মোহন্ত গোপাল দাস
সদর জমা ১৬/২ টাকা

২২৯ নং মোজা এ জিলা গৌদওয়ারা পরগনে ধর্মপুর লিখিত মালিক সাধুলাল সদর জমা ২৫/০ টাকা

৩০০ নং মোজা এ জিলা গৌদওয়ারা পরগনে ধর্মপুর লিখিত মালিক মধুসূদন দাস সদর জমা ৩৩ ৥ ৮ টাকা

৩৫৯ নং মোজা ভটওয়ারা যমশ্যাম জিলা ও পরগনে এ লিখিত মালিক রাজীবলোচন ভট্টাচার্য্য সদর
জমা ২৮৮৮/৪ টাকা

৪৫৫ নং মোজা ভবানীপুর রাজধাম জিলা ভবানীপুর পরগনে ধর্মপুর লিখিত মালিক জগন মিশ্র ওগয়রহ
সদর জমা ২২৮/৮ টাকা

৪৫৬ নং মোজা শাপুর গৌরা জিলা ও পরগনে এ লিখিত মালিক শাহা কল্লনদর হুসেন ওগয়রহ সদর
জমা ১১৮/৭ টাকা

৫২৮ নং মোজা মুরসুদা জিলা গৌদওয়ারা পরগনে এ লিখিত মালিক জুরাওন মিশ্র ওগয়রহ সদর জমা
৪৮ ৥ ১০ টাকা

৫৩২ নং মোজা ধুসর কথরগামা জিলা ভবানীপুর পরগনে এ লিখিত মালিক শুণী বা সদর জমা ৩৮৮/৩
টাকা

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ২৬ জুন]



গবর্নমেন্ট গেজেট

গবর্নমেন্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, JULY 3, 1855.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৫৫ সাল ৩ জুলাই।

DRAFT OF ACT.

A Bill for the more easy recovery of small debts and demands.

[Concluded from page 441.]

[Applications to Zillah Judge under the two preceding Sections to be written on stamped paper. Proviso.]

CI. The application under Section XCIX. or C. to the Zillah Judge shall be written on stamped paper of the value prescribed for petitions to the Zillah Court, provided that, when such value may be of higher amount than the value of the stamp prescribed for the petition of plaint by Section VIII. of this Act, the application may be written on stamped paper of the value prescribed for the petition of plaint, or if no stamp be prescribed for the plaint, the application may be on unstamped paper. Provided also, that, if the application be successful, the value of the stamp, if any, shall be returned to the petitioner.

[Applications to Zillah Judge or to Small Cause Court under Section XCIX. or C. when and how to be made.]

CII. Any application, either to the Zillah Judge or to the Small Cause Court, under Section XCIX. or C. of this Act, shall be presented within thirty days from the date of the decision; and no re-hearing, new trial, or reference to the Sudder Court shall be granted, unless the application be accompanied by a deposit in the Court of the whole amount, if any, decreed against the petitioner, whether absolutely, or as an alternative, except when the amount of the judgment and costs of execution has been paid into Court, or has been levied by process of execution: the amount if deposited in Court, or if levied and not paid over,

[Government Gazette, 3rd July, 1855.]

আইনের মূলাবিদ্য।

অম্প ২ কর্ত্ত ও দাওয়া আরো সহজরূপে আদায় করিবার আইনের মূলাবিদ্য।

[৪৪১ পৃষ্ঠাহইতে চলিতেছে।]

[উপরের উক্ত দুই ধারামতে জিলার জজ সাহেবের নিকটে যে দরখাস্ত হয় তাহা ইফ্টাপ কাগজে লিখিতে হইবেক। বর্ণিত বিধি।]

১০১ ধারা। ৯৯ ধারা কি ১০০ ধারামতে জিলার জজ সাহেবের নিকটে যে দরখাস্ত হয় তাহা, জিলার আদালতে দরখাস্তের জন্যে যে মূল্যের ইফ্টাপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই মূল্যের ইফ্টাপ কাগজে লিখিতে হইবেক। পরন্তু যদি সেই মূল্য এই আইনের ৮ ধারাক্রমে, নালিশের আরজীর নিমিত্তে যে মূল্যের ইফ্টাপ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অধিক হয়, তবে নালিশের আরজীর নিমিত্তে যে মূল্যের ইফ্টাপ নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই মূল্যের কাগজে এ দরখাস্ত লেখা যাইবেক। অথবা যদি নালিশের আরজীর কোন ইফ্টাপের জুকুন না থাকে তবে এ দরখাস্ত ইফ্টাপ না হওয়া কাগজে হইতে পারিবেক। আরো জানা করিয়া যে যদি এ দরখাস্ত সফল হয় তবে ইফ্টাপের কোন মূল্য দেওয়া গেলে তাহা দরখাস্তকারিকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

[৯৯ কি ১০০ ধারামতে জিলার জজ সাহেবের নিকটে কিম্বা ফুদু মোকদ্দমার আদালতে যে দরখাস্ত করা যায় তাহা যে সময়ের ও যে প্রকারে করিতে হইবেক।]

১০২ ধারা। এই আইনের ৯৯ কি ১০০ ধারামতে জিলার জজ সাহেবের নিকটে কিম্বা ফুদু মোকদ্দমার আদালতে যে কোন দরখাস্ত করা যায়, তাহা নিষ্পত্তির তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক। আর যদি ডিক্রীর সমুদয় টাকা ও ডিক্রীজারীর খরচ আদালতে দাখিল না হইয়া থাকে, কিম্বা ডিক্রীজারীর পরওয়ানাক্রমে উমুল না হইয়া থাকে, তবে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে কিছু টাকার ডিক্রী হইলে, সেই টাকারি ডিক্রী হউক কি অন্য দুর্য্যের পরিবর্তে টাকা আদায় করিবার ডিক্রী হউক, সে সমুদয় টাকা এ দরখাস্তের সঙ্গে আদালতে আমানৎ হইলে, দ্বিতীয়বার কোন শুননির, কি নুতন বিচারের, কি সদর আদালতে অর্পণের, অনুমতি হইবেক না। এ টাকা যদি আদালতে আমানৎ হইয়া

shall remain in deposit subject to the order of the Court.

[Mode of procedure on receipt of such application.]

CIII. The Court to which such application is made may interrogate the applicant or his agent, upon oath or solemn affirmation, previously to deciding upon the application; and without summoning the opposite party, reject the petition.

[No decision of this Court to be annulled or modified, and no reference to be made to Sudder Court, without notice to opposite party.]

CIV. No decision of a Small Cause Court shall be annulled or otherwise altered to the prejudice of the opposite party, nor shall a case be referred to the Sudder Court without notice to such party to enable him to appear and be heard.

[Orders upon application under Sections XCIX. and C. to be final.]

CV. Every order passed by a Zillah Judge, or by the Small Cause Court, upon an application under Section XCIX. or C. of this Act, shall be final and not open to appeal or review.

[Nonsuit to be no bar to a new suit on same cause of action.]

OVI. A nonsuit shall be no impediment to the institution of a new suit on the same cause of action where the party is not precluded by lapse of time or otherwise under the general law.

[Zillah Judge may transfer cases from one Court to another in his Zillah.]

CVII. The Zillah Judge may transfer any case pending in a Small Cause Court within his Zillah to any other, Small Cause Court in the same Zillah, recording his reasons for such transfer.

[Local Governments may extend summary jurisdiction of Moonsiffs' Courts to Three Hundred Rupees.]

CVIII. It shall be lawful for the Executive Government in any of the said Presidencies to extend the summary jurisdiction of the Moonsiff's Court in any District as a Small Cause Court under this Act, to an amount not exceeding Three Hundred Rupees.

[Local Governments empowered to invest Civil Courts with summary jurisdiction to the extent of Five Hundred Rupees, and from time to time to determine the territorial limits of jurisdiction.]

CIX. It shall be lawful for the Executive Government in any of the Territories in the possession and under the Government of the East India Company to invest any Civil Court of the East India Company now existing, or which may hereafter be established with the sanction of the Governor General in Council, with the summary juris-

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ৩ জুলাই।]

থাকে, কিম্বা যদি উদ্ভূত হয় ডিক্লেয়ারে না দেওয়া গিয়াছে তবে তাহা আদালতের জুজুম না হওয়া পর্যন্ত আমানৎ থাকিবেক ইতি।

[সেইরূপ দরখাস্ত পাইলে যে প্রকারে কার্য্য হইবেক।]

১০৩ ধারা। যে আদালতের নিকটে সেই প্রকারের দরখাস্ত করা যায় সেই আদালত দরখাস্তের বিষয়ের নিষ্পত্তি করণের পূর্বে শপথ কিম্বা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাক্রমে দরখাস্তকারিকে কি তাহার মোকদ্দমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন, আর বিপরীত ব্যক্তির নামে সমন না করিয়া দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন ইতি।

[বিপরীত ব্যক্তিকে এতদ্বারা না দেওয়া গেলে, এই আদালতের কোন নিষ্পত্তি অন্যথা কি মতান্তর হইবেক না ও সদর আদালতে কোন বিষয় অর্পণ হইবেক না।]

১০৪ ধারা। বিপরীত পক্ষ হাজির হইতে ও তাহার কথা শুনা যাইতে পারে এই নিমিত্তে তাহাকে এতদ্বারা না দেওয়া গেলে, তাহার বাহাতে ক্ষতি হয় অথবা আদালতের কোন নিষ্পত্তি এমতে বাতিল হইবেক না কিম্বা অন্য কোন প্রকারে পরিবর্তন হইবেক না, কিম্বা মোকদ্দমা সদর আদালতে অর্পণ হইবেক না ইতি।

[১৯ ও ১০০ ধারামতের দরখাস্তক্রমে যে জুজুম হয় তাহা চূড়ান্ত হইবেক।]

১০৫ ধারা। এই আইনের ৯৯ কি ১০০ ধারামতের দরখাস্তক্রমে জিলার জজ সাহেব কিম্বা জুজুম মোকদ্দমার আদালত যে প্রত্যেক জুজুম করেন তাহা চূড়ান্ত হইবেক, ও তাহার উপর আপীল হইতে পারিবেক না, ও তাহার পুনর্বিচার হইতে পারিবেক না ইতি।

[ননসুট হইলেও নালিশের একি বিষয়ে নূতন মোকদ্দমার প্রতিবন্ধক হয় না।]

১০৬ ধারা। যদি কোন পক্ষের, মিরাদ অতীত হওনের দ্বারা, কিম্বা সাধারণ আইনানুসারে অন্য বিষয়ে বাধা না হয়, তবে ননসুট হইলেও, নালিশের একি বিষয়ে নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কোন বাধা হইবেক না ইতি।

[জিলার জজ সাহেব আপন জিলার এক আদালত হইতে অন্য আদালতে মোকদ্দমা স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন।]

১০৭ ধারা। জিলার জজ সাহেব আপন জিলার মধ্যে জুজুম মোকদ্দমার আদালতে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহা সেই জিলার জুজুম মোকদ্দমার অন্য আদালতে স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন, কিন্তু সেইরূপ স্থানান্তরিত করিবার কারণ বিচার্য্য করিবেন ইতি।

[স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মুনসেফেরদের আদালতের নালসরী এলাকা তিন শত টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।]

১০৮ ধারা। পূর্বেক কোন রাজধানীর গবর্ণমেন্টের কার্য্যকর্ত্তা সাহেবেরদের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে, এই আইনানুসারে জুজুম মোকদ্দমার আদালতস্বরূপ কোন জিলার মুনসেফের আদালতের নালসরী এলাকা তিন শত টাকার অধিক না হয় এমত মূল্যের মোকদ্দমার বিস্তারিত করেন ইতি।

[স্থানীয় গবর্ণমেন্ট দেওয়ানী আদালতকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত নালসরী ক্ষমতাপ্রদ করিতে পারেন। ও এলাকার সীমাসরহদ সময়ে নিরূপণ করিতে পারেন।]

১০৯ ধারা। কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত ও শাসিত কোন দেশের গবর্ণমেন্টের কার্য্যকর্ত্তা সাহেবেরদের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে, কোম্পানি বাহাদুরের যে কোন আদালত এইরূপে আছে কিম্বা উত্তর কালে হজুর কোর্সেলে জুজুম গবর্নর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে স্থাপন হইবেক সেই আদালতে, পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত মূল্যের দাওয়ার বিচারার্থে এই আইনানুসারে জু-

diction of a Small Cause Court under this Act, for the adjudication of claims to an amount not exceeding Five Hundred Rupees, and from time to time to determine the territorial limits within which such Court shall exercise such summary jurisdiction. Provided that no Court shall be invested with jurisdiction as a Small Cause Court beyond the amount of its ordinary jurisdiction.

[Claims exceeding Fifty Rupees may be sued for in a summary action in a Small Cause Court, or otherwise. Proviso.]

CX. Provided that, in claims for an amount exceeding Fifty Rupees, it shall be at the option of the plaintiff to sue in a summary action in a Small Cause Court or otherwise; but no party having instituted a regular suit in a case in which he might have sued in a summary action under this Act, shall recover costs in such suit beyond the amount which he might have recovered in a summary action, nor any costs of appeal arising out of such regular suit. The defendant, however, in such case, if the judgment be in his favor, shall be entitled to recover the full costs either of the original suit or of an appeal arising therefrom, as if this Act had not been passed.

[Act to have prospective effect only.]

CXI. This Act shall not extend to any suit instituted before this Act shall come into operation.

[Interpretation Clause.]

CXII. The words "Civil Jail" shall include the Civil Jail of the Zillah and any place appointed by the Executive Government for the confinement of prisoners in civil cases by any Court constituted under this Act. The word "Nazir" shall include any officer of a Court authorized to serve or execute its process. Unless there be something in the subject or context repugnant to such construction, words importing the singular number shall include the plural number, and words importing the plural number shall include the singular number; and words importing the masculine gender shall include females.

[Commencement of Act.]

CXIII. This Act shall commence and take effect from and after the 1st day of January, 1856.

APPENDIX A. FORM OF PLAINT.

No. _____ dated _____
Plaintiff,
[Here enter name, designation, and residence]
versus
Defendant.
[Ditto ditto]
Claim Company's Rupees
[Here state briefly the cause of action and its date.]

The following are given as examples of such

[Government Gazette, 3rd July, 1855.]

মোকদ্দমার আদালতের সরাসরী এলাকা প্রদান করেন, আর সেই আদালত জিলার যে সীমাসরহদের মধ্যে সেই সরাসরী ক্ষমতামতে কার্য করিতে পারিবেন তাহা সময়ে নিরূপণ করেন। পরন্তু সাধারণতঃ যে আদালতের যে মূল্যপর্য্যন্ত এলাকা থাকে সেই আদালতে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতস্বরূপ অধিক মূল্যের এলাকা অর্পণ হইবেক না ইতি।

[পঞ্চাশ টাকার অধিক দাওয়ার মোকদ্দমা সরাসরীমতে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে কি অন্য প্রকারে হইতে পারিবেক। বর্জিত বিধি।]

১১০ ধারা। পরন্তু পঞ্চাশ টাকার অধিক মূল্যের দাওয়া থাকিলে, ফরিয়াদী আপন ইচ্ছামতে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে সরাসরীমতে কি অন্য প্রকারে নালিশ করিতে পারিবেক। কিন্তু কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারে সরাসরীমতে নালিশ করিতে পারিয়াও জাবেতামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, সরাসরী নালিশে খরচার বাবৎ যত টাকা পাইতে পারিত তাহার অধিক সেই মোকদ্দমার পাইবেক না, আর সেইরূপ জাবেতামতে মোকদ্দমার উপর যে আপীল হয় তাহার কিছু খরচা ফিরিয়া পাইবেক না। পরন্তু সেইরূপ মোকদ্দমার যদি আসামীর পক্ষে ডিক্রী হয়, তবে আসামী এই আইন জারী না হইবার মতে, আসল মোকদ্দমার কিয়া তাহার উপর যে আপীল হয় সেই আপীলের সম্পূর্ণ খরচা পাইবার স্বত্ত্ব রাখিবেক ইতি।

[এই আইন জারী হইবার পরে যে মোকদ্দমা হয় কেবল তদ্বিষয়ে খাটে।]

১১১ ধারা। এই আইন চলন হইবার পূর্বে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যার তদ্বিষয়ে এই আইন খাটিবেক না ইতি।

[অর্থ করণের ধারা।]

১১২ ধারা। "দেওয়ানী জেলখানা" এই শব্দেতে জিলার দেওয়ানী জেলখানা বুঝায়, এবং গবর্ণমেন্টের কার্য্যকর্ত্তা সাহেবেরা এই আইনানুসারে স্থাপিত কোন আদালতের দ্বারা দেওয়ানী মোকদ্দমায় আসামীরদের কয়েদ হইবার নিমিত্তে যে কোন স্থান নিরূপণ করেন সেই স্থানও বুঝায়। "নাজির" এই শব্দেতে আদালতের যে কোন আমলা আদালতের পরওয়ানা জারী করিতে কি তদনুসারে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন সেই আমলাকে বুঝায়। এক বচনের শব্দেতে বহুবচনের শব্দও গণ্য হইবেক ও বহুবচনের শব্দেতে এক বচনের শব্দও গণ্য হইবেক ও পুংলিঙ্গবোধক শব্দেতে স্ত্রীরাও গণ্য হইবেক, কিন্তু যদি বিষয় বুঝিয়া কিয়া পূর্বাপর শব্দেতে সেই অর্থ অসঙ্গত হয় তবে হইবেক না ইতি।

[আইনের আরম্ভ।]

১১৩ ধারা। এই আইন ১৮৫৬ সালের জানুআরি মাসের ১ তারিখঅবধি চলন হইবেক ও প্রবল থাকিবেক ইতি।

A চিহ্নিত ফ্রেডপত্র।

নালিশের আরজীর পাঠ।

নয়র _____ তারিখ _____ ফরিয়াদী।

[এই স্থলে ফরিয়াদীর নাম ও খ্যাতি ও বাসস্থান লিখিতে হইবেক।]

আমামী।

[এই স্থলে _____]

দাওয়া কোং এত টাকা।

[এই স্থলে মোকদ্দমার হেতু ও তাহার তারিখ সংক্ষেপরূপে লিখিতে হইবেক।]

নীচের লিখিত কথা এই বৃহত্তর আদর্শস্বরূপ দেওয়া

statement, and must be adapted to the circumstances of the case :—

Being the damages sustained by the Plaintiff by the non-performance on the part of the Defendant of a written contract filed herewith [*here state the nature of the contract and the date upon which it was entered into.*]

or

Principal and interest on a bond made by the Defendant to the Plaintiff under date _____ for the sum of _____ payable on _____ and bearing interest at _____ per centum per year.

or

For goods sold and delivered as per account stated below.

or

Rent for the use and occupation by the Defendant of a shop belonging to the Plaintiff (*situated* _____), for twelve months, from _____ to _____ at _____ Rupees per month.

or

Wages for five months as washerman, from _____ at _____ Rupees per month.

or

For that the Defendant on _____ the _____ day of _____ 185 at _____ so improperly drove a certain cart, that it struck and injured a cow belonging to the Plaintiff, whereby the Plaintiff has sustained damages to the amount stated.

or

For that the Defendant on _____ the _____ day of _____ 185 at _____ so improperly drove a certain cart, that it struck and thereby broke one of the Plaintiff's legs, in consequence of which injury the Plaintiff makes the following claim against the Defendant for special pecuniary damage, *viz.*,

Loss of wages from _____ to _____	at the rate of—Rs.—	
Medical Attendance _____	Rs.—	
Compensation for personal suffering _____	Rs.—	

Total, Rs.—

APPENDIX B.

FORM OF SUMMONS TO DEFENDANT.

No. _____ (of plaint) dated _____

Plaintiff,

[*Here enter name, designation, and residence*]

versus

Defendant.

[*Ditto ditto.*]

In the Court of _____ at _____

Whereas the said A. B. has brought a claim against you in this Court for _____ Rupees, a copy of the plaint is hereunto annexed, and you are hereby required to appear in this Court in person [*if not specially required to appear in person, state in person or by an agent who has personal knowledge of the subject*] or accompanied by

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ৩ জুলাই।]

হাইভেছে। মোকদমার ভাবগতিক বুঝিয়া তাহা খাটাইতে হইবেক।

ইহার সঙ্গে যে বন্দোবস্তপত্র [এই স্থানে এই বন্দোবস্তের অর্থাৎ এই যে তারিখে করা গিয়াছিল তাহা লিখিতে হইবেক।] দাখিল করা গিয়াছে তদনুসারে আসামীর কার্য না করণেতে ফরিয়াদীর যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার বাবৎ।

অথবা।

আসামী ফরিয়াদীকে এই করাবে যে তমাসুক লিখিয়া দেয় যে এত টাকা অমুক তারিখে দিব এবং সেই টাকার সালিসানা শতকরা এত টাকা সুদ চলিবেক সেই তমাসুকমতে আসল ও সুদের টাকার বাবৎ।

অথবা।

নীচের লিখিত হিসাবমতে যে দুব্য বিক্রয় করা যায় ও দেওয়া যায় তাহার বাবৎ।

অথবা।

অমুক স্থানে ফরিয়াদীর যে দোকান ঘর আসামী বারো মাসের জন্যে অর্থাৎ অমুক মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখঅবধি অমুক মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখপর্যন্ত মাসে এত টাকা দিবাব করাবে ব্যবহার ও দখল করে তাহার ভাড়ার বাবৎ।

অথবা।

ধোবার কর্ম করিয়া মাসে এত টাকার হিসাবে অমুক মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখঅবধি পাঁচ মাসের মাহিয়ানার বাবৎ।

অথবা।

আসামী অমুক স্থানে অমুক মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক বারে একখান গরুর গাড়ি অনুচিতমতে চালাইলে ফরিয়াদীর এক গরুর গারে গাড়ি লাগিয়া আঘাত হইয়াছে তাহাতে ফরিয়াদীর উক্ত এত টাকা ক্ষতি হইয়াছে তাহার বাবৎ।

অথবা।

আসামী অমুক স্থানে অমুক মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক বারে একখান গরুর গাড়ি অনুচিতমতে চালাইলে ফরিয়াদীর পাবে লাগিয়া তাহার এক পা ভাঙ্গিল সেই আঘাতপ্রযুক্ত ফরিয়াদী বিশেষ টাকার ক্ষতির বাবৎ আসামীর নামে নীচের লিখিত দাওয়া করে।

অর্থাৎ অমুক তারিখঅবধি অমুক তারিখপর্যন্ত এত টাকার হিসাবে মাহিয়ানার ক্ষতি	০০ টাকা।
কবিরাজপ্রভৃতির খরচ	০০ টাকা।
নিজের দুঃখ পাওনের ক্ষতির বাবৎ	০০ টাকা।

মোট ০০ টাকা।

B চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

[আসামীর নামে সমনের পাঠ।]

(নালিশের আরজীর) নয়র তারিখ _____

ফরিয়াদী।

এই স্থানে তাহার নাম ও খ্যাতি ও বাসস্থান লিখিতে হইবেক।

আসামী।

[এ এই]

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

যেহেতুক উক্ত অমুক এই আদালতে তোমার নামে এত টাকার বাবৎ দাওয়া উপস্থিত করিয়াছে অতএব নালিশের আরজীর মকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল, আর তোমাকে ইহার দ্বারা জ্ঞকুম হইতেছে যে তুমি অমুক মাসের অমুক তারিখে নিজে [অথবা যদি নিজে হাজিরহওয়ার বিশেষ জ্ঞকুম না হয় তবে এই কথা লিখিতে হইবেক, নিজে, কিম্বা যে ব্যক্তি আপনি সেই বিষয় জ্ঞাত থাকে

a witness who has such personal knowledge] on the day of to answer the abovenamed Plaintiff, and you will bring with you (or send by your agent) [here mention any document the production of which may be required by the Plaintiff] which the Plaintiff desires to inspect, and any document on which you may intend to rely in support of your defence.

APPENDIX C.

FORM OF SUMMONS FOR CITING A WITNESS.
In the Court of

[Here enter name, designation, and residence]
Plaintiff,
versus
Defendant.

[Ditto ditto.]

To A. B., inhabitant of

You are hereby commanded to appear at the said Court on the day of next, to give evidence in the above suit (or to produce) [here mention any document that the witness may be required to produce.]

APPENDIX D.

WRIT OF EXECUTION AGAINST THE PERSON.

[Here enter name, designation, and residence]
Plaintiff,
versus
Defendant.

[Ditto ditto.]

To the Nazir of the Court of

Whereas the said C. D. was directed by a decree of this Court, under date the day of 185 to pay to A. B. the sum of Company's Rupees, and Rupees for costs of suit, amounting to Company's Rupees; and whereas the said C. D. has omitted to liquidate the same. These are hereby to command you to apprehend the said C. D., and unless the said C. D. shall pay you the sum of Company's Rupees in satisfaction of the said decree and costs, and the sum of Rupees for the costs of executing this process, to produce him before this Court, to be dealt with according to law.

Given under my hand and the seal of the Court,
day of 185
(Signed) E. F.,
Judge.

APPENDIX E.

WRIT OF EXECUTION AGAINST THE EFFECTS.

[Here enter name, designation, and residence]
Plaintiff,
versus
Defendant.

[Ditto ditto.]

To the Nazir of the Court of

Whereas C. D. was directed by a decree of this [Government Gazette, 3rd July, 1855.]

এমত মোস্তাফের দ্বারা, কিম্বা যে ব্যক্তি সেই বিষয় জ্ঞাত আছে এমত সাক্ষির সঙ্গে এই মোস্তাফের দ্বারা এই আদালতে হাজির হইয়া উক্ত ফরিয়াদীকে জওয়াব দেও, আর ফরিয়াদী অমুক যে দলীল [এই স্থানে ফরিয়াদী যে কোন দলীল উপস্থিত করাইবার বিষয়ে প্রার্থনা করে তাহা লিখিতে হইবেক] দেখিতে চাহে আর তুমি আপন জওয়াবের পোষকতায় যে কোন দলীলের প্রতি নির্ভর করিতে মনস্থ কর তাহা সজে করিয়া আন (অথবা মোস্তাফের দ্বারা পাঠাও।)

C চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

সাক্ষিকে তলব করিবার সময়ের পাঠ।

অমুক আদালতে
ফরিয়াদী।
[এই স্থলে তাহার নাম ও খ্যাতি ও বাসস্থান লিখিতে হইবেক।]
আমামী।

[এই এই]

অমুক স্থাননিবাসি সাক্ষি অমুক প্রতি আগে।

তোমার প্রতি ইহার দ্বারা জ্ঞকুম করা যাইতেছে যে উক্ত মোকদমায় সাক্ষ্য দিবার জন্যে (অথবা [এই স্থলে সাক্ষির যে কোন দলীল উপস্থিত করিতে হইবেক তাহা লেখা যাইবেক] উপস্থিত করিবার জন্যে) আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত আদালতে হাজির হও ইতি।

D চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

ব্যক্তির উপর ডিক্রীজারীর পরওয়ানা।

ফরিয়াদী।
[এই স্থলে তাহার নাম ও খ্যাতি ও বাসস্থান লিখিতে হইবেক।]
আমামী।

[এই এই]

অমুক আদালতের নাজির প্রতি আগে।

যেহেতুক এই আদালতের অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের ডিক্রীক্রমে অমুকের প্রতি জ্ঞকুম হইয়াছিল যে সে অমুককে কোম্পানির এত টাকা এবং মোকদমার খরচার বাবৎ এত টাকা সরাসর কৌণ এত টাকা দেয়, এবং যেহেতুক উক্ত অমুক এ টাকা দেয় নাই, অতএব ইহার দ্বারা তোমার প্রতি আজ্ঞা হইতেছে যে উক্ত অমুককে গ্রেফতার কর, এবং যদি উক্ত অমুক উক্ত ডিক্রী ও খরচার বাবৎ কোণ এত টাকা এবং এই পরওয়ানা জারীর খরচের বাবৎ এত টাকা তোমাকে না দেয় তবে তাহাকে লইয়া আইনানুসারে করিবার জন্যে এই আদালতে হাজির কর।

অমুক সালের অমুক মাসের এই অমুক তারিখে আমার দস্তখতে ও আদালতের মোহরে দেওয়া যায়।
সাক্ষি অমুক। বিচারকর্তা।

E চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

অস্থাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারীর পরওয়ানা।

ফরিয়াদী।
[এই স্থলে তাহার নাম ও খ্যাতি ও বাসস্থান লিখিতে হইবেক।]
আমামী।

[এই এই]

অমুক আদালতের নাজির প্রতি আগে।

যেহেতুক এই আদালতের অমুক সালের অমুক মাসের

Court, under date the 185 to pay to A. B. the sum of Rupees , with interest at per centum per annum to the day of payment, which to this date amounts to Rupees , and Rupees for costs of suit, amounting to Company's Rupees ; and whereas the said C. D. has omitted to liquidate the same. These are therefore to command you to levy the said sum of Company's Rupees , and the sum of Company's Rupees for costs of executing this process, by distress and sale of such moveable property of the said C. D. as is described in the list annexed, and shall be pointed out to you by the decree-holder or his agent; and you are hereby ordered and directed to distrain such property of the said C. D., and to sell and dispose of the same within (*not being less than six days from the day the property was taken*) unless the sum of Company's Rupees , for which such distress shall be made, together with the reasonable charges of taking and keeping such distress, shall be sooner paid; and you are hereby commanded to certify to me what you shall do by virtue of this warrant.

Given under my hand and the seal of the Court at this day of 185 .
(Signed) J.,
Judge.

APPENDIX F.

WARRANT FOR DELIVERY OF PROPERTY.

Plaintiff,

[Here enter name, designation, and residence]

versus

Defendant.

[Ditto ditto.]

To the Nazir of the Court of

Whereas C. D. was directed by a decree of this Court, dated the 185 , to deliver a certain horse to A. B., and to pay the sum of Company's Rupees on account of costs of suit; or if the delivery of the said horse cannot be had, to pay the sum of Company's Rupees as an alternative, together with the said costs. These are therefore to command you to cause the said horse to be delivered to A. B. and to levy from C. D. the said sum of Co.'s Rs. for costs of suit, and Co.'s Rs. for costs of executing this process; or if the horse cannot be delivered, to levy from C. D., at the instance of A. B., the said sum of Co.'s Rs. awarded as an alternative, together with the said costs of suit, and costs of execution, amounting to Co.'s Rs. , by distress and sale of such moveable property of the said C. D. as shall be described in the list to be furnished to you by the decree-holder or his agent, under his signature, and shall be pointed out to you by him or his agent; and you are hereby ordered and directed to distrain such property of the said C. D., and to

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ৩ জুলাই।]

অমুক তারিখের ডিক্রীক্রমে অমুককে জুকুম হইয়াছিল যে সে অমুককে এত টাকা এবং এই টাকা দিবার তারিখপর্যন্ত মালিয়ানা শতকরা এত টাকার হিসাবে মুদ, তাহা অমুক তারিখপর্যন্ত এত টাকা হইবে, এবং মোকদ্দমার খরচার বাবৎ এত টাকা সর্বমুদ্র কোম্পানির এত টাকা দেয়, এবং যেহেতুক উক্ত অমুক এই টাকা দেয় নাই, অতএব ইহার দ্বারা তোমার প্রতি আজ্ঞা হইতেছে যে নীচের লিখিত ফরদমতে ডিক্রীদার কিয়া তাহার মোস্তার উক্ত অমুকের যে অস্থাবর সম্পত্তি তোমাকে দেখাইয়া দিবেক তাহা ক্রোক ও নীলাম করণের দ্বারা উক্ত কোং এত টাকা এবং এই পরওয়ানা জারীকরণের খরচের বাবৎ কোম্পানির এত টাকা আদায় কর। আরো ইহার দ্বারা তোমাকে জুকুম ও আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত কোম্পানির যে এত টাকার বাবৎ এই ক্রোক হইবেক তাহা এবং ক্রোককরা সম্পত্তি লওনের ও রাখণের উপযুক্ত খরচ পূর্বে না দেওয়া গেলে তুমি উক্ত অমুকের এই সম্পত্তি ক্রোক করিয়া [এ সম্পত্তি লওনের তারিখের পর ছয় দিনের কম না হয়] এত দিনের মধ্যে তাহা নীলাম করিয়া হস্তান্তর কর। আরো তোমাকে ইহার দ্বারা আজ্ঞা হইতেছে যে এই পরওয়ানাক্রমে তুমি বাহা কর তাহা সার্টিফিকেট লিখিয়া আমাকে জানাও ইতি।

অমুক মাসের অমুক মাসের এই অমুক তারিখে অমুক স্থানে আমার দস্তখতে ও আদালতের মোহরে দেওয়া যায়।

শ্রী অমুক। বিচারকর্তা।

F চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

সম্পত্তি দিবার পরওয়ানা।

ফরিয়াদী।

[এই স্থলে তাহার নাম ও খ্যাতি ও বাসস্থান লিখিতে হইবেক।]

আমাদী।

[এ এ।]

অমুক আদালতের নাজির প্রতি আগে।

যেহেতুক এই আদালতের অমুক মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখের ডিক্রীক্রমে অমুককে জুকুম হইয়াছিল যে সে অমুককে বিশেষ ঘোড়া দেয় ও এই মোকদ্দমার খরচার বাবৎ কোম্পানির এত টাকা দেয়, অথবা যদি উক্ত ঘোড়া দেওয়া যাইতে না পারে তবে তাহার পরিবর্তে কোম্পানির এত টাকা ও উক্ত খরচার টাকা দেয়। অতএব ইহার দ্বারা তোমার প্রতি আজ্ঞা হইতেছে যে তুমি উক্ত ঘোড়া উক্ত অমুকের নিকটে দাখিল করিয়া দেও, আর উক্ত অমুকের স্থানে মোকদ্দমার খরচার বাবৎ কোম্পানির উক্ত এত টাকা আর এই পরওয়ানা জারী করিবার খরচের বাবৎ কোম্পানির এত টাকা আদায় কর। অথবা যদি এই ঘোড়া দেওয়া যাইতে না পারে তবে ডিক্রীদার কিয়া তাহার উকীল আপনাদর দস্তখতকরা যে ফরদ তোমাকে দিবেক সেই ফরদমতে উক্ত অমুকের যে অস্থাবর সম্পত্তি নির্দিষ্ট থাকে ও সেই ডিক্রীদার কি তাহার মোস্তারের দ্বারা তোমাকে দেখাইয়া দেওয়া যাইবেক সেই সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করণের দ্বারা এই ঘোড়ার পরিবর্তে কোম্পানির উক্ত যে এত টাকা দিবার জুকুম হইয়াছে তাহা অমুকের প্রার্থনামতে, উক্ত মোকদ্দমার খরচা এবং পরওয়ানা জারীর খরচাসমেত সর্বমুদ্র এত টাকা অমুকের স্থানে আদায় কর। আরো ইহার দ্বারা তোমাকে জুকুম ও আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত কোম্পানির যে এত টাকার বাবৎ এই ক্রোক হইবেক

sell and dispose of the same within [not being less than six days from the day the property was taken] unless the sum of Co.'s Rs. for which such distress shall be made, together with the reasonable charges of taking and keeping such distress, shall be sooner paid; and you are hereby commanded to certify to me what you shall do by virtue of this warrant.

Given under my hand and the seal of the Court at this day of 185 .
(Signed) J.,
Judge.

APPENDIX G.

FORM OF SECURITY BOND FOR PAYMENT OF THE AMOUNT OF DECREE BY JUDGMENT DEBTOR.

Plaintiff,

[Here enter name, designation, and residence]

versus

Defendant.

[Ditto ditto.]

Whereas was directed by a decree of this Court, under date to pay to the sum of , and Rupees for costs of suit, amounting in all to Company's Rupees , and whereas the said has failed to pay the same, I have voluntarily become security for the payment of the above sum to the said in full, or by instalments [if to be paid in full, state date of payment—if by instalments, specify the number of instalments, and the date on which each instalment becomes due;] and I do hereby agree, on behalf of myself, my heirs, and representatives, to perform the conditions of this bond, and that, if any default shall happen in the fulfilment of the conditions contained in this bond, the judgment creditor may proceed without a fresh action to sue out execution against me upon this bond under the rules of this Act, in like manner as if a decree had been passed against me upon this bond.

Dated the day of
(Signed)

Security.

Signed, dated, and delivered in the presence of—(Names and residence of Witnesses.)

W. MORGAN,
Clerk of the Council.

CIRCULAR ORDERS OF THE ACCOUNTANT GENERAL.

No. 866.

To the Collectors of Land Revenue, Lower Provinces.

In continuation of Circular No. 845 of the 12th September, 1854, I have the honour to request that from the 1st of May next you will be good enough to number the Bills issued from your trea-

[Government Gazette, 3rd July, 1855.]

তাহা এবং ক্রোককরা সম্পত্তি লওনের ও রাখণের উপ-
যুক্ত খরচ পূর্বে না দেওয়া গেলে তুমি উক্ত অমুকের এই
সম্পত্তি ক্রোক করিয়া [এ সম্পত্তি লওনের তারিখের পর
ছয় দিনের কম না হয়] এত দিনের মধ্যে তাহা নীলাম
করিয়া হস্তান্তর কর। আরো তোমাকে ইহার দ্বারা
আজ্ঞা হইতেছে যে এই পরওয়ানাক্রমে তুমি যাচা কর
তাহা নটিফিকট লিখিয়া আমাকে জানাও ইতি।

অমুক মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক
স্থানে আমার দস্তখতে ও আদালতের মোহরে দেওয়া
যায়।

শ্রী অমুক বিচারকর্ষ।

G চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

ডিক্রীমতের খাতকের ডিক্রীর লিখিত টাকা দিবার
বিষয়ি জামিনী নামার পাঠ।

ফরিয়াদী।

[এই স্থলে তাহার নাম ও খ্যাতি ও বাসস্থান লিখিতে
হইবেক।]

আসামী।

[এ এ।]

যেহেতুক এই আদালতের অমুক তারিখের ডিক্রীক্রমে
অমুককে জুকুম হইয়াছিল যে অমুককে এত টাকা এবং
মোকদ্দমার খরচার বাবৎ এত টাকা সর্বমুখ্য কোম্পানির
এত টাকা দেয়, এবং যেহেতুক উক্ত অমুক এ টাকা দেয়
নাই, অতএব আমি অমুক উক্ত অমুককে এ টাকা একে-
বারে অথবা কিস্তীক্রমে দিবার জন্যে স্বেচ্ছামতে জামিন
হইলাম। [যদি এ টাকা একেবারে দিতে হইবেক তবে
তাহা দিবার তারিখ লেখ। যদি কিস্তীবন্দী করিয়া দিতে
হইবেক তবে কত কিস্তী এবং প্রত্যেক কিস্তীর টাকা যে
তারিখে দেনা পড়িবেক তাহা বিশেষ করিয়া লেখ।] এবং
আমি আপনাদের নিমিত্তে এবং আমার উত্তরাধিকারী ও
স্থলাভিষিক্তদের নিমিত্তে ইহার দ্বারা এই করার করি-
তেছি যে আমি এই জামিনীনামার নিয়ম পালন করিব
এবং যদি এই জামিনীনামার লিখিত নিয়ম পালনের
বিষয়ে কোন ত্রুটি হয় তবে এই জামিনীনামাক্রমে আমার
বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে ডিক্রীপ্রাপ্ত মহাজন যেরূপ করিতে
পারিত সেইরূপে এই মহাজন নূতন নালিশ না করিয়া
এই আইনের বিধানমতে এই জামিনীনামাক্রমে আমার
নামে ডিক্রীজারীর জুকুম হইবার দরখাস্ত করিতে পারি-
বেক।

অমুক মাসের অমুক তারিখ।

শ্রী অমুক জামিন।

আমাদের সাক্ষাতে দস্তখত করা যায় ও তারিখ লেখা
যায় ও দেওয়া যায়। (সাক্ষিরদের নাম ও বাসস্থান।)

ডবলিউ মর্গান।

কোল্ডেলের ক্লার্ক।

JOHN ROBINSON, Bengalee Translator.

আক্টোবের্ট জেনরল সাহেবের সরকুলার অর্ডার।

৮৬৬ নম্বর।

বাল্লাপ্রভৃতি দেশের জমির রাজস্বের জিন্দ
তালেক্টর সাহেব বরাবরেন।

১৮৫৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তারিখের ৮৪৫ নম্বরের
সরকুলারের অতিরিক্ত তোমাকে আদেশ করিতেছি, যে
আগামী যে মাসের ১ তারিখঅবধি তোমার খাজান-
খানাহইতে যে সকল ছদ্দী জারী কর, তাহাতে প্রতিবৎস-

sure in a double series of consecutive numbers thus beginning with 1st May and ending with 30th April of each year, the upper number denoting a general series, according to which all the Bills issued, are to be numbered, and the lower a particular series, as at present for each treasury drawn upon.

2. A double column may be provided for the two numbers in the usual, separate Bill Register of each district, while the check-margins (carefully bound up after convenient intervals,) will constitute a General Index or Register of all your bill transactions.

(Signed) E. F. HARRISON,

Asstt. Acctt. to the Govt. of Bengal.

Fort William, the 7th April, 1855.

No. 867.

To the Collectors of Land Revenue, Lower Provinces.

With reference to Circular of this Office, No. 826, dated 29th April last, and in modification of the instructions which have been issued to some Collectors regarding the preparation of the Quarterly Settlement Statements, rendered to this Department, I have the honor to forward, a revised form of Statement, which will supersede that which accompanied, the Circular referred to, and to inform you that Settlements should be entered in the return relating to the Quarter in which your order is passed, either confirming the Settlement under the 7th Rule of Practice, or reporting it for the confirmation of the Commissioner. The date of your order, either of confirmation or of report should be entered in the column provided for this purpose and when the new Jummas, are entered in the Annual Comparative Statement of Demand, the above dates should be cited in support of the entries. The Quarterly Statement should be submitted in the revised form from the present Quarter.

2nd. I may observe that the Quarterly Statement of Settlements confirmed, prescribed by Circular 650, dated 29th November, 1842, which is still received from some offices, is no longer required.

(Signed) E. F. HARRISON,

Asstt. Acctt. to the Govt. of Bengal.

Fort William, Accountant's Office,

Revenue Department, /

The 14th April, 1855.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ৩ জুলাই।]

১০ মে তারিখ অবধি ৩০ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত এক-দিক্রমে দুই শ্রেণীর নম্বর এই প্রকারে দেওয়া যাইবে। উপরের অঙ্কেতে, জারীকরা সকল ছড়ীর যে শ্রেণীতে নম্বর করা যাইবেক এমত সাধারণ শ্রেণী জানাইবেক। আর নীচের অঙ্কেতে, এইজন্যকার মতে একই খাজানা-খানার উপর দেওয়া ছড়ীর বিশেষ শ্রেণী জানাইবেক।

২। এই দুই নম্বর লিখিবার নিমিত্তে, প্রত্যেক জিলার যে স্বতন্ত্র বিলের রেজিষ্টার আছে তাহাতে দ্বিগুণ ঘর করা যাইতে পারে। আর ছড়ীর ইশিয়ার উপযুক্ত সময়স্বর সাবধানমতে জেলদ করা গেলে, তাহা ছড়ীর দ্বারা তোমার দেওয়া সকল টাকার এক সাধারণ নির্ঘণ্ট কি রেজিষ্টার হইবেক।

ই এক হারিসন।

বঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের আসিষ্ট্যান্ট

আকেকৌণ্টেন্ট।

ফোর্ট উলিয়াম। ১৮৫৫ সাল ৭ এপ্রিল।

৮৬৭ নম্বর।

বঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ভূমির রাজস্বের জীযুত কালেক্টর সাহেবের বরাবরেবু।

এই দফতরখানার গত এপ্রিল মাসের ২২ তারিখের ৮২৬ নম্বরের সরকারি পত্রের উপলক্ষে, আর বন্দোবস্তের যে তিন মাসের কৈফিয়ৎ এই সিরিশতায় দেওয়া যায় তাহা প্রস্তুত করিবার বিষয়ে, কোন কালেক্টর সাহেবের নিকটে যে উপদেশ জারী হইয়াছে তাহার মতাক্রমে, আমি কৈফিয়তের সংশোধিত এক নকশা পাঠাইতেছি। পূর্বোক্ত সরকারি পত্রের সঙ্গে যে নকশা দেওয়া গিয়াছিল তাহার পরিবর্তে এই নকশা ব্যবহার হইবেক। আরো তোমাকে জানাইতেছি যে, কার্য্য চলনের ৭ বিধি-মতে বন্দোবস্ত মঞ্জুর করণের, কিম্বা কমিস্যনর সাহেবের মঞ্জুর করণের নিমিত্তে রিপোর্ট করণের, তোমার জুকুম যে তিন মাসের মধ্যে করা যায়, সেই তিন মাসের সম্পর্কিত রিটার্নের মধ্যে এই বন্দোবস্তের কথা লেখা উচিত। মঞ্জুর করণের কিম্বা রিপোর্ট করণের, তোমার জুকুম যে তারিখে করা যায়, তাহা তারিখ লিখিবার নিরূপিত সরে লিখিতে হইবেক। আর নূতন জমা যখন দাঁড়ায় মোকাবিলার বার্ষিক কৈফিয়তে লেখা যায় তখন সেই লিখিত কথার প্রমাণে এই তারিখ উল্লেখ করা উচিত। সংশোধিত নকশামতে তিন মাসের কৈফিয়ৎ চলিত তিন মাস-অবধি দাখিল করিতে হয়।

২। আমার আরও বক্তব্য যে, ১৮৪২ সালের ২২ নবেম্বর তারিখের ৬৫০ নম্বরের সরকারি পত্রের নির্দিষ্ট মঞ্জুরকরা বন্দোবস্তের তিন মাসের যে কৈফিয়ৎ অদ্যাপি কোন দফতরখানাহইতে পাওয়া যায় তাহা পাঠাইবার আর প্রয়োজন নাই।

ই এক হারিসন।

বঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের আসিষ্ট্যান্ট

আকেকৌণ্টেন্ট।

ফোর্ট উলিয়াম।

আকেকৌণ্টেন্ট সাহেবের দফতরখানা।

রেবিনিউ ডিপার্টমেন্ট। ১৮৫৫ সাল ১৪ এপ্রিল।

Quarterly Statement of settlements in the District of					for the		Quarter of	
Mahal.	Pergunnah.	Term of new settlement.	Date from which the new settlement takes effect.	Date of order sanctioning former Jumma.	Jumma.		Date when the settlement was confirmed by Collector or reported for confirmation to Commissioner.	Particulars of the New Jumma when brought on the fix-Bukya Balance to the portion of the be added to the Towjee.
					Of former settlement.	Of settlements now made.		

A. B., Collector.

Zillah
Collector's Office,
The

অমৃত সালের অমৃত তিন মাসে অমৃত জিলার বন্দোবস্তের ইতিহাসিক ইকফিকার।

সহানি	পরগনা	নূতন বন্দোবস্তের মিয়াদ	যে তারিখে অবধি নূতন বন্দোবস্ত চলিবেক	পূর্বেকার জমার অনু- মতি দেওনের তত্ত্ব- যে তারিখে	জমা		যে তারিখে কালেক্টর মা- হেব বন্দোবস্ত মঞ্জুর করেন কি মঞ্জুর করণের নিমিত্তে ক- মিয়াম রমাহেবের নিকটে বি- পোর্ট করেন।	নূতন জমা যে সময়ে তোজীর স্থির আনা যায়	যে বক্তেরা বাজী ভৌ- জীতে যোগ করিতে হইবেক
					পূর্বেকার বন্দো- বস্তের	এইকরণ করা বন্দোবস্তের			

জিলা।
কালেক্টরী কাছারী।
সম তারিখ।

অমৃত। কালেক্টর

No. 1383.

FORT WILLIAM,
CIVIL AUDITOR'S OFFICE.

THE 12TH JUNE, 1855.

NOTIFICATION.

The Most Noble the Governor General in Council in the Financial Department, under date the 4th September, 1854, having decided, that the practice of this office with reference to the salaries of Uncovenanted Officers when transferred from one district to another in charging salaries only from the date of their joining, their new appointments, and not from the date of their relief from their old posts is wrong. All officers having to submit pay bills are hereby required to take special notice of this decision. The following instructions are given for their information and guidance.

When an Uncovenanted Officer quits a post, for one in another district, to which a higher salary is attached, the controlling officer of the new district shall draw the salary for the time between the quitting of the old office, and the joining of the new one, at the rate of the salary appertaining to the old office, but not for the full salary of the new appointment, until the officer transferred shall have actually joined his new office, when he shall draw for the full amount of his new salary.

W. P. PALMER, *Civil Auditor.*

NOTIFICATIONS.

ORDERS BY THE SUDDER DEWANNY
ADAWLUT.

APPOINTMENTS.

The 23d June, 1855.

Baboo Bhoirub Chunder Mitter, (who has obtained a Diploma) to be Moonsiff of Madargunge, Zillah Mymensing.

The 25th June, 1855.

Husmutoolah, (who has obtained a Diploma) to officiate as Moonsiff of Sundee, Zillah Chittagong, during the deputation of the incumbent, or until further orders.

C. T. BUCKLAND, *Register.*

[Government Gazette, 3rd July, 1855.] 3 O 2

১৩৮৩ নম্বর।

ফোর্ট উলিয়াম।

সিভিল অডিটর সাহেবের দস্তুরখানা।

১৮৫৫ সাল ১২ জুন।

বিজ্ঞাপন।

হজুর কোলেলে জীবিত মোফ্ট নোবল গবরনর জেনরল বাহাদুর ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেন্টে ১৮৫৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে নির್ದার্য করিয়াছেন যে, অচিহ্নিত কার্যকারকেরা এক জিলাহইতে অন্য জিলায় নিযুক্ত হইলে তাঁহাদের বেতনের বিষয়ে এই দস্তুরখানায় যে রীতি চলন আছে, অর্থাৎ তাঁহাদের পুরাতন পদ অন্য ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিবার তারিখ অবধি তাঁহাদের বেতনের হিসাব না ধরিয়া তাঁহাদের নূতন পদের কর্মে প্রবর্ত হইবার তারিখ অবধি তাঁহাদের বেতনের হিসাব করিবার যে রীতি তাহা অশুদ্ধ। অতএব মাহিয়ানার বিল যে সকল কার্যকারক সাহেবেরদের অর্পণ করিতে হয় তাঁহাদেরকে এই নির್ದারণের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবার আদেশ হইতেছে। তাঁহাদের বিজ্ঞাপনের ও কর্মের নিয়ম দর্শাইবার জন্য নীচের লিখিত উপদেশ দেওয়া যাইতেছে।

যখন অচিহ্নিত কার্যকারক এক পদ ত্যাগ করিয়া অন্য জিলাতে আরো উচ্চ বেতনের পদে নিযুক্ত হন, তখন ঐ নূতন জিলার কর্তৃককারি কার্যকারক সাহেব, ঐ অচিহ্নিত কার্যকারকের পুরাতন পদ ত্যাগ করিবার সময়াবধি নূতন পদের কর্মে প্রবর্ত না হইলে পর্য্যন্ত তাঁহার পুরাতন পদের বেতনের হিসাবমতে তাঁহার বেতন লইবেন। কিন্তু স্থানান্তরে নিযুক্ত সেই কার্যকারক আপন নূতন পদের কর্মে যে পর্য্যন্ত নিতান্ত প্রবর্ত না হন সেই পর্য্যন্ত ঐ নূতন পদের সম্পূর্ণ বেতন পাইবেন না। নূতন পদের কর্মে প্রবর্ত হইলে সেই পদের সম্পূর্ণ বেতন পাইবেন।

ডবলিউ পি পায়র।

সিভিল অডিটর।

বিজ্ঞাপন।

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৫ সাল ২৩ জুন।

যোগ্যতার পরপ্রাপ্ত জীবিত বাবু ভৈরবচন্দ্র মিত্র জিলা ময়মনসিংহের মাদারগঞ্জের মুন্সেফ হইবেন।

১৮৫৫ সাল ২৫ জুন।

জিলা চাটগাঁয়ের সম্বোধের মুন্সেফ সরকারী কর্মে অন্য স্থানে প্রেরিত হওয়াতে তাঁহার অনুপস্থান কি অন্য হুকুম না হইলে পর্য্যন্ত যোগ্যতার পরপ্রাপ্ত জীবিত হুমতুল্লাহ ঐ স্থানের মুন্সেফের কর্ম নির্যাহ করিবেন।

সি টি বকলাউ। রেজিষ্টার।

রাজকর্মে নিয়োগ।

১১০০ নম্বর।

বঙ্গলা দেশের জ্যেষ্ঠ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহে-
বের জুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৫ সাল ১২ জুন।

জ্যেষ্ঠ সি মাকি সাহেবের (Mr. C. Mackay,) অনু-
পস্থান কি অন্য জুকুম না হওনপর্যন্ত জ্যেষ্ঠ পণ্ডিত
জিনাথ বিদ্যাধাশীশ ফরিদপুরের প্রধান সদর আমিনের
কর্ম নিরূপণ করিবেন এবং এই জিলাতে মাজিস্ট্রেটের
সম্পূর্ণ ক্ষমতায় কার্য করিবেন।

জ্যেষ্ঠ বাবু নবীনকৃষ্ণ পালিত বাকরগঞ্জের প্রধান সদর
আমিনের কর্ম নিরূপণ করিবেন।

জ্যেষ্ঠ বাবু মধুসূদন ঘোষ বাকরগঞ্জের সদর আমি-
নের এবং এই জিলা সদর মোকামের মুনসেফের কর্ম
নিরূপণ করিবেন।

ছুটি।

১৮৫৫ সাল ১৬ জুন।

ফরিদপুরের প্রধান সদর আমিন জ্যেষ্ঠ সি মাকি সা-
হেব (Mr. C. Mackay,) দ্বীয় কর্মোপলক্ষে আগামি
মাসের ১৫ তারিখঅবধি আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ১৩
তারিখপর্যন্ত ছুটি পাইয়াছেন।

১৮৫৫ সাল ১৮ জুন।

চব্বিশপরগনার প্রধান সদর আমিন জ্যেষ্ঠ বাবু লোক-
নাথ বসু চিকিৎসকের সর্টিফিকেটক্রমে নয় মাসের ছুটি
পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৫ সাল ১৮ জুন।

জ্যেষ্ঠ পাদরি এচ তামস সাহেব (Reverend H.
Thomas,) বর্তমান মাসের ১৬ তারিখে “অরিবি” নামক
জাহাজে কেপহইতে রাজধানীতে প্রত্যাপন করিয়াছেন
এমত রিপোর্ট করেন। তাঁহাকে ১৮৫৩ সালের ৩০ জুন
তারিখে যে ছুটি দেওয়া যায় তাহার অবশিষ্ট কাল এই
১৬ তারিখঅবধি রহিত হইল।

জ্যেষ্ঠ সি জে মাকেন্সি সাহেব (Mr. C. J. Mac-
Kenzie,) জ্যেষ্ঠ অনবিল কোর্ট অফ ডেপুটি মাস-
হেবেরদেবকটক বঙ্গলা দেশের মিউনিসিপালিটি মিউনিসি-
পাল নিযুক্ত হইয়া “বেটিং” নামক বাষ্পীয় জাহাজে বর্ত-
মান মাসের ১৪ তারিখে রাজধানীতে পৌঁছিয়াছেন
এমত রিপোর্ট করেন।

১৮৫৫ সাল ১২ জুন।

জ্যেষ্ঠ পাদরি জে সি এম বেলিউ সাহেব (Reverend
J. C.M. Bellew,) গত মাসের ৫ তারিখে “হিন্দুস্থান”
নামক বাষ্পীয় জাহাজে ভারতবর্ষহইতে প্রস্থান করিয়া-
ছেন এমত রিপোর্ট করেন।

ডবলিউ গ্রে।

বঙ্গলা দেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

১১২৫ নম্বর।

বঙ্গলা দেশের জ্যেষ্ঠ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহে-
বের জুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৫ সাল ১২ জুন।

নীচের লিখিত সাহেবেরা নীচের লিখিত জিলাতে প্রদা-

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ৩ জুলাই।]

বার নৌকার দ্বারা প্রাপ্ত ফাজিল টাকা ব্যয় করণের কমি-
টির মেম্বর হইবেন।

ভাগলপুরে।

জ্যেষ্ঠ সি ই চাপমান সাহেব। (Mr. C. E. Chap-
man.)

জ্যেষ্ঠ সি এচ বার্নস সাহেব। (Mr. C. H. Barnes.)

জ্যেষ্ঠ আর লিমন্ড সাহেব। (Mr. R. Limond.)

জ্যেষ্ঠ টি গ্রান্ট সাহেব। (Mr. T. Grant.)

জ্যেষ্ঠ সৈয়দ জায়নুদ্দীন জমেন।

মুজেরে।

জ্যেষ্ঠ এ এ সুইন্টন সাহেব। (Mr. A. A. Swinton.)

জ্যেষ্ঠ ডবলিউ জে মনি সাহেব। (Mr. W. J. Mo-
ney.)জ্যেষ্ঠ ওয়াল্টার ব্রোন সাহেব। (Mr. Walter
Browne.)

জ্যেষ্ঠ টি জে ড্রিবার্গ সাহেব। (Mr. T. J. Driberg.)

ত্রিভুক্তে।

জ্যেষ্ঠ জেমস কক্স সাহেব। (Mr. James Cox.)

জ্যেষ্ঠ জুস্টিন ফিন্চ সাহেব। (Mr. Justin Finch.)

জ্যেষ্ঠ জ্যান গেল সাহেব। (Mr. John Gale.)

জ্যেষ্ঠ ডবলিউ আর ডেবিস সাহেব। (Mr. W. R.
Davies.)

পূরণিয়াতে।

জ্যেষ্ঠ জি লক সাহেব। (Mr. G. Loch.)

জ্যেষ্ঠ লেপ্টেনেন্ট এ ইম্পি সাহেব। (Lieutenant A.
Impey.)

জ্যেষ্ঠ এচ এস কেব সাহেব। (Mr. H. S. Cave.)

জ্যেষ্ঠ এ জে ফরবস সাহেব। (Mr. A. J. Forbes.)

জ্যেষ্ঠ এফ এ কিলুইক সাহেব। (Mr. F. A. Kill-
wick.)

জ্যেষ্ঠ টি মেলিস সাহেব। (Mr. T. Meliss.)

জ্যেষ্ঠ এম এস বেল সাহেব। (Mr. M. S. Bell.)

জ্যেষ্ঠ সি এম শিলিংফোর্ড সাহেব। (Mr. C. A. Shil-
lingford.)জ্যেষ্ঠ জে আর মসপ্রাট সাহেব। (Mr. J. R. Mus-
pratt.) ত্রিপুরার কালেক্টরের কর্ম নিরূপণ করিবেন।জ্যেষ্ঠ ডবলিউ এচ হেন্ডার্সন সাহেব। (Mr. W. H.
Henderson,) চাটিগাঁয়ের মাজিস্ট্রেটের কর্ম নিরূপণ
করিবেন।জ্যেষ্ঠ লর্ড এচ ইউ ব্রোন সাহেব। (Lord H. U.
Browne,) মঙ্গলপুর এলাকাখণ্ডের ভারপ্রাপ্ত হইবেন
এবং বাঁকুড়া জিলাতে জাইন্ট মাজিস্ট্রেটের ও ডেপুটি
কালেক্টরের ক্ষমতায় কার্য করিবেন।

১৮৫৫ সাল ২০ জুন।

জ্যেষ্ঠ বাবু হাবিরাম মজুমদার বড়ুয়া ঘোড়াঘাটের
সদর আমিন হইবেন।

১৮৫৫ সাল ২১ জুন।

জ্যেষ্ঠ বাবু কালীকান্ত রায় শরমুনসিংহের সদর
আমিন এবং এই জিলা সদর মোকামের মুনসেফ হই-
বেন।

চলিশপরগনার বসীরহাটের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু জগদ্বাথপ্রসাদ বাঁড়ুয়া প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

উপরের লিখিত দুই নিয়োগ বর্তমান মাসের ২ তারিখঅবধি চলন হইবেক।

শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ পালিতের অনুপস্থান কি অন্য ছকুম না হওনপর্যন্ত শ্রীযুত মৌলবী আনওয়ার আলী বাকরগঞ্জের সদর আমীনের কর্ম এবং ঐ জিলার সদর মোকামের মুনসেফের কর্ম নিরীহ করিবেন।

ডবলিউ গে।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

১১৬২ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের ছকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৫ সাল ৯ জুন।

নীচের লিখিত সাহেবেরা রঙ্গপুরে গুদারার নৌকার দ্বারা প্রাপ্ত ফাজিল টাকা ব্যয় করণের কমিটির মেম্বর হইবেন।

শ্রীযুত টি এ ডনো সাহেব। (Mr. T. A. Donough.)

„ জে এচ গুল্ডহাক সাহেব। („ J. H. Gouldhawke.)

„ এ ডি রেলিং সাহেব। („ A. D. Rehling.)

১৮৫৫ সাল ২০ জুন।

শ্রীযুত জে কে উলিয়ামস সাহেব (Mr. J. K. Williams.) নিমক চৌকীর আসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইবেন।

১৮৫৫ সাল ২১ জুন।

নীচের লিখিত মহাশয়েরা ছাপরাতে বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির মেম্বর হইবেন।

শ্রীযুত এচ সি ওএক সাহেব। (Mr. H. C. Wake.)

শ্রীযুত মৌলবী ওয়াহীউদ্দীন।

সারণের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত মিরজা মহম্মদ সাদিক প্রথম শ্রেণীর প্রধান সদর আমীন হইবেন।

শ্রীযুত মৌলবী মাজিউদ্দীন মহম্মদ ফরিদপুরের প্রধান সদর আমীন হইবেন। এবং ১৮২১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের নির্দিষ্ট বিশেষ ক্ষমতামতে কার্য করিবেন।

শ্রীযুত সি মাকি সাহেব (Mr. C. Mackay.) রঙ্গপুরের প্রধান সদর আমীন হইবেন এবং সেই জিলাতে মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতামতে কার্য করিবেন।

১৮৫৫ সাল ২২ জুন।

মাক্টার আট্টেণ্ট সাহেবের দ্বিতীয় আসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুত কাপ্তান টি হিল সাহেব (Captain T. Hill.) অন্য ছকুম না হওনপর্যন্ত ১৮৫৪ সালের অর্থাৎ খ্রীমতী মহারানী বিক্টোরিয়ার ১৭ ও ১৮ বৎসরের ১০৪ অধ্যায়ের সওদাগরেরদের জাহাজসম্পর্কীয় আইনানুসারে জাহাজের তদারকী কার্যের ও পরিমাণের তজবাবারকতা কার্য করিবেন।

জিলা নদীয়াতে পোলীসের তৃতীয় শ্রেণীর দারোগা শ্রীযুত রজনীকান্ত চাটুয়া গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১ তারিখঅবধি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

১৮৫৫ সাল ২৩ জুন।

শ্রীযুত এ সি বার্নার্ড সাহেব (Mr. A. C. Barnard.) চাকার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্ট্যান্ট হইবেন।

[Government Gazette, 3rd July, 1855.]

শ্রীযুত এ উইলসন সাহেব (Mr. A. Wilson.) মুরশিদাবাদের সিভিল চিকিৎসক হইবেন।

শ্রীযুত ডাক্তার আর্চর সাহেবের (Dr. Archer.) অনুপস্থান কি অন্য ছকুম না হওনপর্যন্ত শ্রীযুত ডবলিউ জে পামর সাহেব (Mr. W. J. Palmer.) নদীয়ার সিভিল আসিষ্ট্যান্ট চিকিৎসকের কর্ম নিরীহ করিবেন।

শ্রীযুত ডাক্তার এস জি চক্রবর্তী মেডিকাল কলেজের হাসপিটালে আসিষ্ট্যান্ট চিকিৎসক হইবেন।

নীচের লিখিত মহাশয়েরা কমিটার দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য নিরীহার্থ কমিটির মেম্বর হইবেন।

ত্রিপুরার শ্রীলক্ষ্মীকুমার মহারাজা।

শ্রীলক্ষ্মীকুমার রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর।

শ্রীলক্ষ্মীকুমার রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর।

শ্রীযুত এচ সি মেটকাফ সাহেব (Mr. H. C. Metcalfe.)

শ্রীযুত এচ রো সাহেব (Mr. H. Roe.)

শ্রীযুত ডবলিউ এফ কাম্পবেল সাহেব (Mr. W. F. Campbell.)

শ্রীযুত আর ই রনাল্ড সাহেব (Mr. R. E. Ronald.)

শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ আলী খাঁ।

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ বসু।

শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায়।

শ্রীযুত মুনশী নসিরউদ্দীন মহম্মদ।

১৮৫৫ সাল ২৫ জুন।

ছিলিটের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত এচ এস ডামসন সাহেব (Mr. H. S. Thompson.) ঐ জিলাতে মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

ডবলিউ গে।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

১১৭৭ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের ছকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৫ সাল ২৩ জুন।

১৮৩৩ সালের ৯ আইনমতের নীচের লিখিত ডেপুটি কালেক্টরেরা আগামি মাসের ১ তারিখঅবধি নীচের লিখিত জিলাতে নিযুক্ত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখুয্যা প্রথম অর্থাৎ উত্তর এলাকার রাজস্বসম্পর্কীয় জরিপী কার্যহইতে দ্বারগে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত ডবলিউ এচ রাইলাণ্ড সাহেব (Mr. W. H. Ryland.) দিনাজপুরহইতে প্রথম অর্থাৎ উত্তর এলাকার রাজস্বসম্পর্কীয় জরিপী কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত জে সি মাক্লোড সাহেব (Mr. J. C. Macleod.) বেহারহইতে দিনাজপুরে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত মৌলবী সালামউল্লাহ তৃতীয় অর্থাৎ পূর্ব এলাকার রাজস্বসম্পর্কীয় জরিপী কার্যহইতে বেহারে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডবলিউ গে।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

गवर्नमेण्ट् इन्स्टिट्यूट ।
आकिम ।

ইপ্তেহার দেওয়া হইতেছে যে সন ১৮৫৫ সাল তারিখ ২ জুলাই সোমবার পূর্বাঙ্কে দিবা এগার ঘণ্টার সময় মোকাম কলিকাতার এক্ষেত্রে যার সন ১৮৫৩। ৫৪ সালের পয়দায়শী আক্ষিমের মগুম নীলাম হইবেক এবং ঐ নীলামে ৪৪০ সিদ্দক আক্ষিম বিক্রয় হইবেক তাহান বিশেষ এই।

আক্ষিমের ইপ্তেহার।

৩০৪৫
১৩২৫
—
জমলা সিদ্দিক

২ দফা। এইক্ষেণে যে নীলামের ইশতেহার হইল তাহার সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ শরত সকল ধারানুসারে সন ১৮৫৪ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখের লিখিত ইশতেহারে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে এবং কলিকাতা ও এন্ট্রাচেঞ্জ গেজেট কাগজে ছাপা হইয়াছে তাহা দৃষ্টি করিলে অথবা রিবির্নিউ বোর্ডের দপ্তরখানায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৩ দফা। ডিপার্সিট অর্থও আয়ানও পেশগীর টাকা দাখিলের শেষ তারিখ এবং কিলিয়াবেল অর্থও কিস্মতের টাকা দিয়া আফিম খালাসের শেষ তারিখ মন ১৮৫৫ সালের ১৪ এবং ২৫ জুলাই এই দুই দিবস ক্রমশঃ স্থির করা গেল অতঃপর হালামী খরিদারান যে সকল প্রামিধরী নোট অর্থও তমদুক লিখিল দিয়া থাকেন তাহার খালাস করণার্থে সব-জেরের সাহেবের দক্ষতা তী ব্রেজুরি রুমিন অথবা পোল্যানির কাগজ কিয়া কোন রকম সরকারী মাতবরী দস্তাবেজাত যাযা আয়ানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকে তাহা মন ১৮৫৫ সালের ১৪ জুলাই শনিবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেক না এবং ঐ আফিমের নোট খালাসি সববে কিস্মতের পুরা টাকার দরগ কোন ব্রেজুরি রুমিন মন ১৮৫৫ সালের ২৫ জুলাই বধবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর লওয়া যাইবেক না।

৪ দফা। উপরের লিখিত নীলারের ইশতেহারের মেহদার আফিম সেওয়ায় ইয় সন নীচের লিখিত মেহদার সন ১৮৫৩। ৫৪ সালের বোহার ও বানারসের আফিম কিস্তিঃ কমী বা বেশী ইউক পচাঃ লিখিত তারিখে অথবা তাহার কিস্তিঃ অগ্রপচাঃ নীলায়ে ধরা মাইবেক আর যদিম্যাঃ কোন হেতুপ্রযুক্ত নীলাগের তারিখ বদল করার আবশ্যক হয় তবে মাহেবান বোর্ডের এক্সার খাফিল যে আবশ্যকমতে তাঃ লিখ বদল করিবেন ইতি।

সম ১৮-২৫ মালির ১০ আগস্ট	বেহারের	বানীরমের	জুয়না
১০ সেপ্টেম্বর	৩০৪৫	১৩১৫	৪৪৪০
১১ অক্টোবর	৩০৪৫	১৩১৫	৪৪৪০
১২ নবম্বর	৩০৪৫	১৩১৫	৪৪৪০
১০ ডিসেম্বর	৩০৫০	১৪২৯	৪৪১২
১৫২৩০	১০৫০	১০৫০	২২২৩০

বিশ্বাস্যিভব জুৰুয মাৰেবান আলিখান বোর্ড বিসিনিউ। কোৰ্ট উলিয়ম। সন ১৮৫৫ সাল তাৰিখ ২১ জুন।

এচ বি বেলি। একটিন্ং ছোট সেক্রেটারী।

CALCUTTA COLLECTORATE NOTICE.

1. Whereas under the orders of Government, No. 505 of the 4th April, 1855, communicated to this office, by the Commissioner of the Nuddea Division, Rule 8d of the Canal Demurrage Rules of the 22nd August, 1853, having been modified, the modified Rule is hereby published for the information of the Public.

Modified Rule.

2. "Boats undergoing repair in the Docks adjoining the Circular Canal or in such places, adjoining the Eastern Canal, as may be appointed by the Collector, shall while so undergoing repair, be charged at the rate of one-sixteenth of the Demurrage prescribed in Rule 2d."

3. To prevent any misconstruction of the modified Rule it is hereby explained, that in the case of a Boat of 1000 Maunds, the owner would pay 5 Rs. for admission into the Canal, and be allowed 9 days within which it must pass out, or pay Demurrage at the rate of Rs. 2-8 per diem. In the event of the Boat requiring repair and resort being had to the Dock for that purpose, the charge will be under the present Rule, 10 Annas per diem or Rs. 6½ for 10 days, but under the modification now sanctioned, it would be 2½ Annas per diem or Rs. 1-9 for the 10 days.

4. The local officer in charge of the Docks, will grant Admission Tickets to the Docks from the 1st August, 1855. The Tickets will be numbered in the Collector's Office. The first half will be cut off and given to the owner of the Vessel entering the Dock, and the second half or counterpart, with the Canal Ticket held by him, will be returned to the Collector's Office, where it will remain in deposit until the owner wishes to take his Boat out of the Dock. On the day before that date, he will apply to the local officer, who will obtain the return of the Canal Ticket, and having noted on its reverse the date of exit from the Dock, will return it to the owner or manager, taking back the first half of the Dock Ticket from him and sending it to this Office.

KYLAS CHUNDER DUTT, *Officiating Collector*

Calcutta, Collector's Office, the 22d June, 1855.

এক্সাহারনায়া কাছারি কালেক্টরি মোতালকে শহর কলিকাতা বৈঠক জিযুত বাবু কৈলাশচন্দ্র দত্ত
একটি কালেক্টর।

যেহেতু গবর্ণমেন্টের সন ১৮৫৫ সালের ৪ আপ্রিল তারিখের ৫০৫ নম্বরের অনুমতি যাহা নদীয়া ডিবিজানের জিলাজিযুত কমিস্যনার সাহেবের দ্বারা সমাগত হইল তাহাতে সন ১৮৫৩ সালের ২২ আগষ্ট তারিখের প্রকাশিত নিয়মের তিন নিয়ম সংশোধিত হওয়ার ঐ সংশোধিত নিয়ম মর্মে সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে নিম্নে লেখা গেল।

সংশোধিত নিয়ম।

নিয়ম ৩। ৩ সারকিউলর খালের সম্মুখে যে ডাক আছে তাহাতে এবং ইফ্টরখালে অর্থাৎ টালির নালার মধ্যে জিযুত কালেক্টর সাহেব যে স্থান চিহ্নিত করিয়া দিবেন তথায় নৌকা মেরামত হইতে পারিবেক ও মেরামতির নিমিত্তে ঐ স্থানে যত দিবস নৌকা থাকে তাহার গহিরি মাসুল দ্বিতীয় নিয়মের ১৬ অংশের একাংশ হিসাবে দিতে হইবেক ইতি।

উক্ত নিয়মের মর্ম এই যে এক হাজার মোনি নৌকা খালে প্রবর্ত কালীন ৫৯ টাকা মাসুল দিতে হয় ও নয় দিবস খালহইতে বাহির হওনের সময় পরে তাহার অন্যথা হইলে ফি দিবস ২১০ টাকা গহিরি দেয় যদ্যপি-স্যাং উক্ত নৌকা মেরামত করা প্রয়োজন হয় তবে একগকার দস্তরানুসারে রোজানা ১৮ দশ আনা হিসাবে ১০ দিনে ৬১০ টাকা গহিরি আদায় করে কিন্তু উপরের লিখিত সংশোধিত লুকমানুসারে রোজানা ৮১০ আনা হিসাবে দশ দিনে কেবল ১১৮ টাকা গহিরি আদায় করিতে হইবেক।

মফঃসলে যে আমলার জিম্মায় উক্ত ডাক থাকিবেক সে ব্যক্তি আগত ১ পয়লা আগষ্টহইতে ডাকে প্রবেশ করণের টিকিট প্রদান করিবেক সেই সকল টিকিট অত্র কাছারিহইতে নম্বর দিয়া উক্ত আমলার নিকট পাঠান যাইবেক টিকিটের প্রথম খণ্ড কাটিয়া নৌকার মালিককে দিবেক এবং তাহার নিকট খালের টোল টিকিট ফেরত লইয়া ডাকের টিকিটের বাকী অর্দ্ধেকাংশ সমেত অত্র কাছারিতে রোজ বরোজ পাঠাইয়া দিবেক এবং উক্ত খালের টোল টিকিট অত্র কাছারিতে আমানত থাকিবেক পরে ডাকহইতে নৌকা বাহির হওনের পূর্ব দিনে নৌকার মালিক কিয়া মাজির প্রার্থনামতে উপরের লিখিত আমলা এতদ্বারা করিয়া খালের টোল টিকিট যাহা এখানে আমানত ছিল তাহা ফেরত লইয়া তাহার পুটে ডাকহইতে নৌকা বাহির হওনের তারিখে লিখিয়া উক্ত টিকিট ফেরত দিবেক এবং তাহার নিকট ডাকের যে অর্দ্ধেকাংশ টিকিট ছিল তাহা ফেরত লইয়া পাঠাইবে ইতি ১৮৫৫ সাল তারিখ ২৩ জুন।

জিলাশচন্দ্র দত্ত একটি কালেক্টর।

বিজ্ঞাপন।

বিনীতিপুরঃসর নিবেদনঃ ইঙ্গরাজী প্রসিদ্ধ পুস্তকহইতে সংগ্রহপূর্বক গৌড়ীয় সাধু ভাষায় বাঙ্খীয় কলের পুরাতন ও নির্মাণ প্রকার ইত্যাদি এবং রেলওয়ের আদ্যোপান্ত উপাখ্যান ও তাহা যে২ স্থানের নিকট দিয়া চলি-
য়াছে সেই২ স্থানের বিবরণ। এবং হাওড়াঅধি রাণীগঞ্জপর্যন্তের মানচিত্র ও হাওড়াপ্রভৃতির ইষ্টেমেনের ও রেল-
ওয়ের পুল ও পৌজুয়া ইত্যাদি যে সমস্ত মসজিদ মন্দির অটালিকাদি আছে তাহার প্রতিরূপ। হাওড়াঅধি অপ-
রাপর ইষ্টেমেনের দুরাদূরত্ব ও ভাড়া এবং বাঙ্খীয় শকটে গমনাগমনের সময় ও ঐ গাড়িতে যে সকল দ্রব্যাদি চলি-
বেক তাহার প্রকার ও ভাড়ার বিবরণপ্রকাশক বাঙ্খীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়েনামক পুস্তক ন্যূনাধিক ৩০০
পৃষ্ঠায় উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে জীরামপুর তমোহর যন্ত্রে প্রকাশ হইতেছে মহাশয়গণ স্বঃ গুণগ্রামে গ্রন্থকারের উৎ-
সাহবর্জনে ও পরিশ্রম সাফল্যার্থ গ্রাহকজ্ঞেয়ীতে স্বঃ নাম লিখিয়া চরিতার্থ করুন ইতি।

পুস্তকের মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ১৥০ টাকা তন্নিম্নের পক্ষে ২৥ টাকা নির্দ্ধার্য হইয়াছে। গ্রাহক মহাশয়েরা
উক্ত যন্ত্রালয়ে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

যন্ত্রাধ্যক্ষের নিবেদন।

বিজ্ঞাপন।

আমি ইহার দ্বারা সর্ব সাধারণ খোরাজ ও লাখেরাজের দখলকারগণকে বিশেষতঃ কালাচাঁদ ঘোষ ও দুর্গা-
চরণ মল্লিকগণেরহ প্রজাদিগকে জানাইতেছি যে আমার জমিদারী পঃ উথড়ার ডিঃ দিঘলগ্রামের অন্তর্গত খড়ু মৌ-
জার একজাই জরীপ সমাপন হইয়াছে যদি কোন লাখেরাজদারের লাখেরাজ জমী মালের শামিল কিম্বা এক প্রজার
জমী অন্য প্রজার নামে কিম্বা যে জমী বাহার যোত দখল নহে তাহার নামে জরীপ হইয়া থাকে অথবা জমীর রকমের
কোন ফেরফার হইয়া থাকে কিম্বা জমীর পরিমাণের কমিবেশী হইয়া থাকে তবে আমার নাএবের নিকট ১৫ দিবস
মধ্যে জানাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার পরতাল জরীপ ও তদন্ত করিয়া দ্রুত হইবেক যদি উক্ত নিয়ম মধ্যে কেহ কোন
আপত্তি না জানায় তবে তাহার কোন ওজর কোন স্থানে গ্রাহ্যযোগ্য হইবেক না এবং ঐ নিয়ম গতে খতিয়ান ও নি-
রিখ সুরত জমাবন্দী আমলে আমিবেক।

শ্রী রাধানাথ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার ডিঃ দিঘলগ্রাম।

বিজ্ঞাপন।

মহারাজাধিরাজ জগৎইন্দ্র ৮ বনওয়ারীলাল রায় বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ জেলা হুগলীর অন্তঃপাতি
শহর চুঁচুড়ানিবাসী ৮ রামতনু রায়ের জ্যেষ্ঠাপত্য শ্রী সৃষ্টিধর রায়, ক্রিয়াকাল মধ্যে, আত্মক ও পারশ্য, ও উদ্ভূ ও
নেহনাগর বিদ্যা এবং বঙ্গভাষা, ও তন্মধ্যে সাধু ভাষা, ও পদ্য, ও গদ্য ও কোমল সংস্কৃত, ইত্যাদি বিদ্যায়, সুবিজ্ঞ
হইয়া মহামান্য শ্রীলক্ষ্মীবুদ্ধ ভারতবর্ষীয় গবর্নর জেনারেল বাহাদুরের কৃত আইন, ইত্যাদি অভ্যাস করিয়া ইংরাজী
বিদ্যায় সুপণ্ডিত হওনান্ধিলাবে অদ্যাবধি অধ্যয়ন করিতেছেন ইতি।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ৩ জুলাই।]

জীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জে সি মরে সাহেবকর্তৃক মুদ্রিত হইল।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, JULY 10, 1855.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৫৫ সাল ১০ জুলাই।

A C T.

LEGISLATIVE COUNCIL.

THE 30TH JUNE, 1855.

THE following Act, passed by the Legislative Council, received the assent of the Most Noble the Governor General of India on the 6th June, 1855, (communicated to the Legislative Council on the 30th June, 1855,) and is hereby promulgated for general information:—

Act No. XVIII. of 1855.

An Act to remove doubts relating to the power to grant Pardons and Reprieves and Remissions of Punishments in India.

[Preamble.]

WHEREAS doubts have arisen as to the power of the several Executive Governments in India to remit punishments awarded by Her Majesty's Supreme Courts of Judicature, and it is desirable that all doubts respecting the power to pardon or reprieve or grant remissions of punishment should be removed; It is declared and enacted as follows: (The sanction of Her Majesty to the passing of this Act having been previously obtained and signified in pursuance of an Act passed in the 17th year of the reign of Her said Majesty, entitled "An Act to provide for the Government of India.")

[Executive Government of a Presidency declared to have power to grant pardons for offences committed therein. Or to remit punishment awarded by Supreme Court of Judicature or any other Court, &c., in respect of such offences.]

I. The person or persons for the time being authorized to administer the Supreme Executive Government in any Presidency or place within the Territories in the possession and under the

[Government Gazette, 10th July, 1855.] 3 P

আইন।

ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৫ সাল ৩০ জুন।

ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের জারীকরা নীচের লিখিত আইনের বিষয়ে ভারতবর্ষের জীবিত মোক্ট নোবল গবর্নর জেনরল বাহাদুর ইঙ্গরেজী ১৮৫৫ সালের ৫ জুন তারিখে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করেন (সেই সম্মতি ইঙ্গরেজী ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন তারিখে ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে জ্ঞাত করা যায়) ও সেই আইন সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে ইহাতে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৫ সাল ১৮ আইন।

ভারতবর্ষের মধ্যে ক্ষমা করণের ও প্রাণদণ্ড ক্ষমা করণের ও দণ্ড রহিত করণের ক্ষমতার বিষয়ি সন্দেহ ভঞ্জনর আইন।

[হেতুবাদ।]

যেহেতুক জিজীমতী মহারানীর সুপ্রিম কোর্ট যে দণ্ডের আজ্ঞা করেন তাহা ক্ষমা করিতে ভারতবর্ষে নানা গবর্ণমেন্টের কার্যকর্ত্তা সাহেবেরদের ক্ষমতার বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে, আর ক্ষমা করণের কিম্বা প্রাণদণ্ড ক্ষমা করণের কিম্বা দণ্ড রহিত করণের ক্ষমতার বিষয়ের সকল সন্দেহ ভঞ্জন করা উচিত, অতএব নীচের লিখিতমতে আজ্ঞা ও বিধান হইল। ("ভারতবর্ষের কর্ত্ত্বের বিষয়ি বিধান করিবার আইন" নামে খ্যাত জিজীমতী মহারানীর মণ্ডন বংশের জারীকরা আইনানুসারে, এই আইন জারী হওনের বিষয়ে জিজীমতী মহারানীর অনুমতি পূর্বে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ও জ্ঞাত করা গিয়াছে।)

[রাজধানীর গবর্ণমেন্টের কার্যকর্ত্তা সাহেবেরা সেই রাজধানীর মধ্যে করা অপরাধ ক্ষমা করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন। কিম্বা সেই প্রকার অপরাধের জন্যে সুপ্রিম কোর্টের কিম্বা অন্য কোন কোর্টপ্রভৃতির জজমকরা দণ্ড রহিত করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন।

১ ধারা। কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত ও শাসিত দেশের অন্তঃপাতি কোন রাজধানীতে কি স্থানে যে ব্যক্তি কি ব্যক্তির যে সময়ে গবর্ণমেন্টের অত্যুচ্চ কার্য্য সম্পাদন করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তিনি কি তাঁহার, সেই রাজ-

Government of the East India Company have power to grant pardons and reprieves in respect of any crime or offence committed within such Presidency or place, or to remit the whole or any part of the punishment awarded in respect of any such crime or offence, whether the same be awarded by any of Her Majesty's Supreme Courts of Judicature or by any other Court or Officer exercising jurisdiction within the said Territories.

[Act not to affect the provisions of the Statutes empowering the Governor General in Council to limit the authority of Lieutenant-Governors, &c. The power of granting pardons, &c., may be exercised by the Governor General in Council, so far as it is excepted from the authority of Lieutenant-Governors, &c.]

II. Nothing in this Act shall be construed to interfere with the provisions contained in the Statutes of the Imperial Parliament 16 and 17 Vic. c. 95 and 17 and 18 Vic. c. 77, or any other Statute, which empower the Governor General of India in Council, with the sanction therein mentioned, to limit the extent of the authority of the Lieutenant-Governors and other persons therein named; and in every such case, the aforesaid power of granting pardons and reprieves and remissions of punishment in case, and so far as the same may be excepted from the authority of the said Lieutenant-Governors or other persons, may be exercised by the Governor General of India in Council.

[Act not to interfere with the prerogative of the Crown to grant pardons.]

III. Nothing in this Act shall be construed to interfere with the undoubted right of Her Majesty to grant pardons or reprieves or remissions of punishment in any of the cases above-mentioned.

W. MORGAN,
Clerk of the Council.

DRAFT OF ACT.

LEGISLATIVE COUNCIL.

THE 23RD JUNE, 1855.

THE following Bill was read a second time in the Legislative Council on the 23rd June, 1855, and referred to a Select Committee, who are to report thereon after the 27th of August next:—

A Bill to empower Officers of the Customs and Revenue Departments to search manufactories and houses for contraband Salt in the North-Western Provinces.

[Preamble.]

WHEREAS the existing laws do not empower Officers of the Customs or Revenue Department

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ১০ জুলাই।]

ধানীর কি স্থানের মধ্যে যে কোন অপরাধ কি দোষ করা যায় তাহা ক্ষমা করিতে ও তদ্বিষয়ে প্রাণদণ্ড ক্ষমা করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন, কিম্বা সেই প্রকার কোন অপরাধ কি দোষহেতুক খ্রীষ্টীয়তী মহারানীর কোন সুপ্রিম কোর্ট কিম্বা উক্ত দেশের মধ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন আদালত কিম্বা কার্যকারক যে দণ্ডের আজ্ঞা করেন তাহা সম্পূর্ণরূপে কিম্বা তাহার কোন অংশ রহিত করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন ইতি।

[লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবপ্রভৃতির ক্ষমতা নিরূপণ করিতে যে রাজকীয় ব্যবস্থামতে হজুর কোন্সেলে জীবুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের প্রতি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় তাহার কিছু হাসবুদ্দি এই আইনেতে হইবেক না। ক্ষমতাপ্রাপ্তি করিবার ক্ষমতা লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবপ্রভৃতির ক্ষমতার মধ্যে যেপর্যন্ত না থাকে সেইপর্যন্ত হজুর কোন্সেলে জীবুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর সেই ক্ষমতামতে কার্য করিতে পারিবেন।]

২ ধারা। খ্রীষ্টীয়তী মহারানী বিকটোরিয়ার ১৬ ও ১৭ বৎসরের ২৫ অধ্যায়ের ও খ্রীষ্টীয়তী মহারানী বিকটোরিয়ার ১৭ ও ১৮ বৎসরের ৭৭ অধ্যায়ের রাজকীয় পারলিমেন্টের যে ব্যবস্থামতে, কি অন্য যে কোন ব্যবস্থামতে, হজুর কোন্সেলে ভারতবর্ষের জীবুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর, ঐ ব্যবস্থার লিখিত অনুমতিক্রমে, লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবেরদের এবং ঐ ব্যবস্থার লিখিত অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষমতার সীমা নিরূপণ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন, সেই ব্যবস্থার লিখিত বিধানের হাসবুদ্দি এই আইনের দ্বারা হয়, এই আইনের কোন কথাই এমত অর্থ করিতে হইবেক না। আর এইমত প্রত্যেক স্থলে ক্ষমা করণের ও প্রাণদণ্ডক্ষমা করণের ও দণ্ড রহিত করণের পূর্বোক্ত ক্ষমতা যদি ও যেপর্যন্ত উক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবেরদের কি অন্য ব্যক্তিরদের ক্ষমতার মধ্যে না থাকে তবে ও সেইপর্যন্ত হজুর কোন্সেলে ভারতবর্ষের জীবুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর সেই ক্ষমতামতে কার্য করিতে পারিবেন ইতি।

[এই আইনেতে খ্রীষ্টীয়তী মহারানীর ক্ষমা করিবার ক্ষমতার হাসবুদ্দি হয় না।]

৩ ধারা। পূর্বোক্ত কোন অবস্থায় খ্রীষ্টীয়তী মহারানীর ক্ষমা করিবার কি প্রাণদণ্ড ক্ষমা করিবার কি দণ্ড রহিত করিবার যে নিশ্চয় ক্ষমতা আছে তাহার হাসবুদ্দি এই আইনেতে হয়, এই আইনের কোন কথাই এমত অর্থ করিতে হইবেক না ইতি।

ডবলিউ মর্গান।

কোন্সেলের ক্লার্ক।

JOHN ROBINSON, Bengalee Translator.

আইনের মূলবিদ্য।

ব্যবস্থাপক কোন্সেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৫ সাল ২৩ জুন।

আইনের নীচের লিখিত মূলবিদ্য। ইঙ্গরেজী ১৮৫৫ সালের ২৩ জুন তারিখে ব্যবস্থাপক কোন্সেলে দ্বিতীয়বার পাঠ করা যায় ও বিশেষ কমিটির প্রতি অর্পিত হয়। আগামি আগষ্ট মাসের ২৭ তারিখের পর তাহারদের তদ্বিষয়ের রিপোর্ট করিতে হইবেক।

উত্তর পশ্চিম দেশে হালিলের ও রাজস্বের সিরিশতার কার্যকারকদিগকে বিনানুমতির লবণের জন্যে খালসীর ও ঘরের তালাশী লইবার ক্ষমতা দিবার আইনের মূলবিদ্য।

[হেতুবাদ।]

যেহেতুক চলিত আইনেতে বাল্লার রাজধানীর অধীন উত্তর পশ্চিম দেশে, হালিলের কি রাজস্বের সিরিশতার

in the North-Western Provinces of the Presidency of Bengal to search manufactories and houses for Salt manufactured or stored contrary to the provisions of Act XIV. of 1843, and it is expedient to give them power to do so; It is enacted as follows:—

[Particulars to be recorded by Officer on receipt of information as to unlawful manufacture of Salt, &c.]

I. Whenever any Officer vested with powers to carry out the provisions of Act XIV. of 1843, not being under the grade of Naib Tehseeldar in the Revenue Department or of Assistant Patrol in the Customs' Department, receives credible information that within his jurisdiction Salt is unlawfully manufactured, or the Salt refuse obtained in the manufacture of Saltpetre is without the sanction of Government so purified and refined as to produce alimentary Salt, in any manufactory, dwelling-house, ware-house, or other place, or that Salt is unlawfully stored in any such place within the limits of Customs' jurisdiction as defined by the Government of the North-Western Provinces of the Presidency of Bengal under the provisions of Section III. of the aforesaid Act, he shall first record in writing the name, residence and calling of the informant, the locality and description of the house or place where he believes the Salt to be manufactured, produced, or stored, and the supposed quantity and description of such Salt, with the grounds for believing the same to be contraband, and the name of the owner or occupant of such house or place, or the name of the person for or by whom such Salt is manufactured, produced, or stored.

[Officer thereupon may summon Police and proceed to search a house for contraband Salt. Proviso.]

II. The said Officer, after recording the particulars aforesaid, may summon from the nearest Police Station a Police Officer, not being under the grade of a Jemadar, to attend him, and with such Police Officer and informant proceed to the said house or place, and in their presence search the same for contraband Salt; provided that such search be not made between sunset and sunrise.

[Officers may break open doors.]

III. The said Officers may break open the door or force an entry within the said house or place, if, upon requisition duly made, the door be not opened, or admission be refused, by the owner or occupant thereof.

[Rules regarding forcible entry. Proviso.]

IV. A forcible entry under the last preceding Section shall only be made by the Police Officer in accordance with the rules and precautions prescribed by Regulation XX. of 1817, by Section X. Regulation V. of 1800 (for the Benares province,) and by Section XIX. Regulation XXVIII. of

[Government Gazette, 10th July, 1855.] 3 P 2

কার্যকারকদিগকে, ১৮৪৩ সালের ১৪ আইনের বিধানের বিপরীতে প্রস্তুতকরা কি গোলাজাত লবণের জন্যে খালাসী ও ঘরের তালাশী লগ্নের ক্ষমতা দেওয়া যায় নাই, ও তাঁহারদিগকে সেই কর্ম করিবার ক্ষমতা দেওয়া বিহিত হইয়াছে, অতএব নীচের লিখিতমতে লবণ হইল।

[লবণ বেআইনীমতে প্রস্তুত করণপ্রভৃতির সম্বাদ কোন কার্যকারক পাইলে তিনি যে বেওরা রিকার্ড করিবেন।]

১ ধারা। রাজ্যের নিরিশ্চায় নায়েব তহসীলদারের, ও হাসিলের নিরিশ্চায় আলিফট রৌদগড়ীর শ্রেণী-হইতে নীচ শ্রেণীর কর্মকারক না হইয়া, ১৮৪৩ সালের ১৪ আইনের বিধান সফল করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্যকারক, যদি বিশ্বাসযোগ্য এই সম্বাদ পান যে, আপন এলাকার মধ্যে কোন খালীতে কি বসতবাটীতে কি প্রদামঘরে কিম্বা অন্য স্থানে লবণ বেআইনীমতে প্রস্তুত করা যাইতেছে, কিম্বা শোরা প্রস্তুত করণেতে লবণীয় যে গাদ পাওয়া যায় তাহা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি বিনা নির্মল ও পরিষ্কার করিয়া তাহাতে আহারীয় লবণ জ্ঞান যাইতেছে, অথবা উক্ত আইনের ৩ ধারার বিধানানুসারে বাঙ্গালী রাজধানীর অধীন উত্তর পশ্চিম দেশের গবর্ণমেণ্টে হাসিলের যে এলাকা নিগণ করিয়াছেন সেই এলাকার সীমাসরহদের মধ্যে সেই প্রকার কোন স্থানে লবণ বেআইনীমতে গোলাজাত করা গিয়াছে, তবে সেই কার্যকারক প্রথমে ঐ সম্বাদদায়ক ব্যক্তির নাম ও বাসস্থান ও ব্যবসায়াদি, ও লবণ যে ঘরে কি স্থানে প্রস্তুত হইতেছে কি জ্ঞান যাইতেছে কি গোলাজাত আছে জান করে সেই ঘর যে স্থানে আছে তাহা, ও সেই ঘরের কি স্থানের বেওরা, ও সেইরূপ লবণ যত ও যে প্রকারের আছে বোধ হয় তাহা, ও যে কারণে সেই লবণ বিনানুমতির লবণ জান করে তাহা, ও সেই ঘরের কি স্থানের মালিকের কি দখলকারের নাম, কিম্বা যাহার নিমিত্তে কি যাহার দ্বারা ঐ লবণ প্রস্তুত করা যায় কি জ্ঞান যায় কি গোলাজাত করা যায় সেই ব্যক্তির নাম রিকার্ড করিবেন ইতি।

[পরে ঐ কার্যকারক পোলীসকে ডাকিয়া বিনানুমতির লবণের জন্যে ঘরের তালাশী করিতে পারিবেন। বর্জিত বিধি।]

২ ধারা। উক্ত কার্যকারক পূর্বেক মকল বিবরণ রিকার্ড করিলে পর, অভিনিকট পোলীসের থানাহইতে, জমাদারের শ্রেণীর নীচের না হয় পোলীসের এমত এক জন আমলাকে আপনার সঙ্গে যাইবার নিমিত্তে ডাকিবেন, ও পোলীসের সেই আমলার ও ঐ সম্বাদদায়কের সঙ্গে উক্ত ঘরে কি স্থানে গিয়া তাহারদের গোচরে বিনানুমতির লবণের জন্যে ঐ স্থানের তালাশী লইবেন। কিন্তু সূর্য্য অস্ত হইবার পরে ও উদয় হইবার পূর্বে এরূপ তালাশী করিতে হইবেক না ইতি।

[কর্মকারকের দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারেন।]

৩ ধারা। উক্ত কর্মকারকেরা সেই ঘরের কি স্থানের মালিককে কি দখলকারকে উপযুক্তমতে দ্বার খুলিতে বলিলে সে যদি না খোলে, কি তাঁহারদিগকে প্রবেশ করিতে না দেয়, তবে ঐ কর্মকারকেরা দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবেন, কিম্বা জোর করিয়া প্রবেশ করিতে পারিবেন ইতি।

[জোর করিয়া প্রবেশ করিবার বিধি। বর্জিত বিধি।]

৪ ধারা। জোরের পরওয়ানা জারী করিবার জন্যে ঘরের দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিবার যে বিধি ও সতর্কতার নিয়ম ১৮১৭ সালের ২০ আইনে, ও বারানস দেশের নিমিত্তে ১৮০০ সালের ৫ আইনের ১০ ধারাতে, ও দত্ত ও জয়করা দেশের নিমিত্তে ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ১৯ ধারাতে নির্দিষ্ট হইয়াছে, কেবল সেই বিধি ও নিয়মানু-

1808 (for the Ceded and Conquered provinces) for breaking into a house for execution of process of distraint. Provided, however, that the responsibility for the act, and the determination whether to force an entry or not, shall rest with the Officer of the Customs or Revenue Department only.

[Penalty for Police Officer refusing or neglecting to attend or aid in search or seizure.]

V. Whoever, being a Police Officer summoned under Section II., fails to attend himself or to depute a subordinate Police Officer, not being below the grade of a Jemadar, to attend, or, after attending, refuses to aid in the search for, or seizure of, contraband Salt, or in any way wilfully frustrates the object of the search or seizure, shall, on conviction before a Magistrate, be liable, besides being dismissed from office, to a fine equal to the amount of fine that would have been leviable on the owners or holders of the Salt if it had been seized according to the information laid.

[Penalty for vexatious search and for giving false information.]

VI. Any Officer of the Revenue or Customs Department vested with power to carry into effect the provisions of this Act, who, under cover thereof, searches or causes to be searched any manufactory, dwelling-house, ware-house, or other place without reasonable grounds of suspicion that contraband Salt is there manufactured, produced, or stored, shall, upon conviction before the Magistrate within whose jurisdiction the offence may have been committed, be punished with fine not exceeding 500 rupees, which fine shall be paid over to the party aggrieved, and, in default of payment of such fine, with imprisonment not exceeding six months; and any person wilfully and maliciously giving false information and so causing a search to be made in any manufactory, dwelling-house, ware-house, or other place to the injury or vexation of the owners, occupants, or any other person or persons whatsoever, shall, on conviction before a Magistrate, be liable to the same penalties and also to imprisonment not exceeding two years with or without hard labor.

[Every case of search to be reported to superior Officers.]

VII. Every search under this Act, whether the result thereof be the seizure of contraband Salt or otherwise, shall be reported within 48 hours by the Officers of the Customs or Revenue and of the Police Departments who were present, to their respective official superiors.

[Penalty for wilful connivance at the illicit manufacture, &c. of Salt.]

VIII. Whoever wilfully connives at the illicit manufacture, production, or storing of Salt within any manufactory, dwelling-house, ware-house, or other place, shall, on conviction before a Magistrate be liable to a fine not exceeding 500 rupees,

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৫৫ । ১০ জুলাই।]

সারে পোলীসের আমলা পূর্বের লিখিত ৩ ধারানুসারে জোর করিয়া প্রবেশ করিতে পারিবেন। পরন্তু জানা কর্তব্য যে এই কার্যের বুকী, ও বলপূর্বক প্রবেশ করিতে হইবেক কি না, ইহা নিরূপিত করণের ভার, কেবল হাসিলের কিম্বা রাজস্বের নিরীক্ষার এই কর্মকারকের প্রতি থাকিবেন ইতি।

[পোলীসের আমলা সঙ্গে বাইতে কিম্বা তালাশী কি ক্রোক করণের সাহায্য করিতে অধীকার কি শৈথিল্য করিলে তাহার দণ্ড।]

৫ ধারা। ২ ধারানুসারে পোলীসের যে আমলাকে ডাকা যায়, সে যদি আপনি সঙ্গে না যায়, কিম্বা জমাদারের প্রার্থীর নীচের না হয় পোলীসের এমন কোন অধীন আমলাকে সঙ্গে বাইতে না পাঠায়, কিম্বা সঙ্গে গেলে পর বিনানুমতির লবণ তালাশ করিবার কি ক্রোক করিবার কর্মে সাহায্য না করে, কিম্বা তালাশ কি ক্রোক করিবার অভিপ্রায় কোন প্রকারে জানিয়াশুনিয়া ব্যর্থ করে, তাহার দোষ মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই আমলা কর্মহইতে তগীর হইবার যোগ্য হইবেক, ও তদন্ত উক্ত ময়াদানুসারে যদি লবণ ক্রোক হইত তবে সেই লবণের স্বামিরদের কি রকমেরদের স্থানে যত জরীমানা উদ্বল হইতে পারিত সেই আমলারও তদুল্য জরীমানা হইতে পারিবেন ইতি।

[ক্লেপ দিবার জন্য তালাশী লইবার ও মিথ্যা ময়াদ দিবার দণ্ড।]

৬ ধারা। রাজস্বের কি হাসিলের নিরীক্ষার যে কোন কর্মকারক এই আইনের বিধানমতে কার্য করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া, সেই ক্ষমতার জলে, কোন খালাতীতে কি বসতবাটীতে কি গুদামঘরে কি অন্য স্থানে বিনানুমতির লবণ প্রস্তুত হইতেছে কি জ্ঞান বাইতেছে কি গোলাজাত আছে এমন মনে করিবার উপরূক কারণ না থাকিলেও সেই খালাতীপ্রভৃতির তালাশী লন কি লওয়ান, সেই ব্যক্তির অপরাধ, যে মাজিস্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে হইয়াছে তাহার সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে, সেই ব্যক্তির ৫০০ টাকার অধিক না হয় এমন জরীমানা হইবেক। এই জরীমানার টাকা অন্যায়প্রস্তুত ব্যক্তিকে দেওয়া হইবেক। আর এই জরীমানার টাকা না মিলে তাহাকে ছয় মাসের অনধিক ঘিরাদে কয়েদ করা হইবেক। আর যে কোন ব্যক্তি জানিয়াশুনিয়া ও ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা ময়াদ দিয়া, কোন খালাতীর কি বসতবাটীর কি গুদামঘরের কি অন্য স্থানের তালাশী করায় ও তাহাতে মালিকেরদের কি দখলকারেরদের কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির কি ব্যক্তিরদের ক্ষতি কি ক্লেপ জন্মায়, সেই ব্যক্তির দোষ মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সে এই জরীমানার যোগ্য হইবেক ও দুই বৎসরের অনধিক ঘিরাদে কঠিন পরিশ্রম সহিত কি তাহা বিনা কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

[যতবার তালাশী হয় ততবার তাহার রিপোর্ট উপরিস্থ কার্যকারকেরদের নিকটে করিতে হইবেক।]

৭ ধারা। এই আইনানুসারে যতবার তালাশী হয়, তাহাতে বিনানুমতির লবণ ক্রোক হইলে কি না হইলেও, হাসিলের কি রাজস্বের যে কর্মকারকেরা ও পোলীসের যে আমলারা সেই সময়ে বর্তমান ছিলেন তাহারা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেই তালাশীর রিপোর্ট আপন২ উপরিস্থ কার্যকারকেরদের নিকটে করিবেন ইতি।

[লবণের বেআইনীমতে পোস্তানপ্রভৃতির বিষয় জানিয়াশুনিয়া চুপ করিয়া থাকেনের দণ্ড।]

৮ ধারা। যে কেহ কোন খালাতীতে কি বসতবাটীতে কি গুদামঘরে কি অন্য স্থানে লবণ বেআইনীমতে প্রস্তুত হইবার কি জন্মাইবার কি গোলাজাত করিবার বিষয় জানিয়াশুনিয়া চুপ করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তির দোষ মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সে ৫০০

and, in default of payment, to imprisonment not exceeding six months with or without hard labor.

W. MORGAN,
Clerk of the Council.

CIRCULAR ORDERS OF THE ACCOUNT- ANT GENERAL.

No. 868.

To the Collectors of Land Revenue, Lower Pro-
vinces.

It having been arranged that the payments hitherto made from the General Treasury and adjusted on the General Books under the head of "Court of Wards," on account of establishment entertained at the Office of the Board of Revenue, Lower Provinces, for checking the Accounts of Minor's Estates under the Court of Wards, should be adjusted to the debit of "Bills Payable of the Revenue Department" on the said Books, from the Current Official Year, I have the honor to request that on your being furnished by the Board with a Memorandum of the expense debitable to your district on the above account for the Current Year, you will have the goodness to credit the amount in question on recovery, to "Bills Payable" of the Revenue Department in your Treasury Account entering likewise under the same head all sums that may be hereafter recovered by you on similar account for subsequent years.

2d. Should there be any sums remaining unrealized on account of expense for previous years, you are requested to credit them to the head of "Court of Wards" as before.

(Signed) E. F. HARRISON,
Asstt. Acctt. to the Govt. of Bengal.
Fort William, Accountt.'s Office,
Revenue Department,
The 14th April, 1855.

No. 869.

To the Collectors of Land Revenue, Lower Pro-
vinces.

In order still further to facilitate the Check of bill transactions, I have the honor to request that you will have the goodness from 1st May, 1855, to furnish this Office with the undermentioned Registers, &c.

* Note.—This modifies Para. 5 of Circular No. 453 of 4th April, 1833, which directs, these sums being credited under the head "Court of Wards."

[Government Gazette, 10th July, 1855.]

টাকার অধিক না হয় এমন জরীমানার যোগ্য হইবেক। ও জরীমানার টাকা না দিলে ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে কঠিন পরিশ্রম সহিত কি তাহা বিনা করেন হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সিলের ক্লার্ক।

JOHN ROBINSON, Bengales Translator.

আকৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের সরকুলার অর্ডার।

৮৬৮ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ভূমির রাজস্বের জীবুত কালেক্টর সাহেব বরাবরেবু।

কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীন নাবালগেরদের ইস্টেটের হিসাব যোকাবিলা করিবার জন্যে, বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেভিনিউর দস্তুরখানায় যে সিরিশতা নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার বাবৎ যে সকল টাকা অন্যপরিষদ জেনরল ত্রেজুরীহইতে দেওয়া গিয়াছে, ও সাধারণ খাতায় "কোর্ট ওয়ার্ডস" এই শিরনামাতে লিখা হইয়াছে, সেই টাকা সরকারী চলিত বৎসরের আরম্ভঅবধি উক্ত খাতায় "রাজস্বের ডিপার্টমেন্টের দেওয়া ক্ষণী" এই শিরনামায় খরচ লিখিয়া লিখা হইয়াছে, এবং নিয়ম করা গিয়াছে। অতএব আদেশ করিতেছি যে, চলিত বৎসরের জন্যে উক্ত হিসাবের যত খরচ তোমার জিলার নামে লিখিতে হইবেক তাহার স্বরণার্থ লিপি বোর্ডের সাহেবেরা তোমার নিকটে পাঠাইলে, তুমি উক্ত টাকা আদায় করিলে, আপনার খাজানার খাতাবহীতে "রাজস্বের ডিপার্টমেন্টের দেয় * টাকা" এই শিরনামায় ঐ টাকা জমা কর। আর তৎপরে কোন বৎসরে তুমি সেই হিসাবে যে সকল টাকা আদায় কর তাহাও সেই শিরনামায় লেখ।

২। যদি পূর্বে বৎসরের খরচের বাবৎ কিছু টাকা আদায় না হইয়া থাকে, তবে তাহা তুমি পূর্বে "কোর্ট ওয়ার্ডস" এই শিরনামায় জমা কর।

ই এক হারিসন।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের অসিষ্টান্ট আকৌণ্টেণ্ট।
কোর্ট উলিয়ম। আকৌণ্টেণ্ট সাহেবের দস্তুরখানা।
রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট।
১৮৫৫ সাল ১৪ আপ্রিল।

৮৬৯ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ভূমির রাজস্বের জীবুত কালেক্টর সাহেব বরাবরেবু।

হুজিসপকারি কার্যের যোকাবিলাকরা আরো সহজ করিবার নিমিত্তে, আদেশ করিতেছি যে, গত জুলাই মাসের ২৫ তারিখের ৮৩৬ নম্বরের সরকুলার অর্ডারেতে যে রেজিস্টার পাঠাইবার আজ্ঞা ছিল, তাহার পরিবর্তে তুমি ১৮৫৫ সালের ১ মে তারিখঅবধি নীচের লিখিত রেজিস্টারপ্রভৃতি এই দস্তুরখানায় পাঠাও।

* মন্তব্য। ইহাতে ১৮৩৩ সালের ৪ আপ্রিল তারিখের ৪৫৩ নম্বরের সরকুলার অর্ডারের ৫ দফা মতান্তর হইয়াছে। সেই দফায় লেখা হইয়াছিল যে ঐ টাকা "কোর্ট ওয়ার্ডস" এই শিরনামায় জমা হয়।

Register of Bills drawn and discharged on account of Bengal Revenue Treasuries.

Do. Do. Do. Political Do.

Do. Do. Pegue and Martaban Provinces.

Do. Do. North Western Provinces.

Do. Do. Nagpore Territory.

Do. Do. Hyderabad Do.

A Do. Do. discharged on account of the Military Department.

in lieu of the Registers prescribed by Circular No. 836 of 25th July last.

(Signed) E. F. HARRISON,

Asstt. Acctt. to the Govt. of Bengal.

Fort William, Acctt.'s Office,

Revenue Department,

The 20th April, 1855.

No. 870.

To the Collectors of Land Revenue, Lower Provinces.

I have the honor to forward the accompanying Rules, to be observed in future in making payments from your Treasury. The Rules have been framed in communication with the Board of Revenue, with reference to the provisions of Act XXV. of 1854, discontinuing the use of Warrants, and supersede the directions on this subject given in Board of Revenue's Circular Order No. 4, dated 20th January, 1854.

The following Circulars of this Office are superseded:—

No. 274, dated 17th April, 1823.

„ 275, dated 27th April, 1823.

In Circular No. 843, dated 27th August, 1854, at Rule 3, the word “Orders” should be substituted for “Warrant.”

Rule No. 6, and 1st sentence of Rule No. 7 of Rules for Collectors, circulated to Collectors with Circular No. 847, dated 16th September, 1854, and to Joint Magistrates and Deputy Collectors with Circular No. 849, dated 16th September, 1854, are superseded.

(Signed) E. F. HARRISON,

Asstt. Acctt. to the Govt. of Bengal.

Fort William, Accountant's Office,

Revenue Department,

The 30th April, 1855.

PAYMENTS.

1st.—THE Treasurer will on no account pay out any money without an order signed by the Officer in charge of the Treasury. Bills of Exchange, audited Salary Bills, and similar authorities for disbursements, must be accompanied by a separate Receipt in each case; for all other payments for which Warrants have hitherto been requisite Receipts in duplicate must be furnished by the payee. These Receipts, if necessary, should be made out in the Accountant's Office.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ১০ জুলাই।]

বাঙ্গলা দেশের রাজস্বসম্পর্কীয় খাজানাখানার বাবৎ যে সকল জুজী ও জুজীর যে সকল টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহার রেজিস্টার।

বাঙ্গলা দেশের পলিটিকাল এ এ এ।

পিপ্ত ও মার্তাবান প্রদেশের এ এ এ।

উত্তর পশ্চিম দেশের এ এ এ।

নাগপুর প্রদেশের এ এ এ।

হয়দরাবাদ প্রদেশের এ এ এ।

মিলিটারী ডিপার্টমেন্টের বাবৎ যে সকল জুজীর টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহার এ।

ই এফ হারিসন।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের আসিস্ট্যান্ট এককৌণ্টেন্ট।
ফোর্ট উলিয়ম। এককৌণ্টেন্ট সাহেবের দস্তখতানা।
রেবিনিউ ডিপার্টমেন্ট।

১৮৫৫ সাল ২০ আপ্রিল।

৮৭০ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ভূমির রাজস্বের শ্রীযুত কালেক্টর সাহেব বরাবরেষু।

আমি নীচের লিখিত বিধি তোমার নিকটে পাঠাই-
তেছি। উত্তর কালে যখন তোমার খাজানাখানাহইতে
টাকা দেও তখন এই বিধিতে দিবা। ১৮৫৪ সালের ২৫
আইনেতে পরওয়ানা দিবার ব্যবহার রহিত হইয়াছে,
এ আইনের বিধানের উপলক্ষে এই বিধি বোর্ড রেবিনিউ
র সাহেবেরদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রস্তুত করা গি-
য়াছে। আর এই বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের
১৮৫৪ সালের ২০ জানুয়ারি তারিখের ৪ নম্বরী সর-
কুলর অর্ডারে যে হুকুম দেওয়া গিয়াছিল তাহা এই
বিধিক্রমে বাতিল হইয়াছে।

এই দস্তখতানার এই ২ সরকুলর বাতিল হইয়াছে।

১৮২৩ সালের ১৭ আপ্রিল তারিখের ২৭৪ নম্বরের।

১৮২৩ সালের ২৭ আপ্রিল তারিখের ২৭৫ নম্বরের।

১৮৫৪ সালের ২৭ আগস্ট তারিখের ৮৪৩ নম্বরের

সরকুলরের ৩ বিধিতে “পরওয়ানা” এই শব্দের পরি-
বর্তে “হুকুম” এই শব্দ পাঠ করিতে হইবেক।

১৮৫৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখের ৮৪৭ নম্বরের
সরকুলরের সঙ্গে কালেক্টর সাহেবেরদের নিকটে, ও
১৮৫৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখের ৮৪৯ নম্বরের
সরকুলরের সঙ্গে জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক-
টর সাহেবেরদের নিকটে, কালেক্টর সাহেবেরদের জন্যে
যে ২ বিধি পাঠান গিয়াছিল তাহার ৬ নম্বরের বিধি ও ৭
নম্বরের বিধির প্রথম প্রকরণ বাতিল হইয়াছে।

ই এফ হারিসন।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের আসিস্ট্যান্ট এককৌণ্টেন্ট।
ফোর্ট উলিয়ম। এককৌণ্টেন্ট সাহেবের দস্তখতানা।
রেবিনিউ ডিপার্টমেন্ট। ১৮৫৫ সাল ৩০ আপ্রিল।

টাকা দেওনের বিধি।

১। খাজানাখানার ভার যে কার্যকারকের প্রতি
আছে তাঁহার দস্তখতকরা হুকুম না পাইলে খাজানা
কোনক্রমে কিছু টাকা দিবেন না। জুজী ও আডিটকরা
মাহিয়ানার বিলের সঙ্গে ও টাকা দেওনের সেই প্রকার
কমতার প্রত্যেক পত্রের সঙ্গে, পৃথক ২ রসীদ দেওয়া যাই-
বেক। অন্য যে সকল টাকা দিবার জন্যে পূর্বে পরওয়ানার
প্রয়োজন হইত তাহার নিমিত্তে টাকাপাওনিয়া ব্যক্তির
দোকর রসীদ দিতে হইবেক। যদি আবশ্যক হয় তবে ঐ
রসীদ হিসাবরাখিয়ার দস্তখতানায় প্রস্তুত করিতে হয়।

2nd. The Bills, Receipts, &c., must be presented in the first instance to the Officer in charge of the Treasury, by whom the date of presentation having been noted on the original, the documents will be passed into the Office for check and scrutiny.

3rd. If in all respects correct, the fact will be attested by the signature of the Head Clerk, or Serishtadar, or such responsible Officer as may be nominated by the Collector, according as the authority to pay is in English or the Vernacular, and the documents passed on to the Accountant, who will write on the original, in red ink, the words "Pay Rupees" and will number this order and enter the transaction in his Register of Orders for Payment (see Rule No. 6.)

4th. The document, together with the Register, will then be taken to the Officer in charge of the Treasury, who should sign his name in full to the order for payment.

5th. The Treasurer in cashing the Bill, or other Voucher, will enter the transaction in his Register of Payments, and will stamp the original Voucher, as well as the duplicate Receipt, PAID, and attach his signature thereto, scoring them through thus X. The original Voucher will be returned to the Accountant and the duplicate Receipt retained by the Treasurer as his Voucher.

6th. The Register of Orders for Payment to be kept by the Accountant will be in the same form as the Register of Warrants prescribed by Circular Order, Board of Revenue, No. 4, dated 20th January, 1854, with the exception, that in place of Column No. 1, No. of Warrant, there will be two columns, the first headed "Cash Orders," the second "Transfer Orders;" the numbers in either case to run in a separate monthly series, and that space must be allowed on the right hand side of the page, for the Officer in charge of the Treasury to attest with his initials the issue of all orders for payment.

7th. In payments by transfer, the Accountant will, after the order for the payment has been passed, enter the head of account to which the sum is to be credited in the manner directed by No. 1 of the Board's Explanatory Directions appended to Circular Order No. 4, dated 20th January, 1854, and will then stamp the document "PAID BY TRANSFER," and score it through. No duplicate Receipt is necessary in cases of payments by transfer.

8th. Triplicate Receipts must be taken as heretofore in those cases in which they are now required, such as for instance cases of advances made to Madras Troops serving in Bengal, or to the Private Secretary to the Lieutenant-Governor, under Circular No. 858, &c.

২। খাজানাখানার ভার যে কার্যকারকের প্রতি আছে তাঁহার নিকটে ছত্তী রসীদপ্রভৃতি প্রথমে অর্পণ করিতে হইবেক। তিনি আসলের উপর এই অর্পণ করণের তারিখ লিখিবেন, তৎপরে এই ছত্তীপ্রভৃতি কাগজ মোকাবিলা ও ভদারক হইবার নিমিত্তে দস্তখতখানার পাঠান যাইবেক।

৩। যদি তাহা সকল বিষয়ে ঠিক হয়, তবে টাকা দিবার ছকুম ইঙ্গরেজীতে লিখিতে হইলে প্রধান কেরানী, কিম্বা দেশীয় ভাষায় লিখিতে হইলে সিরিশ্তাদার, কিম্বা সেই প্রকার অন্য যে কোন দারি আমলাকে কালেক্টর সাহেব যেনোনিত করেন তিনি, এই সকল কাগজ ঠিক হওয়ার প্রমাণার্থে তাহাতে দস্তখত করিবেন। পরে এই সকল কাগজ হিসাবরাখণিয়ার নিকটে পাঠান যাইবেক। তিনি লাল সেহাইতে আসলের উপর এই কথা লিখিবেন যে "——টাকা দেও" আর এই ছকুমের উপর নম্বর দিয়া টাকা দিবার ছকুমের রেজিষ্টারে এই কার্যের বিবরণ লিখিবেন। (৬ নম্বরের বিধি দেখ।)

৪। পরে এই ছত্তীপ্রভৃতি কাগজ রেজিষ্টার সমেত খাজানাখানার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের নিকটে উপস্থিত করা যাইবেক, আর তিনি টাকা দিবার ছকুমেতে আপন নাম সম্পূর্ণরূপে সহী করিবেন।

৫। খাজানী যখন ছত্তীর কি অন্য কাগজের টাকা দেন, তখন সেই কার্যের বিবরণ আপনাদেওয়া টাকার রেজিষ্টারে লিখিবেন, ও সেই আসল ছত্তীপ্রভৃতিতে ও ডুপ্লিকেট রসীদে PAID, এই কথা ছাপাইবেন ও তাহাতে দস্তখত করিয়া এই ছত্তীপ্রভৃতিতে X এইপ্রকারে কসি টানিবেন। পরে আসল ছত্তীপ্রভৃতি হিসাবরাখণিয়াকে ফরিয়া দেওয়া যাইবেক ও খাজানী এই ডুপ্লিকেট রসীদ দলীলস্বরূপ আপনাদেওয়া নিকটে রাখিবেন।

৬। টাকা দিবার ছকুমের যে রেজিষ্টার হিসাবরাখণিয়ার রাখিতে হইবেক, তাহা, বোর্ড রেভিনিউর ১৮৫৪ সালের ২০ জানুআরি তারিখের ৪ নম্বরের সরকারি অর্ডরের নির্দিষ্ট পরওয়ানার রেজিষ্টারের নকশামতে হইবেক। কেবল বিশেষ এই যে এই নকশার ১ ঘরে পরওয়ানার নম্বর লেখা যায়, তাহার পরিবর্তে দুই ঘর হইবেক। প্রথম ঘরের শিরনামা "নগদের ছকুম"। দ্বিতীয় ঘরের শিরনামা "খারিজদাখিলের ছকুম"। এই উভয় ঘরে যে নম্বর লেখা যাইবেক তাহা যাসে২ একাদি করিয়া আরম্ভ হইবেক। আর খাজানাখানার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক টাকা দিবার সকল ছকুমে আপন নামের আদি অক্ষর লিখিয়া দস্তখত করিতে পারেন এই নিমিত্তে ফর্দের দক্ষিণ দিগে কিছু ফাক রাখিতে হইবেক।

৭। যখন খারিজদাখিলক্রমে টাকা দেওয়া যায় তখন টাকা দিবার ছকুম হইলে পর, ১৮৫৪ সালের ২০ জানুআরি তারিখের ৪ নম্বরের সরকারি অর্ডরের সঙ্গে বোর্ডের সাহেবেরদের কার্য করিবার নিয়মবিধি উপদেশের ১ নম্বরে যেরূপ ছকুম হইয়াছে সেইরূপে, এই টাকা হিসাবের যে শিরনামায় জমা করিতে হইবেক সেই শিরনামা লিখিবেন, আর ছত্তীপ্রভৃতির উপর "PAID BY TRANSFER," এই কথা ছাপাইয়া দিয়া কোণাকোণি কসি টানিয়া দিবেন। খারিজদাখিলক্রমে টাকা দেওয়া গেলে ডুপ্লিকেট রসীদে আবশ্যক নাই।

৮। এইক্রমে যে২ স্থলে তেঁকর রসীদ লইবার ছকুম আছে সেই২ স্থলে, যথা ৮৫৮ প্রভৃতি নম্বরের সরকারি অর্ডরে মাস্ত্রাজের যে সৈন্যেরা বাঙ্গলা দেশে কর্ম করিতেছে তাহাদেরদিকে, কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের স্বকীয় সেক্রেটারী সাহেবকে যখন আগাম টাকা দেওয়া যায়, তখন সেইরূপে তেঁকর রসীদ লইতে হইবেক।

No. 571.

To the Collectors of Land Revenue, Lower Provinces.

With reference to the notification from the Secretary to the Government of India in the Department of Public Works No. 14 of the 10th instant published in the *Calcutta Gazette* of the 11th idem, regarding advances of cash to the Department of Public Works, I have the honour to request that from the 1st of June next, you will consider the Circulars noted in the margin* as cancelled, and charge in your Treasury Account to the debit of "Remittances Engineer Department" all advances made by you to the Executive Officers of your Division, under the authority of letters of credit granted on your Treasury by the Chief Engineer, supporting the charges with the original receipts of the Executive Officer. The Letters of Credit are to hold good for the month only for which they are granted and at the expiration of this period, you will forward the same to the Chief Engineer for transmission to the Public Works Department of this Office, and furnish the Executive Officer with an Account Current shewing on one side the amount of the Letters of Credit, and on the other the number, dates, and amounts of the receipts cashed.

2nd. Emergent advances made under the Government General Orders† copies of which are hereunto annexed are also to be debited in your Treasury Account to the same head of Account supported by the original Receipt of the Executive Officer and notices of such advances are to be given immediately after payment to the Chief Engineer and to the Public Works Department of this Office.

Sums paid into your Treasury by the Executive Engineer on account of Savings, &c., are to be credited to the same head of account.

(Signed) E. F. HARRISON,

Asstt. Acctt. to the Govt. of Bengal.

Fort William, Accountant's Office,
Revenue Department,
The 30th April, 1855.

No. 19 of 1824.—A greater degree of latitude being occasionally exercised by Officers Commanding Divisions, Districts or Cantonments than is allowable or necessary in ordering the construction of buildings or other works, creative of expense it is hereby directed that such authority shall be exercised only in cases of actual emergency, and when the Public Service might suffer by the delay in obtaining the sanction of Government or the Military Board.

* No. 843 of 27th August, 1854.

" 856 „ 19th December, „

† No. 19 „ 16th January, 1824.

" 105 „ 10th May, 1828.

" 14 „ 17th January, 1829.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৫৫। ১০ জুলাই।]

৮৭১ নম্বর।

বাল্লাপ্রভৃতি দেশের ভূমির রাজস্বের শ্রীযুত কালেক্টর সাহেব বরাবরেষু।

সরকারী ইমারতপ্রভৃতি নির্মাণের সিরিশতায় আগাম টাকা দেওয়ার বিষয়ে, এই সিরিশতায় ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের বর্তমান মাসের ১০ তারিখের ১৪ নম্বরের যে বিজ্ঞাপন এই মাসের ১১ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ হয় তাহার উপলক্ষে আদেশ করিতেছি, যে আগামি জুন মাসের ১ তারিখ অবধি নীচের লিখিত * সরকারি রদ হইয়াছে জান করিবা। আর প্রধান ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তোমার খাজানখানার উপর যে সকল বরাংচি দেন তাহার শক্তিতে তুমি আপন এলাকার এক্সেকিটিব কার্যকারকদিগকে যে সকল টাকা আগাম দেও তাহা তোমার খাজানখানার হিসাবে "ইঞ্জিনিয়ারের সিরিশতায় দেওয়া টাকা" এই শিরনামায় খরচ লেখ। আর এক্সেকিটিব কার্যকারকের আমল রসীদে এই খরচের প্রমাণ কর। এই বরাংচি যে মাসে দেওয়া যায় কেবল সেই মাসে প্রবল থাকিবেক। সেই মাস অতীত হইলে, এই বরাংচি এই দফতরখানার সরকারী ইমারতপ্রভৃতি নির্মাণের সিরিশতায় পাঠান যায় এই জন্য তুমি সেই চিঠি প্রধান ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নিকটে পাঠাইবা। আর এক্সেকিটিব কার্যকারক সাহেবকে জমাখরচের হিসাব দিবা, অর্থাৎ বরাংচিতে যে টাকা লেখা ছিল তাহা হিসাবের এক দিগে লিখিবা, ও যে সকল রসীদমতে টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহার নম্বর ও তারিখ ও টাকার সংখ্যা অন্য দিগে লিখিয়া দিবা।

২। অত্যাবশ্যকমতে যে সকল টাকা গবর্ণমেন্টের সাধারণ জুকুমতে আগাম দেওয়া যায় তাহাও খাজার সেই শিরনামায় তোমার খাজানখানার হিসাবে খরচ লিখিতে হইবেক। আর এক্সেকিটিব কার্যকারক সাহেবের আমল রসীদে তাহার প্রমাণ করিতে হইবেক। আর সেই প্রকারের টাকা দেওয়া গেলে পরেই তাহার এতলা প্রধান ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নিকটে ও এই দফতরখানার সরকারী ইমারতপ্রভৃতি নির্মাণের সিরিশতায় দিতে হইবেক। এই সাধারণ জুকুমের নকল † ইহার সঙ্গে দেওয়া যাইতেছে।

খরচ না হওয়াতে কি অন্যরূপে যে সকল টাকা বাঁচি তাহা এক্সেকিটিব ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তোমার খাজানখানায় দাখিল করিলে সেই সকল টাকা হিসাবের সেই শিরনামায় জমা করিতে হইবেক।

ই এফ হারিসন।

বাল্লা দেশের গবর্ণমেন্টের আসিস্ট্যান্ট আককৌণ্টেন্ট।
কোর্ট উলিয়ম। আককৌণ্টেন্ট সাহেবের দফতরখানা।
রেবিনিউ ডিপার্টমেন্ট।
১৮৫৫ সাল ৩০ আপ্রিল।

১৮২৪ সালের ১৯ নম্বর —এলাকার কি জিলার কি ছাউনি স্থানের অধ্যক্ষ সাহেবেরা ইমারত কিম্বা অন্য যে কার্যেতে খরচ হয় তাহা নির্মাণ করিবার জুকুম যখন করেন তখন তাঁহারদের যেপর্যন্ত কমতার অনুমতি কি আদেশ দিয়া হয় তদতিরিক্ত কমতাক্রমে কখনও কার্য হইয়া থাকে, অতএব ইহার দ্বারা জুকুম হইতেছে যে, নিত্য অবশ্যক হইলে, ও গবর্ণমেন্টের কিম্বা মিলিটারী বোর্ডের অনুমতি পাইবার জন্যে যে বিলম্ব হয় তাহাতে যখন সরকারী কর্মের ব্যাঘাত হইতে পারে তখন, সেই কমতাক্রমে কার্য হয়, নতুবা নয়।

* ১৮৫৪ সালের ২৭ আগষ্ট তারিখের ৮৪৩ নম্বর।

" " ১৯ ডিসেম্বর " ৮৫৬ নম্বর।

† ১৮২৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের ১৯ নম্বর।

১৮২৮ সালের ১০ মে তারিখের ১০৫ নম্বর।

১৮২৯ সালের ১৭ জানুয়ারি তারিখের ১৪ নম্বর।

No. 105 of 1828.—Frequent instances having recently occurred of Public Buildings having been commenced upon without the authority of Government though the practice is strictly prohibited in General Orders No. 19 of the 16th January, 1824, the Governor General in Council is pleased to declare, that all Officers, Civil or Military, who may hereafter issue orders, on their own authority productive of expense either in the construction or alteration of Buildings will subject themselves to personal responsibility for all sums so expended. The previous sanction of Government can only be dispensed with when the delay attending a reference would obviously be injurious to the interests of the state.

No. 14 of 1829.—In continuation of General Orders No. 105 of the 16th May, 1825, prohibiting the construction or alteration of Public Buildings, till the sanction of Government shall have been obtained, except in cases where the public interests would obviously suffer by the delay of a reference, the Governor General in Council is pleased to direct, that when such exigencies as are above adverted to do occur, the officer under whose authority Buildings, repairs or works of any description, productive of expense, may be commenced upon, shall on the day on which the execution of the work is ordered, make a detailed report to the Military Board, of the circumstances which constitute the emergency which report will be forwarded by the Board with their observations for the consideration of Government.

No. 872.

To the Collectors of Land Revenue, Lower Provinces.

The year 1854-55 of account having come to a close, I have the honor to remind you, with reference to my Assistant's Circular, No. 841, of the 24th August last, of the very great importance which necessarily attaches to the early submission of your accounts up to the 30th April, upon the punctual receipt of which the due preparation of the Financial Returns for Government entirely depends.

2. I have therefore, to solicit the favor of your earnest co-operation to ensure their transmission within the next two months, or if from any cause this should prove impracticable, I request you will be so good as immediately to report the circumstances for my information unless you have already done so in reply to my Circular of last year.

(Signed) E. DRUMMOND,

Acctt. to the Govt. of Bengal.

Fort William, the 29th May, 1855.

No. 873.

To the Collectors of Land Revenue, Lower Provinces.

I have the honour to inform you that from the 1st June next, the supply of Funds to the Com-

[Government Gazette, 10th July, 1855.]

১৮২৮ সালের ১০৫ নম্বর।—গবর্ণমেন্টের অনুমতি না পাইলে সরকারী ইমারতপ্রভৃতি করিবার অতি দৃঢ় নিষেধ ১৮২৪ সালের ১৬ জানুআরি তারিখের ১২ নম্বরের সাধারণ ছক্কাতে হইয়াছিল। তথাপি গবর্ণমেন্টের অনুমতি না পাইয়াও সেরূপ ইমারত সম্প্রতি অনেকবার আরম্ভ হইয়াছে। অতএব হজুর কোম্পেন্সে জীবিত গবর্ণনর জেনরল বাহাদুর আজ্ঞা করিতেছেন যে, ইমারতের নির্মাণ কিম্বা পরিবর্তন করণার্থে যাহাতে খরচ হইতে পারে এমত কোন ছক্কা দেওয়ানী কি সৈন্যসম্পর্কীয় যে সকল কার্য্যকারক আপনারদের ইচ্ছামতে করেন, তাহারাই প্রকারের খরচ করা সকল টাকার নিমিত্তে নিজে দায়ী হইতে পারিবেন। যখন গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইবার জন্যে যে বিলম্ব হয় তৎপ্রযুক্ত বাজারের লোকের হানি হইতে পারে, তখন গবর্ণমেন্টের অনুমতি না পাইয়াও কার্য্য হইতে পারিবেক, নতুবা নয়।

১৮২৯ সালের ১৪ নম্বর।—১৮২৫ সালের ১৬ মে তারিখের ১০৫ নম্বরের সাধারণ ছক্কাতে এই নিষেধ আজ্ঞা হইয়াছিল যে, গবর্ণমেন্টের অনুমতি পাইবার বিলম্বপ্রযুক্ত সরকারের লোকের হানি যে স্থলে স্পষ্ট হইতে পারে এমত স্থলভিন্ন, যাবৎ সেই অনুমতি না পাওয়া যায় তাবৎ সরকারী কোন ইমারত নির্মাণ কি পরিবর্তন না করা যায়। সেই ছক্কামের অতিরিক্ত হজুর কোম্পেন্সে জীবিত গবর্ণনর জেনরল বাহাদুর আজ্ঞা করিতেছেন যে, পূর্বে প্রকারের আবশ্যক স্থলে, যে কার্য্যকারক সাহেবের আজ্ঞামতে ইমারতের নির্মাণ কি মেরামত কিম্বা যাহাতে খরচ হয় এমত কোন কার্য্য আরম্ভ হয়, তিনি এই কার্য্য করিবার ছক্কা যে দিনে করেন সেই দিনে, যে সকল বিষয়ে এই কার্য্য আবশ্যক হয় সেই বিষয়ের বিস্তারিত রিপোর্ট মিলিটারী বোর্ডে করিবেন। আর বোর্ডের সাহেবেরা তদ্বিষয়ে আপনারদের অভিপ্রায় লিখিয়া গবর্ণমেন্টের বিবেচনার নিমিত্তে এই রিপোর্ট পাঠাইবেন।

৮৭২ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ভূমির রাজস্বের জীবিত কালেক্টর সাহেব বরাবরেবু।

হিসাবের ১৮৫৪।৫৫ সাল শেষ হওয়াতে, আমার আনিকার্ট সাহেবের গত আগষ্ট মাসের ২৪ তারিখের ৮৪১ নম্বরের সরকারি অর্ডরের উপলক্ষে, তোমার ৩০ আপ্রিল তারিখপর্য্যন্তের হিসাব অতিশীঘ্র পাঠাইবার অবশ্য। অত্যন্ত গুরুত্ব বিষয়ে তোমাকে অরুণ করাইতেছি। গবর্ণমেন্টের নিমিত্তে ফিন্যান্সিয়াল রিটার্ন উপস্থাপন প্রস্তুত করিবার জন্যে এই হিসাবের ঠিক সময়ে প্রাপ্তির প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর হইতেছে।

২। অতএব আবেদন করিতেছি যে তুমি অনুগ্রহ করিয়া আগামি দুই মাসের মধ্যে তাহা নিতান্ত পাঠাইবার বিষয়ে ব্যগ্র হইয়া উদ্যোগ কর। কিম্বা যদি কোন কারণে তাহা হইতে পারে না তবে যে হেতুতে তাহা না হইতে পারে তাহার বিবরণ, যদি আমার গত বৎসরের সরকারি অর্ডরের উপলক্ষে তাহা না করিয়াছ, তবে আমার জামিবার নিমিত্তে অগোণে রিপোর্ট কর।

ই ড্রুমণ্ড।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের এক্সেকিউটিভ ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৫ সাল ২৯ মে।

৮৭৩ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ভূমির রাজস্বের জীবিত কালেক্টর সাহেব বরাবরেবু।

তোমাকে অবগত করিতেছি যে কমিসেরিয়ট ডিপার্টমেন্টে পূর্বাধি যেমন ছত্তার দ্বারা টাকা দেওয়া যাই-

missariat Department will be made by means of letters of credit instead of by drafts as heretofore, this will assimilate the practice in the Commissariat with the system introduced in the Public Works Department in accordance with Government Notification published in the *Calcutta Gazette* of the 11th ultimo and communicated to you with my Circular No. 871, dated 30th April last.

In cashing the receipts of the Officer in whose favor the letter of credit may be drawn by the Commissary General, you will debit the amount to "Military Department" supported by the original receipt, and enter the particulars of payment on the back of the letter of credit which must be returned to the Commissary General punctually on the last day of each month. You will furnish the receiving Officers at the close of the month with an account current shewing on one side the amounts of the letters of credit, and on the other the numbers, dates, and amounts of the receipts cashed. This account should be prepared and forwarded to the Commissariat Officer on the last day of the month to which it relates, and as there will rarely be more than two or three simple entries on each side of the account, there can be no difficulty in doing this. No excuse will be considered admissible for delay as great importance is attached to the early despatch of this account by the Commissary General.

You will understand that these letters of credit being intended merely to act as a check upon the drawings of the local Commissariat Officers, need not be brought upon your accounts in any way, and that only the actual disbursements that you may make on the receipts of the Executive Commissariat Officers should be debited in your accounts to Military Department.

(Signed) E. F. HARRISON,

Asstt. Acctt. to the Govt. of Bengal.

Fort William, Accountant's Office,
Revenue Department,
The 30th May, 1855.

CIRCULAR ORDER OF THE SUDDER DE- WANNY ADAWLUT.

No. 9.

To the Civil Authorities in the Lower Provinces.

In pursuance of the orders of Government, I am directed by the Court to inform you, that in future you will submit to the Superintendent of the Lithographic Press, under your own check and countersignature, any indents for authorized lithographed Forms required by the Uncovenanted Judicial Officers under your control, who will otherwise be liable to be charged for the cost of them.

(Signed) C. T. BUCKLAND,

Register.

Fort William, the 30th May, 1855.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫ ১০। জুলাই।]

তেছে তাহার পরিবর্তে আগামি জুন মাসের ১ তারিখ অবধি বরাংচিঠীর দ্বারা দেওয়া যাইবেক। ইহাতে গবর্ণমেন্টের যে বিজ্ঞাপন গত মাসের ১১ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ হইয়াছিল ও আমার গত আপ্রিল মাসের ৩০ তারিখের ৮৭১ নম্বরের সরকুলারে তোমাকে জ্ঞাত করা গিয়াছিল, তদনুসারে সরকারী ইমারতপ্রভৃতি নির্মাণের নিরীক্ষার যে নিয়ম সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে তাহার সঙ্গে কমিসেরিয়ট ডিপার্টমেন্টের ব্যবহার মিলিবেক।

কমিসরি জেনরল সাহেব যে কার্যকারকের নামে বরাংচিঠী দেন তাহার রসীদমতে যখন টাকা দেও তখন সেই টাকা "মিলিটারী ডিপার্টমেন্টের" হিসাবে খরচ লিখিবা ও আসল রসীদে ঐ খরচের প্রমাণ করিবা। আর যে টাকা দেও তাহার বিশেষ ঐ বরাংচিঠীর পক্ষে লিখিবা। সেই চিঠী নিত্য প্রতিমাসের শেষ দিনে কমিসরি জেনরল সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক। যে কার্যকারক সাহেবের টাকা পাইয়াছেন তাহারদিগকে তুমি প্রতিমাসের শেষে জমাখরচের হিসাব দিবা। অর্থাৎ বরাংচিঠীর লিখিত টাকা এক দিগে লিখিবা যে রসীদমতে টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহার নম্বর ও তারিখ ও টাকার সংখ্যা অন্য দিগে লিখিবা দিবা। ঐ হিসাব যে মাসের হয় সেই মাসের শেষ দিনে প্রস্তুত হইয়া কমিসেরিয়ট কার্যকারকের নিকটে পাঠাইতে হইবেক। আর হিসাবের একই দিগে দুই তিন দফার অধিক প্রার লিখিতে হইবেক না, অতএব তাহা করিতে কিছু ক্লেশ হইতে পারে না। বিলম্ব করিবার কোন ওজর গ্রাহ্য জ্ঞান হইবেক না। যেহেতুক এই হিসাব শীঘ্র পাঠান কমিসরি জেনরল সাহেব অতিগুরুতর বিষয় জ্ঞান করেন।

তোমার জ্ঞানিতে হইবেক যে, স্থান বিশেষের কমিসেরিয়ট কার্যকারকেরা যে টাকা লন তাহার বিষয়ে কেবল সতর্কহওয়া ঐ বরাংচিঠীর অভিপ্রায়। অতএব তাহা তোমার খাতিবহীতে কোন প্রকারে তুলিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। আর এক্ষণিকটিব কমিসেরিয়ট কার্যকারকেরদের রসীদক্রমে তুমি যে টাকা নিত্য দেও কেবল তাহাই তোমার হিসাবে মিলিটারী ডিপার্টমেন্টে খরচ লিখিতে হয়।

ই এক হারিদন।

বঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের আসিস্ট্যান্ট আককৌণ্টেন্ট।
ফোর্ট উলিয়ম। আককৌণ্টেন্ট সাহেবের দস্তুরখানা।
রেবিনিউ ডিপার্টমেন্ট।
১৮৫৫ সাল ৩০ মে।

JOHN ROBINSON, Bengalee Translator.

সদর দেওয়ানী আদালতের সরকুলার অর্ডর।

২ নম্বর।

বঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের জীবিত দেওয়ানী কার্যকারক সাহেব বরাবরেষু।

গবর্ণমেন্টের জুজমানুসারে, সদর আদালতের সাহেবেরদের আজ্ঞামতে তোমাকে আদেশ করিতেছি যে, তোমার অধীন অর্জিত বিচারকর্তাদের পাত্রে ছাপা যে পাঠি ব্যবহার করিবার আজ্ঞা হইয়াছে এমত যে সকল পাঠের নিমিত্তে ঐ বিচারকর্তারা কোন পত্র পাঠান, তাহা তুমি উত্তরকালে আপনার মোকাবিলা ও দস্তখতক্রমে পাতরিয়া ছাপাখানায় পাঠাও। নতুবা তাহার খরচের জন্যে ঐ বিচারকর্তারা দায়ী হইতে পারিবেন।

সি টি বকলাণ্ডা রেজিষ্টার।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৫ সাল ৩০ মে।

JOHN ROBINSON, Bengalee Translator.

No. 1383.

FORT WILLIAM,
CIVIL AUDITOR'S OFFICE.

THE 12TH JUNE, 1855.

NOTIFICATION.

The Most Noble the Governor General in Council in the Financial Department, under date the 4th September, 1854, having decided, that the practice of this office with reference to the salaries of Uncovenanted Officers when transferred from one district to another in charging salaries only from the date of their joining their new appointments, and not from the date of their relief from their old posts is wrong. All officers having to submit pay bills are hereby required to take special notice of this decision. The following instructions are given for their information and guidance.

When an Uncovenanted Officer quits a post, for one in another district, to which a higher salary is attached, the controlling officer of the new district shall draw the salary for the time between the quitting of the old office, and the joining of the new one, at the rate of the salary appertaining to the old office, but not for the full salary of the new appointment, until the officer transferred shall have actually joined his new office, when he shall draw for the full amount of his new salary.

W. P. PALMER, *Civil Auditor.*

NOTIFICATIONS.

ORDERS BY THE SUDDER DEWANNY
ADAWLUT.
APPOINTMENTS.

The 29th June, 1855.

Baboo Russick Lall Bose, Moonsiff of Nema; Zillah Midnapore, to be Moonsiff of Bishenpore, Zillah 24-Pergunnahs.

Baboo Rajmohun Mitter, Moonsiff of Bishenpore, Zillah 24-Pergunnahs, to be Moonsiff of Nema; Zillah Midnapore.

Baboo Rajrajessur Bhuttacharje, to officiate as Moonsiff of Lallbagh, Zillah Moorshedabad, during the absence on leave of the incumbent or until further orders.

LEAVE OF ABSENCE.

The 29th June, 1855.

Mr. L. W. Hutchinson, Moonsiff of Lallbagh, Zillah Moorshedabad, for four months, from the 1st Proximo.

C. T. BUCKLAND, *Register.*

[Government Gazette, 10th July, 1855.]

১৩৮৩ নম্বর।

ফোর্ট উলিয়াম।

সিভিল অডিটর সাহেবের দপ্তরখানা।

১৮৫৫ সাল ১২ জুন।

বিজ্ঞাপন।

হজুর কৌন্সিলে জীযুত মোন্ট নোবেল গবর্নর জেনরল বাহাদুর ফিন্যান্সিয়াল ডিপার্টমেন্টে ১৮৫৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে নির্দ্ধার্য করিয়াছেন যে, অতিরিক্ত কার্যকারকেরা এক জিলাহইতে অন্য জিলায় নিযুক্ত হইলে তাঁহাদের বেতনের বিষয়ে এই দপ্তরখানায় যে রীতি চলন আছে, অর্থাৎ তাঁহাদের পুরাতন পদ অন্য ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিবার তারিখ অবধি তাঁহাদের বেতনের হিসাব না ধরিয়া তাঁহাদের নূতন পদের কর্মে প্রবর্ত্তহওয়ার তারিখ অবধি তাঁহাদের বেতনের হিসাব করিবার যে রীতি তাহা অঙ্গুষ্ট। অতএব মাহিয়ানার বিল যে সকল কার্যকারক সাহেবেরদের অর্পণ করিতে হয় তাঁহাদেরিগকে এই নির্দ্ধারণের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবার আদেশ হইতেছে। তাঁহাদের বিজ্ঞাপনের ও কর্মের নিয়ম দর্শাইবার জন্যে নীচের লিখিত উপদেশ দেওয়া যাইতেছে।

যখন অতিরিক্ত কার্যকারক এক পদ ত্যাগ করিয়া অন্য জিলাতে আরো উচ্চ বেতনের পদে নিযুক্ত হন, তখন ঐ নূতন জিলায় কর্তৃককার্য কার্যকারক সাহেব, ঐ অতিরিক্ত কার্যকারকের পুরাতন পদ ত্যাগ করিবার সময়াবধি নূতন পদের কর্মে প্রবর্ত্ত না হওনপর্যন্ত তাঁহার পুরাতন পদের বেতনের হিসাবমতে তাঁহার বেতন লাইবেন। কিন্তু স্থানান্তরে নিযুক্ত সেই কার্যকারক আপন নূতন পদের কর্মে যেপর্যন্ত নিতান্ত প্রবর্ত্ত না হন সেইপর্যন্ত ঐ নূতন পদের সম্পূর্ণ বেতন পাইবেন না। নূতন পদের কর্মে প্রবর্ত্ত হইলে সেই পদের সম্পূর্ণ বেতন পাইবেন।

ডবলিউ পি পামর।

সিভিল অডিটর।

বিজ্ঞাপন।

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৫ সাল ২৯ জুন।

জিলা মেদিনীপুরের নিমালের মুনসেফ জীযুত বাবু রসিকলাল বসু জিলা চক্ৰিশপুর্গনার বিষ্ণুপুরের মুনসেফ হইবেন।

জিলা চক্ৰিশপুর্গনার বিষ্ণুপুরের মুনসেফ জীযুত বাবু রাজমোহন মিত্র জিলা মেদিনীপুরের নিমালের মুনসেফ হইবেন।

জিলা মুরশিদাবাদের লালবাগের মুনসেফের অনুপস্থান কি অন্য হুকুম না হওনপর্যন্ত জীযুত বাবু রাজরাজেশ্বর ভট্টাচার্য্য ঐ স্থানের মুনসেফের কর্ম নিব্বাহ করিবেন।

ছুটী।

১৮৫৫ সাল ২৯ জুন।

জিলা মুরশিদাবাদের লালবাগের মুনসেফ জীযুত ডবলিউ এল হচিনসন সাহেব আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি চারি মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

সি টি বক্সা। রেজিষ্টার।

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS.

SALT.

গবর্ণমেণ্টের ইশতিহার।

নিম্নক।

মাসকাবাবী হিসাব মোজুদ নেমক মায় ৪ পরমেণ্ট গোলা শুক্লি ব্যবৎ লাগাদ ৩০ জুন মন ১৮৫৫ মাল প্রত্যেক এজেন্সীর ও শালিখার গোলায়।

মন ১২৫৬ মাল ইং- রাঞ্জি ১৮৪৯। ৫০ মাল এবং পূর্ক মনবায়ের	মন ১২৫৭ মাল মোতাবক ইং ১৮৫০। ৫১ মাল	মন ১২৫৮ মাল মোতাবক ইং ১৮৫১। ৫২ মাল	মন ১২৫৯ মাল মোতাবক ইং ১৮৫২। ৫৩ মাল	মন ১২৬০ মাল মোতাবক ইং ১৮৫৩। ৫৪ মাল	মন ১২৬১ মাল মোতাবক ইং ১৮৫৪। ৫৫ মাল	মোজুদ মনকের একুন।
•	•	•	•	•	১,২০,১৭৬/	১,২০,১৭৬/
•	•	•	•	২,১৪৪৭৬॥	১,১৩,৬৫০/	১,১৩,৬৫০/
•	•	•	•	২,৬৬৮/৬॥	২২,৫২৬/	১,০২,১২৪/৬॥
•	•	•	•	•	১,৭০,১০৩/	১,৭০,১০৩/
•	•	•	•	৫,৮৫৬/৬৭	৫২,৭২২/	৬৫,৫৮৫/৬৭
একুন।	•	•	•	১০,৬৬২/১২৭	৫,৬৩,১৮৪/	৫,৭৪,৬৫৩/১২৭

হিজলী।

পাঙ্গা নমক ঘাট বসুলপুর।

• কৃষ্ণনগর।

• রায়নগর।

• উত্তর কালীনগর।

• পুরীঘাটা।

ভমলুক।

পাঙ্গা নমক ঘাট নারায়ণপুর।

একুন।

চট্টগ্রাম।

পাঙ্গা নমক নেজামপুর ঘাট ডোয়খালি।

• আরাকানি

• মদর ঘাট এজেন্সী।

• এ আরাকানি।

একুন।

আজ্ঞাপিত মায়া	সম ১২৫৬ সাল ইং- রাঞ্জি ১৮৪৯।৫০ সাল এবং পূর্বে মহাহার।	সম ১২৫৭ সাল মোতিবক ইং ১৮৫০।৫১ সাল	সম ১২৫৮ সাল মোতিবক ইং ১৮৫১।৫২ সাল	সম ১২৫৯ সাল মোতিবক ইং ১৮৫২।৫৩ সাল	সম ১২৬০ সাল মোতিবক ইং ১৮৫৩।৫৪ সাল	সম ১২৬১ সাল মোতিবক ইং ১৮৫৪।৫৫ সাল	মৌজার নামকরণ এতুন।
পাঙ্গা নমক টাইক।	০	০	০	০	০	০	০
৫ ই বালেশ্বর।	০	০	০	০	০	০	২,২৫২/
৫ ই বোয়াল।	০	০	০	০	০	০	২,০০৭।০
৫ ই চিলকা।	০	০	০	০	০	০	৫২২।০
৫ ই হিজলী রামনগর।	০	০	০	০	০	০	০
৫ ই রতুলপুর।	০	০	০	০	০	০	০
৫ ই ২৪ পরগনা নারীহরণপুর নমক।	০,৪০,৩৯৫৫২	০	০	০	০	০	৩,৪০,৩৯৫৫২
৫ ই ডাইমন হারদর।	৬০,০৪৬/	০	০	০	০	০	৬০,০৪৬/
৫ ই মগির।	০	০	০	০	০	০	০
৫ ই মাজিহ পরমিটে নমক।	০	০	০	০	০	০	০
৫ ই চিলকা সর্বকচ।	০	০	০	০	০	০	০
এতুন।	৪,০০,৪৪১৫২	০	০	৩৪/	২,০৪,৪১১৫০	৩,১৬,৫১৫	৮,২২,৫১৫
অবাকিস।	০	০	০	০	০	০	০
পাঙ্গা মাটি বৈকুণ্ঠ।	০	০	০	০	০	০	০
এতুন।	০	০	০	০	০	০	০
মোট এতুন।	৪,০০,৪৪১৫২	০	০	৩৪/	২,০৪,৪১১৫০	৩,১৬,৫১৫	৮,২২,৫১৫
এতুন।	০	০	০	০	০	০	০
মোট এতুন।	৪,০০,৪৪১৫২	০	০	৩৪/	২,০৪,৪১১৫০	৩,১৬,৫১৫	৮,২২,৫১৫

* ১৮৫৪।৫৫ সালের ২,৮৪,২৫২/ মেন
১৮৫৫।৫৬ " ৩২,৮২৬/
এচ বি বেলি। একটি ছোট মেক্রেটারী।

জিলা ঢাকা।

ইহার দ্বারায় সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিলা ঢাকার নীচের লিখিত মহাল মালগুজারীর বাকীর বাব ১৮৫৫ সনের ২৬ জুলাই মোং ১২৬২ সনের ১১ আবেণ বৃহস্পতিবার ঐ জিলার কালেক্টরীর কাছারিতে বিনা ওজরে নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৫৫ ইং তারিখ ৩ জুলাই।

প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি জমা ধার্যহওয়ার মহাল।

৩৭১ নং মহাল ছজুরি মোস্তাফা ওয়াইন তাং রামমোহন সেন মালিক রামমোহন সেন সদর জমা ১২৪৬২ ॥
৪৭৮ নং মহাল ছজুরি তাং রামকিশোর সেন নিং গৌরীশঙ্কর মালিক গৌরীশঙ্কর সদর জমা ২২ ১৮৪৬
১২৫৮ নং মুং জিং দৌলতপুর তাং ইছাপুর তাং রামশরণ দত্ত নিং সুবলচন্দ্র পাল মালিক সুবলচন্দ্র পাল সদর জমা ৩২৬০/১০

১৪৮৬ নং মুং জিং তথা পং রসদপুর তাং রূপরাম শর্মা ও রামলোচন দাস নিং রামকৃষ্ণ হোড় মালিক রামকৃষ্ণ হোড় সদর জমা ১৬ ১/৫

১৬৪২ নং মুং জিং তথা মুং বৃন্দাবনচন্দ্র সেন তাং জনার্দন ভট্টাচার্য মালিক জনার্দন ভট্টাচার্য সদর জমা ৮ ৫/২

১৭৬৮ নং জিং দৌলতপুর পং দোহার তাং রামগোবিন্দ ঘোষ মালিক রামগোবিন্দ ঘোষ সদর জমা ৪৬৮ ১/২

১৮৪১ নং জিং তথা পং ইসাকাবাদ তাং হাওলী তাং আছারাম শৌ নিং নিমাই পোন্দার মালিক নিমাই পোন্দার সদর জমা ৬৮

১৮৫৫ নং জিং তথা পং তথা তাং দানীন্দ্রনগর তাং সুরনারায়ণ মালিক সুরনারায়ণ সদর জমা ২ ১৮/৫

১৯৪২ নং জিং তথা পং গোবিন্দপুর তাং পঞ্চানন্দ দেব নিং কালীকৃষ্ণ দাস মালিক কালীকৃষ্ণ দাস সদর জমা ২৮ ১/২

২১৬৬ নং জিং তথা তাং দৌলতপুর তাং মায়ারাম ঘোষ নিং গৌরচন্দ্র পতীতুঙ মালিক গৌরচন্দ্র পতীতুঙ সদর জমা ৬২ ১/২

২৫৩০ নং জিং হাদরাবাদ পং বহুলপুর হিং ১/১ আনি তাং সায়ামুদ খাঁ মালিক সায়ামুদ খাঁ সদর জমা ৮০ ১/৬ ১/২

৩৬২৭ নং জিং জালালপুর তাং রাজারামশর্মা ধূর্জটি নিং রাধামাধব বানো মালিক রাধামাধব বানো সদর জমা ২১ ১/২ ১/২

৩৮৭৩ নং পং তথা তাং রামগোপাল বৈদ্যনাথ বসু নিং মহিমচন্দ্র বানো মালিক মহিমচন্দ্র বানো সদর জমা ১৪৬০/১১

৪২১৫ নং জিং নুরুল্যাপুর তাং অমুপুর তাং কালিকা সাঙিয়াল নিং লক্ষ্মীকান্ত সোম মালিক লক্ষ্মীকান্ত সোম সদর জমা ৭ ১৮/৫ ১/২

৪২৩০ নং জিং তথা তাং বাকীপুর তাং নয়ান পোন্দার মালিক নয়ান পোন্দার সদর জমা ৫ ১/১১

৫২৪৯ নং জিং তথা পং কান্দীমপুর কল্যাণশ্রী তাং নাগর পাল মালিক নাগর পাল সদর জমা ৩০ ১/২ ১/২

৫২৯৮ নং মুং জিং তথা পং সুজাবাদ কুতুবপুর তাং রুমাই সরকার নিং গৌরীকান্ত দাস মালিক গৌরীকান্ত দাস সদর জমা ১ ১/৭ ১/২

৫৪৭৬ নং জিং তথা পং সুলতান প্রতাপ হিং ১/১ আনি তাং শেরজান নিং রায়নারায়ণ শাহা মালিক রায়নারায়ণ শাহা সদর জমা ১/১০ ১/২

৫৭২২ নং জিং তথা তাং পাড়িল তাং আলী মাহামুদ নিং তিলকচন্দ্র আচার্য মালিক তিলকচন্দ্র আচার্য সদর জমা ১ ১/৭ ১/২

৬০৮৬ নং জিং পাএন্দাবেগ পং সুলতানপ্রতাপ তাং তারাচন্দ মণ্ডল মালিক তারাচন্দ মণ্ডল সদর জমা ১৬ ১/২ ১/২

৮৩৬৯ নং মহাল ছজুরি লাথেরাজ বাজেরাণ্ডী কিং সন্তোষপাইতলী দাইখী বন্দবস্ত রায়নারায়ণ চক্রবর্তী মালিক রায়নারায়ণ চক্রবর্তী সদর জমা ৮৮৬

R. C. RAIKES, Collector.

জিলা ত্রিপুরা।

সন ১৮৪৫ ইং ১ আইনের ৬ দফামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত জিলা ত্রিপুরার মতালক ১২৬১ বঙ্গাব্দে লাং কিস্তী মাঘের পাওনা বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইনক্রমে মালগুজারীর ন্যায় আদায় করণের স্বকুম আছে তাহার নিমিত্তক ১৮৫৫ ইং ২৭ জুলাই মোং ১২৬২ বাং ১২ আবেণ শুক্রবার দিবসে কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে নীলামে ধরা যাইবেক এবং নিতান্ত বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৫৫ ইং ২৯ জুন।

প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি জমা ধার্যহওয়ার মহাল।

১২৩ নং পং গুণানন্দী তাং নরসিংলোচন দেও মালিক মঙ্গল কৃষ্ণ শাহা সদর জমা মং ৪ ১/১

১৪৩ নং পং তথা তাং মজিক মাহামুদ রেজা মুং তাং আহামুদ খাঁ মালিক রামসুন্দর পাল সদর জমা মং ৪৬/৩

১৫৪ নং পং তথা তাং মুরাদ খাঁ মুং হিং ১/৩৬ হরিবল্লভ রায় মালিক দুর্গাপ্রসাদ পাল লক্ষ্মীকান্ত পাল সদর জমা মং ৪৬/৩

১৭৬ নং পং তথা তাং রামশঙ্কর ঘোষ তাং রাজলক্ষণ রায় মালিক রামকেশব দেও সদর জমা মং ৪ ১/৫

১৯০ নং পং তথা তাং রামচন্দ্র ঘোষ মুং হিং ১/৩৬ কড়া তাং হরিবল্লভ রায় মালিক রামকিশোর ঘোষ সদর জমা মং ৫ ১/৭

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ১০ জুলাই।]

২২৫ নং পং প্রদানদী তাং হোছন খাঁ মালিক দুর্গাপ্রসাদ পাল লক্ষ্মীকান্ত পাল সদর জমা মং ৬/৩
 ৩৬৮ নং পং টোরা তাং পঞ্জনন্দ দত্ত মালিক রাজচন্দ্র চক্রবর্তী সদর জমা মং ২৫/৮
 ৬৭৩ নং তং ফরকাবাদ তাং চন্দ্র রামগোপী মুং তাং রামলোচন চন্দ্র সাং মুং তাং রামচন্দ্র দত্ত ও লক্ষ্মী-
 নারায়ণ দত্ত ও রামনারায়ণ দত্ত ও রামধন দত্ত ও কানাই ডিহিনার মালিক রামকেশব দেব সদর জমা মং ৬/৭
 ৭১৩ নং তং তথা তাং রামগোবিন্দ চক্র মুং হিং ১/৫ কৃষ্ণ রঘুনাথ মালিক রামচন্দ্র দাস সদর
 জমা মং ৮/৬

৭৫৩ নং তং তথা তাং হরিকাশী চক্রবর্তী মুং হিং ১১/১০ আনি দুর্গারাম জয়সিংহ মালিক রামচন্দ্র দাস
 সদর জমা মং ৫/২

৭৭৫ নং পং বরদাখাত হিং ১১/১৩ ১- ক্রান্ত মধ্যে মহাল লাথেরাজ এই মহাল কিং জানুয়ারি ১৮৫৫
 বাজেরাপ্তী মোং উত্তর দারোভা মালিক শ্রীমতী সরস্বতী দেব্যা সদর ইং মোং ১২/৬ ১ বাং পাওনা বাকী
 জমা মং ৪ ১/৪ মালপ্রজারি নিমিত্তে নীলামে ধরা
 যাই ইতি।

১২০৬ নং পং মৈজন্দি তাং উজির খাঁ মালিক নিমচান্দ শাহা গঙ্গাপ্রসাদ শাহা সদর জমা মং ২ ১/৩
 ১৫১৫ নং পং শীমেরগাও তাং রাম বৈদ্যনাথ মুং হিং ৮/১-১০ ক্রান্ত রামভদ্র রায় মালিক গৌরীশঙ্কর
 রায় হরিশ্চন্দ্র বসু সদর জমা মং ৪

১৫১৬ নং পং তথা তাং রাধাকৃষ্ণ বসু মুং হিং ৮/১-১০ ক্রান্ত রামভদ্র রায় মালিক পরাণসিংহ আমান-
 কিন পাটওয়ারি সদর জমা মং ৭ ১/৬

ALEX. ABERCROMBIE, *Offg. Collector.*

জিলা জুগলী।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জেলা জুগলীর নীচের লিখিত মহাল মালপ্রজারির বাকীর বাবং
 ইংরেজী সন ১৮৫৫ সালের ২১ জুলাই মোং সন ১২৬২ সালের ৬ শ্রাবণ শনিবার ঐ জেলার কালেক্টরি কাছারিতে
 বিনা ওজরে নীলামে ধরা যাইবেক।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমা ধার্যহওয়া মহাল।

২১৫ নং মণ্ডলঘাট পরগনার চিতলাল লিখিত মালিক নিত্যানন্দ কল্যা সদর জমা ১৫১১০

১০০৯ নং পাণ্ডুয়া পরগনার আয়মা কানুড় লিখিত মালিক ভাজেনেছা বিবি সদর জমা ১/১

চতুর্থ শ্রেণী যে জমিদারী বিক্রয় হইবেক তাহা ছাড়া অন্য জমিদারির বাকী।

১৫৮৯ নং পাণ্ডুয়া পরগনার রায়পুর লিখিত মালিক মিরদাদ আলী সদর জমা ৫০৬/১০

C. S. BELL, *Offg. Collector.*

জিলা রঙ্গপুর।

এস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা রঙ্গপুর।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জেলা রঙ্গপুরের নীচের লিখিত মহাল মালপ্রজারী বাকীর বাবং
 ইংরেজী ১৮৫৫ সালের ২৫ জুলাই মোতাবেক সন ১২৬২ সাল বাদলার ১০ শ্রাবণ রোজ বুধবার ঐ জেলার কা-
 লেক্টরী কাছারিতে বিনাওজরে নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৫৫ ইংরেজী তারিখ ২৯ জুন মোতাবেক সন
 ১২৬২ সাল তারিখ ১৬ আষাঢ়।

প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারী জমা ধার্যহওয়া মহাল।

২১৩ নম্বর মোজো কান্দীকোল ওগএরহ মোতালকে চাকলে কাজজীবহাট লিখিত মালিক মদনমোহন ও রামজী-
 বন ও বিপিনবেহারী ও পুলিনবেহারী ও রামবেহারী শাহা সদর জমা ১৫৬১০৫ পাই।

A. G. MACDONALD, *Collector.*

জিলা বর্ধমান।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জেলা বর্ধমান।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জেলা বর্ধমানের নীচের লিখিত মহাল মালপ্রজারির বাকীর কারণ
 সন ১৮৫৫ সালের ২৭ জুলাই মোতাবেক সন ১২৬২ সালের ১২ শ্রাবণ শুক্রবার ঐ জিলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনা
 ওজর নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৫৫ সাল তারিখ ৩ জুলাই মোতাবেক সন ১২৬২ সাল তারিখ ২০ আষাঢ়।

১ শ্রেণী ইস্তমুরারি জমা ধার্যহওয়া মহাল।

২৫০ নম্বর চর মাহাঠা পরগনে পলাশী মালিক অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সদর জমা ৭০/৬ টাকা

H. M. REID, *Offg. Collector.*

জিলা ফরিদপুর।

এস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি মোং ফরিদপুর।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মহকুমা ফরিদপুরের নিম্নের লিখিত মহাল ১৮৫৪। ৫৫ সনের
 লাং আপ্রালের বাকীর কারণ ১৮৫৫ সনের ২৭ জুলাই মোং ১২৬২ সনের ১২ শ্রাবণ শুক্রবার ঐ মহকুমার কালেক্-
 টরির কাছারিতে বিনা ওজরে নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৫৫ জুন মোং সন ১২৬২ তাং আষাঢ়।

এস্তমুরারি জমা ধার্য না হওয়া মেরাদী বন্দবস্তী মহাল।

২০৫ জাঙ্গীর বাজেরাপ্তী হিং কালীপ্রসাদ রায় মোং কুশগা দং জাবরইবাব খাঁ ও খোন্দান হোছন বিবি
 গএরহ সদর জমা ২৬৯

২৩৯ জাঙ্গীর বাজেরাপ্তী খোদখাস্ত মাহামুদপুর কিং দৌলতদিয়া দং কেবলকৃষ্ণ রাহা সদর জমা ৩ ১৪
 পাই

৬০২ সরকারি ডিক্রীর মহাল চর মিরপুর মোং হাতকোড়া দং উদয়নারায়ণ ঘোষ ও অন্নপূর্ণা দাস্যা সদর
 জমা ১৪২১ পাই

৭১৭ সরকারি ডিক্রীর মহাল চর আতিব খানাদ সুরটী দং সুখিত্তির সরকার সদর জমা ২৬/১০ পাই

H. C. RAIKES, *Deputy Collector.*

জিলা মেদিনীপুর।
ইস্তাহারনামা।

ইহার দ্বারা সন্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ৬ ধারার অনুযায়ী সন্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিলা মেদিনীপুরের মোতালক নীচের লিখিত মহাল সকল সন ১৮৫৫ সালের ২৮ জুন তারিখের দেন বাকী ঋজানা আদায় কারণ সন ১৮৫৫ সালের ২৮ জুলাই জেলা মজকুরের কালেক্টরী কাছারীতে প্রকাশ্যমতে নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৫৫ সাল তাং ৪ জুলাই মোং সন ১২৬২ সাল তারিখ ২১ আষাঢ় মোং সন ১২৬২ সাল তাং ২২ আষাঢ়।

প্রথম শ্রেণী দাএমি বন্দোবস্তী মহাল।

- ১৪। ২ নং রেজেক্টরী মহাল গাজাই পং কাশীঘোড়া তালুক রাজা আনন্দলাল রায় তশকীস ৪৮২২।
৪০ নং রেজেক্টরী মহাল মহলাকুড়চক পং কাশীঘোড়া তালুক উজ্জবলাল খাঁ তশকীস ১১৭২ ৫/১
১১৭ নং রেজেক্টরী মহাল কিশোরচক জাল সনন্দী পং কাশীঘোড়া তালুক পঞ্চানন্দ মুকল তশকীস ৩২ ১২০/৫
২১৬ নং রেজেক্টরী মহাল চক গোকুল পং শাহাপুর তালুক কেনারাম পাল তশকীস ২৮৫০/১১
৬৮৫ নং রেজেক্টরী মহাল পিওরই পং প্রতাপভান তালুক রামহরি মজুমদার তশকীস ৩১৬১/০।
৬৯৮ নং রেজেক্টরী মহাল চক মথুরি পং প্রতাপভান তালুক চৌঃ কাশীনাথ পাহাড়ি তশকীস ৪২১/১০
৮০২ নং রেজেক্টরী মহাল তেতুল মুড়ি পং সিপুর তালুক বন্ধু মাইতি ও মধুসূদন মাইতি ও লক্ষ্মীনারায়ণ দাস মহাপাত্র তশকীস ২৪১০/১০

চতুর্থ শ্রেণী অন্য মহালের বাকী আদায় কারণ।

- ৪। ২ নং রেজেক্টরী মহাল গুডচাকলি পং কাশীঘোড়া তালুক তারচান্দ পণ্ডা তশকীস ৫৩৮ ১৮।

W. H. BRODHURST, Collector.

জিলা ভুলুরা।

ইহার দ্বারা সন ১৮৪৫ সনের ১ প্রথম আইনের ৬ ধারার মর্মানুসারে সন্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিলা ভুলুরার নীচের লিখিত মহাল সন ১৮৫৫ সালের লাং ২৮ জুনের দেয় বাকী মালগুজারি ও অন্য২ যে দাওয়া চলিত আইন ও একটক্রমে বাকী মালগুজারির ন্যায় আদায় করণের ছকুম আছে তাহার নিমিত্তে সন ১৮৫৫ সালের ২০ জুলাই মোতাবেক বাদলা সন ১২৬২ সনের ৫ আবেণ রোজ শুক্রবার এই জিলার কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজর নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৫৫ সাল তাং ২৯ জুন।

প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি জমা ধার্যহওয়া মহাল।

৩১০ নং জুজুরি মহাল ঋরিজা পং বৈকুণ্ঠপুর হিম্যা ৫০ আনা মধ্যে তালুক রামচন্দ্র দাস লিখিত মালিক গোরকিশোর গুহ সদর জমা ৩৫০/৫

F. B. SIMSON, Offg. Deputy Collector.

জিলা বাকুরগঞ্জ।

ইহার দ্বারা সন্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিলা বাকুরগঞ্জের নীচের লিখিত মহাল মালগুজারি বাকীর বাবত ইংরেজী ১৮৫৫ সনের ২৫ জুলাই মোতাবেক ১২৬২ সনের ১০ আবেণ রোজ বুধবার এই জেলার কালেক্টরী কাছারিতে বিনাওজর নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৫৫ সন তারিখ ৩০ জুন মোতাবেক ১২৬২ সন তারিখ ১৭ আষাঢ়।

প্রথম শ্রেণী একমুরারি জমা ধার্যহওয়া মহাল।

সাবেক নম্বর ১৫৫৯ হাল নম্বর ১৫৫৭ ঋরিজা পরগনে বোজগ ওমেদপুর ন্যায়মতি হাট মহাল লিখিত মালিক রাজকৃষ্ণ মজুমদার ও রামকৃষ্ণ মজুমদার ও গোপালকৃষ্ণ মজুমদার সদর জমা ১২৯ ১২/২। পাই কোম্পানি

G. C. FLETCHER, Offg. Collector.

জিলা নদীয়া।

সন্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিলা নদীয়ার নীচের লিখিত মহালের মালগুজারি বাকীর বাবত ইং ১৮৫৫ সাল ২৭ জুলাই মোতাবেক সন ১২৬২ সালের ১২ আবেণ শুক্রবার এই জেলার কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৫৫ সাল তারিখ ৫ জুলাই মোং সন ১২৬২ সাল তারিখ ২২ আষাঢ়।

প্রথম শ্রেণী একমুরারি জমা ধার্যহওয়া মহাল।

- ৬৭৩ নং মোং হরিবপুর তাঃ শান্তিপুর মালিক জগৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সদর জমা ১১/১
৬৭৬ নং মোং এ এ মালিক এ সদর জমা ৩৫/৪
৭৩০ নং মোং পালপাড়া চাং কৃষ্ণনগর মালিক নিঃ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সদর জমা ১/৭
৭৭৬ নং মোং ভাত জাঙ্গালা চাং এ মালিক উমাময়ী দেব্যা সদর জমা ১৩/০
৯৪৬ নং মোং দলুইগ্রাম পং মামজোরানি মালিক নিঃ ভৈরবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সদর জমা ৩ ১/৭
৯৪৯ নং মোং এ এ মালিক খোদাবকুল ও পুটী শাহা সদর জমা ২ ১/৩
৯৫২ নং মোং এ এ মালিক কলিমদ্দীন শাহা সদর জমা ৪ ১/১
৯৫৩ নং মোং এ এ মালিক কাদের শাহা সদর জমা ২ ১/২
৯৫৬ নং মোং এ এ মালিক আজিমদ্দীন শাহা সদর জমা ১০/৮
৯৫৭ নং মোং এ এ মালিক রেসাবত শাহা সদর জমা ২
৯৬৯ নং মোং উকিনমাড়া পং পাজনগর মালিক তারাতাঁদ চক্রবর্তী সদর জমা ১ ১/১১
১০২৫ নং মোং বালিশা পং উখড়া মালিক ককীরচাঁদ ও চতুর্ভূজ ও কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী সদর জমা ১৬০/৩
১৬২১ নং মোং পোলতা পং পাজনগর মালিক রামহরি রায় সদর জমা ৩১/৩
৩০২২ নং মোং বৈকুণ্ঠপুর চাং কৃষ্ণনগর মালিক বিষ্ণুচাঁদ রায় খোদা অছি জানবে জয়পতি ও উমাপতি ত্রিলোকপতি তারাপতি গিরিজাপতি কল্যাপতি রায় সদর জমা ৬১/৬
৩০২৪ নং মোং এ চাং এ মালিক শ্যামসুন্দরী দেব্যা সদর জমা ৫৯/৬
ছানি নীলাম।

১৩৭১ নং মোং হুজাপুর পং পলাশী নিঃ আনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় সদর জমা ১৪০/৬

চতুর্থ শ্রেণী অন্য মহালের বাবত মালগুজারির বাকী আদায় কারণ যে মহাল নীলামে ধরা যাইবেক।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ১০ জুলাই।]

৪২১ নং ডিহিং শাদীপুর মালিক অন্তরনিধি তারানিধি দুর্গাদাস মিত্র ও মেঃ ছেন শাবিন কোম্পানি ও লক্ষ্মীদাস মুস্তফী ও সর্বেশ্বর মুস্তফী ও গুরুচরণ বিদ্যাস জীথর জোআর্দার রামামুন্দরী দেবী মে হোয়াইট ইসমিত সাইবের সদর জমা বোল আনা মহাল ২৮২৬৩৫৮৯
এ মহালের মধ্যে লক্ষ্মীদাস মুস্তফীর রকম ১০ আনা নীলাম হইবেক।

C. TOTTENHAM, Collector.

জিলা ময়মনসিংহ।

ইহার দ্বারায় সংবাদ দেওয়া যাইতেছে।

যে জেলা ময়মনসিংহের নীচের লিখিত মহালাত মালপ্রজারির বাকীর বাবতে ইংরেজী ১৮৫৫ সনের ২৬ জুলাই মোতাবেক ১২৬২ সনের ১১ আশ্বিন রোজ বৃহস্পতিবার ঐ জিলার কালেক্টরীতে বিনা ওজরে নীলামে ধরা যাইবেক ইতি ১৮৫৫ সন তারিখ ২৯ জুন মোঃ ১২৬২ সন তাঃ ১৬ আষাঢ়।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারী জমা ধার্য্যহওয়া মহাল।

১৩০১ নং খনকার মাহামুদ আবজল পরগনে কাশীপুর তোজীর লিখিত মালিক রামচন্দ্র গুপ্ত নীলাম খরীদার সদর জমা ৩০৮১১ পাই কোম্পানি।

১৩০২ নং কিং তালুক নেহালচন্দ্র দাস হিং ৥১২৥ গড়া পরগনে কাশীপুর তোজীর লিখিত মালিক মদন-মোহন রায় নীলাম খরীদার সদর জমা ১২ ৭ পাই কোম্পানি।

৪৭৪৮ নং জগন্নাথ দেব তপ্পে রণভাণ্ডাল তোজীর লিখিত মালিক জগন্নাথ দেব সদর জমা ৪৮ ৥ ৭ পাই কোম্পানি।

৪৭৫১ নং মাহামুদ আলী তপ্পে রণভাণ্ডাল তোজীর লিখিত মালিক রামনিধি মুখটী কামলনারায়ণ সেন রাজীবলোচন বসু সদর জমা ৪১/৪ পাই কোম্পানি।

৫৪৩৮ নং পরগনে বড়বাঘ চর আটবরুহা মোতালক নিজ আটবরুহা ও ফুলবাড়ী ও ছাট মামুদপুর ও নগর বরুহা তোজীর লিখিত মালিক নীলকান্ত গোপীনাথ সরকার সদর জমা ১৩১ ৥ ৪ পাই কোম্পানি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জমা ধার্য্য না হওয়া মেয়াদী বন্দোবস্তী মহাল।

৪২২১ নং পরগনে রায় দোম বিল দুদকুড়ী ইস্তক ১২৫৭ সনের চৈত্র লাং ১২৬২ সনের ৩০ চৈত্র মুঃ ৫।১ মাস তোজীর লিখিত মালিক রাজা রামলোচন সিংহ ও রাজা মহেশচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও রাজা শিব-কিশোর সিংহ ও রানী তৈরুদী দেবী সদর জমা ৯০ টাকা কোম্পানি।

৫৪০১ নং পরগনে ইছব সাহী চর দরিয়া কোনার মোতালক চর নাকফাটা ইস্তক ১২৬০ সনের ১ কাঙ্কি লাং ১২৬৫ সনের ৩০ চৈত্র মুঃ ৫।৬ মাস তোজীর লিখিত মালিক তারিণীচরণ শর্মা ও কৃষ্ণলাল শর্মা ও রামলাল শর্মা পাকড়াশী সদর জমা ১৫ ৥ ০ আনা কোম্পানি।

B. H. COOPER, Offg. Collector.

জিলা চব্বিশপরগনা।

ইহা দ্বারায় সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জেলা চব্বিশপরগনার নীচের লিখিত মহালাত মালপ্রজারির বাকী বাবৎ ইংরাজি সন ১৮৫৫ সালের ২৬ জুলাই মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৬২ সাল ১১ আশ্বিন রোজ বৃহস্পতিবার ঐ জেলার কালেক্টরী কাছারিতে বিনাওজর নীলাম ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৫৫ সাল তারিখ ৬ জুলাই মোতাবেক সন ১২৬২ সাল তারিখ ২৩ আষাঢ়।

প্রথম শ্রেণী একমুরারি জমা ধার্য্যহওয়া মহাল।

৫ নং হজুরি মহাল কিঃ পং মাপ্তরাওং কিঃ আদার বাড়িয়াওং লিখিত মালিক তারানাথ রায় চৌধুরীওং সদর জমা ৩১২২ ৥ ৪

৯ নং হজুরি মহাল বাটওয়ারার অধীনস্থ কিঃ পং মাপ্তরাওং কিঃ চেতলাওং লিখিত মালিক কালীপ্রসাদ রায়ওং মোট সদর জমা ৯৫৭ ৥ ১১ টাকার মধ্যে হিস্যা জীনাথ রায় রকম ৥২৫৮ ১৪ আনা।

১৮১ নং হজুরি মহাল কিঃ পং কলিকাতাওং কিঃ নিমতাওং লিখিত মালিক জীরাম রায়ওং সদর জমা ১১২৩ ৥

৬০৫ নং হজুরি মহাল বাটওয়ারার অধীনস্থ কিঃ পং ভালুকা লিখিত মালিক গোবীচরণ ঘোষ মোট সদর জমা ১৪২৪৩৮ টাকার মধ্যে হিস্যা মালিক কালচাঁদ চৌধুরীওং রকম ১৪ ১২ আনা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর গয়ের বন্দবস্তী মহাল।

১১৫৭। ৩৬ নং হজুরি মহাল বিলবজীর ভরাটী লক কিঃ মোজে কৈয়ুড়ি লিখিত মালিক রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীওং সদর জমা ৩৬৪ ৥ ৫

১১৫৭। ৪১ নং হজুরি মহাল বিলবজীর ভরাটী পং বুডন লক মোজে গোয়ালদহা লিখিত মালিক ঐ সদর জমা ২৪২ ৥ ১

E. T. TREVOR, Collector.

CALCUTTA COLLECTORATE NOTICE.

It is hereby notified, that the Eastern Canal or Tolly's Nullah will be re-opened on Saturday, the 7th July, 1855, by the Executive Officer of Canals, and Toll Tickets will be issued from that date, by the Darogahs at Khidderpore and Panspota.

KYLAS CHUNDER DUTT, Offg. Collector.

Calcutta, Collector's Office, the 5th July, 1855.

Government Gazette, 10th July, 1855.

কলিকাতার কালেক্টরীর ইশতিহার।

ইহাতে সম্মান দেওয়া যাইতেছে যে খালের কার্যসম্পাদক সাহেব ১৮৫৫ সালের ৭ জুলাই তারিখ শনিবারে পূর্ন দিগের খাল অর্থাৎ টালির নালী পুনরায় খুলিবেন। ও সেই তারিখ অবধি খিদিরপুরের ও পাশপোতার দা-রোগার মাসুলের টিকিট দিবেন।

শ্রী কৈলাশচন্দ্র দত্ত।

একটি কালেক্টর।

কলিকাতা। কালেক্টরী কাছারী। ১৮৫৫ সাল ৫ জুলাই।

CALCUTTA COLLECTORATE NOTICE.

1. Whereas under the orders of Government, No. 505 of the 4th April, 1855, communicated to this office, by the Commissioner of the Nuddea Division, Rule 3d of the Canal Demurrage Rules of the 22nd August, 1853, having been modified, the modified Rule is hereby published for the information of the Public.

Modified Rule.

2. "Boats undergoing repair in the Docks adjoining the Circular Canal or in such places, adjoining the Eastern Canal, as may be appointed by the Collector, shall while so undergoing repair, be charged at the rate of one-sixteenth of the Demurrage prescribed in Rule 2d."

3. To prevent any misconstruction of the modified Rule it is hereby explained, that in the case of a Boat of 1000 Maunds, the owner would pay 5 Rs. for admission into the Canal, and be allowed 9 days within which it must pass out, or pay Demurrage at the rate of Rs. 2-8 per diem. In the event of the Boat requiring repair and resort being had to the Dock for that purpose, the charge will be under the present Rule, 10 Annas per diem or Rs. 6½ for 10 days, but under the modification now sanctioned, it would be 2½ Annas per diem or Rs. 1-9 for the 10 days.

4. The local officer in charge of the Docks, will grant Admission Tickets to the Docks from the 1st August, 1855. The Tickets will be numbered in the Collector's Office. The first half will be cut off and given to the owner of the Vessel entering the Dock, and the second half or counterpart, with the Canal Ticket held by him, will be returned to the Collector's Office, where it will remain in deposit until the owner wishes to take his Boat out of the Dock. On the day before that date, he will apply to the local officer, who will obtain the return of the Canal Ticket, and having noted on its reverse the date of exit from the Dock, will return it to the owner or manager, taking back the first half of the Dock Ticket from him and sending it to this Office.

KYLAS CHUNDER DUTT, Officiating Collector.

Calcutta, Collector's Office, the 22d June, 1855.

এস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী মোতালকে শহর কলিকাতা বৈঠক শ্রীযুত বাবু কৈলাশচন্দ্র দত্ত
একটি কালেক্টর।

যেহেতু গবর্ণমেন্টের সন ১৮৫৫ সালের ৪ আপ্রিল তারিখের ৫০৫ নম্বরের অনুমতি যাহা নদীয়া ডিবিজানের শ্রীলক্ষ্মীযুত কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা সমাগত হইল তাহাতে সন ১৮৫৩ সালের ২২ আগষ্ট তারিখের প্রকাশিত নিয়মের তিন নিয়ম সংশোধিত হওয়ায় এই সংশোধিত নিয়ম সর্ব সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে নিম্নে লেখা গেল।

সংশোধিত নিয়ম।

নিয়ম ৩। ৩ সারকিউলর খালের সম্মুখে যে ডাক আছে তাহাতে এবং ইফরগখালে অর্থাৎ টালির নালার মধ্যে শ্রীযুত কালেক্টর সাহেব যে স্থান চিহ্নিত করিয়া দিবেন তথায় নৌকা মেরামত হইতে পারিবেক ও মেরামতির নিমিত্তে এই স্থানে যত দিন নৌকা থাকে তাহার গহিরি মাসুল দ্বিতীয় নিয়মের ১৬ অংশের একাংশ হিসাবে দিতে হইবেক ইতি।

উক্ত নিয়মের মর্ম এই যে এক হাজার মোনি নৌকা খালে প্রবর্ত কালীন ৫৭ টাকা মাসুল দিতে হয় ও নয় দিবস খালহইতে বাহির হওনের সময় পরে তাহার অন্যথা হইলে ফি দিবস ২১০ টাকা গহিরি দেয় বদ্যপি-স্যাং উক্ত নৌকা মেরামত করা প্রয়োজন হয় তবে একগকর দস্তানুসারে রোজানা ১৮ দশ আনা হিসাবে ১০ দিনে ৬১০ টাকা গহিরি আদায় করে কিন্তু উপরের লিখিত সংশোধিত লুকমানুসারে রোজানা ৮১০ আনা হিসাবে দশ দিনে কেবল ১৮০ টাকা গহিরি আদায় করিতে হইবেক।

মফঃসলে যে আমলার জিম্মায় উক্ত ডাক থাকিবেক সে ব্যক্তি আগত ১ পয়লা আগষ্টহইতে ডাকে প্রবেশ করণের টিকিট প্রদান করিবেক সেই সকল টিকিট অত্র কাছারিহইতে নম্বর দিয়া উক্ত আমলার নিকট পাঠান যাইবেক টিকিটের প্রথম খণ্ড কাটিয়া নৌকার মালিককে দিবেক এবং তাহার নিকট খালের টোল টিকিট ফেরত লইয়া ডাকের টিকিটের বাকী অর্ধেকাংশ সমেত অত্র কাছারিতে রোজ বরোজ পাঠাইয়া দিবেক এবং উক্ত খালের টোল টিকিট অত্র কাছারিতে আমানত থাকিবেক পরে ডাকহইতে নৌকা বাহির হওনের পূর্ন দিনে নৌকার মালিক কিম্বা মাজির প্রার্থনামতে উপরের লিখিত আমলা এতেনা করিয়া খালের টোল টিকিট বাহা এখানে আমানত

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ১০ জুলাই।]

ছিল তাহা ফেরত লইয়া তাহার পৃষ্ঠে ডাকহইতে নৌকা বাহির হওনের তারিখে লিখিয়া উক্ত টিকিট ফেরত দিবেন এবং তাহার নিকট ডাকের যে অঙ্কায়ন টিকিট ছিল তাহা ফেরত লইয়া পাঠাইবে ইতি ১৮৫৫ সাল তারিখ ২৩ জুন।

শ্রীকৈলাশচন্দ্র দত্ত এক্টিং কালেক্টর।

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENT.

সাধারণ ব্যক্তিদের ইশ্তিহার।

বিজ্ঞাপন।

আমি ইহার দ্বারা সর্ব সাধারণ খেবরাজ ও লাখেরাজের দখলকারগণকে বিশেষতঃ কাল্যাচাঁদ মোষ ও দুর্গাচরণ মল্লিকগণের প্রজাদিগকে জানাইতেছি যে আমার জমিদারী পঃ উখড়ার ডিঃ দিঘলগ্রামের অন্তর্গত ষড় মৌজার একজাই জরীপ সমাপন হইয়াছে যদি কোন লাখেরাজদারের লাখেরাজ জমী মালের শামিল কিম্বা এক প্রজার জমী অন্য প্রজার নামে কিম্বা যে জমী যাহার যোত দখল নহে তাহার নামে জরীপ হইয়া থাকে অথবা জমীর রকমের কোন ফেরফার হইয়া থাকে কিম্বা জমীর পরিমাণের কমিবেশী হইয়া থাকে তবে আমার নাএবের নিকট ১৫ দিবস মধ্যে জানাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার পরতাল জরীপ ও তদন্ত করিয়া দুরস্ত হইবেক যদি উক্ত নিয়ম মধ্যে কেহ কোন আপত্তি না জানায় তবে তাহার কোন ওজর কোন স্থানে গ্রাহ্যযোগ্য হইবেক না এবং এই নিয়ম গণ্ডে খতিয়ান ও নিবন্ধ মুরত জমাবন্দী আমলে আনিবেক।

শ্রী রাধানাথ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার ডিঃ দিঘলগ্রাম।

[Government Gazette, 10th July, 1855.]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জে সি মরে সাহেবকর্তৃক মুদ্রিত হইল।

No. 1383.
FORT WILLIAM,
CIVIL AUDITOR'S OFFICE.
THE 12TH JUNE, 1855.
NOTIFICATION.

Most Noble the Governor General in Council the Financial Department, under date the 12th September, 1854, having decided, that the use of this office with reference to the salaries of Uncovenanted Officers when transferred from one district to another in charging salaries only from the date of their joining their new appointment, and not from the date of their relief from the old posts is wrong. All officers having to draw pay bills are hereby required to take special notice of this decision. The following instructions are given for their information and guidance.

When an Uncovenanted Officer quits a post, for another district, to which a higher salary is attached, the controlling officer of the new post shall draw the salary for the time between quitting of the old office, and the joining of the new one, at the rate of the salary appertaining to the old office, but not for the full salary of the new appointment, until the officer transferred has actually joined his new office, when he shall draw for the full amount of his new salary.

W. P. PALMER, Civil Auditor.

NOTIFICATIONS.

ORDERS BY THE SUDDER DEWANNY
ADAWLUT.

APPOINTMENTS.

The 6th July, 1855.

Moulvie Shookoor Ali, Moonsiff of Satkaneeah, Moonsiff of Futtickcherry, and Moulvie Abul Jabbur, Moonsiff of Futtickcherry to be Moonsiff of Satkaneeah, Zillah Chittagong. Baboo Gungakant Mookerjee, (who has obtained a Diploma) to officiate as Moonsiff of Tallah, Zillah Jessore.

LEAVES OF ABSENCE.

The 6th July, 1855.

Baboo Gourchunder Muijoomdar, Moonsiff of Tallah, Zillah Jessore, for one month, in extension of leave granted on the 4th ultimo, on Medical Certificate.

Syud Moazum Hossein, Moonsiff of Sunkerposh, Zillah Sylhet, for one month.

The 7th July, 1855.

Baboo Oomachurn Mitter, Moonsiff of Kalooe, Zillah Jessore, for four months, from the 25th July last.

[Government Gazette, 17th July, 1855.]

১৮৫৫ নম্বর।

ফোর্ট উলিয়াম।

সিভিল অডিটর সাহেবের দফতরখানা।

১৮৫৫ সাল ১২ জুন।

বিজ্ঞাপন।

ইজুর কোন্সেলে শ্রীযুত মোর্টে নোবেল গবর্নর বাহাদুর ফিন্যান্সিয়াল ডিপার্টমেন্টে ১৮৫৪ সালে সেপ্টেম্বর তারিখে নির্যাস করিয়াছেন যে, কার্যকারকেরা এক জিলাহইতে অন্য জিলাহ লে তাঁহারদের বেতনের বিষয়ে এই দফতরখানায় যে রীতি চলন আছে, অর্থাৎ তাঁহারদের পুরাতন পদ অন্য ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিবার তারিখঅবধি তাঁহারদের বেতনের হিসাব না ধরিয়া তাঁহারদের নূতন পদের কর্মে প্রবর্ত্তহওয়ার তারিখঅবধি তাঁহারদের বেতনের হিসাব করিবার যে রীতি তাহা অশুদ্ধ। অতএব মাহিয়ানার বিল যে সকল কার্যকারক সাহেবেরদের অর্পণ করিতে হয় তাঁহারদিগকে এই নির্যাসের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবার আদেশ হইতেছে। তাঁহারদের বিজ্ঞাপনের ও কর্মের নিয়ম দর্শাইবার জন্যে নীচের লিখিত উপদেশ দেওয়া যাইতেছে।

যখন অচিহ্নিত কার্যকারক এক পদ ত্যাগ করিয়া অন্য জিলাহে আরো উচ্চ বেতনের পদে নিযুক্ত হন, তখন ঐ নূতন জিলাহ কর্তৃককার্য কার্যকারক সাহেব, ঐ অচিহ্নিত কার্যকারকের পুরাতন পদ ত্যাগ করিবার সময়াবধি নূতন পদের কর্মে প্রবর্ত্ত না হওনপর্যন্ত তাঁহার পুরাতন পদের বেতনের হিসাবমতে তাঁহার বেতন লইবেন। কিন্তু স্থানান্তরে নিযুক্ত সেই কার্যকারক আপন নূতন পদের কর্মে যেপর্যন্ত নিতান্ত প্রবর্ত্ত না হন সেইপর্যন্ত ঐ নূতন পদের সম্পূর্ণ বেতন পাইবেন না। নূতন পদের কর্মে প্রবর্ত্ত হইলে সেই পদের সম্পূর্ণ বেতন পাইবেন।

ডবলিউ পি পামর।

সিভিল অডিটর।

বিজ্ঞাপন।

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৫ সাল ৬ জুলাই।

জিলা চাটিগাঁয়ের সাতকানিয়ার মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী সুকুর আলী ফটিকচারির মুনসেফ হইবেন। এবং ফটিকচারির মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী আবদুল জব্বার সাতকানিয়ার মুনসেফ হইবেন।

যোগ্যতার পত্রপ্রাপ্ত শ্রীযুত বাবু গঙ্গাকান্ত মুখুযা জিলা যশোহরের তালার মুনসেফী কর্মে নির্যাস করিবেন।

ছুটি।

১৮৫৫ সাল ৬ জুলাই।

জিলা যশোহরের তালার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গৌরচন্দ্র মজুমদার চিকিৎসকের সার্টিফিকেটক্রমে গত মাসের ৪ তারিখে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত এক মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

জিলা ছিলেটের শব্দরপোশার মুনসেফ শ্রীযুত ইমরদ মওয়াজম হুসেন এক মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

• ১৮৫৫ সাল ৭ জুলাই।

জিলা যশোহরের কালুপোলের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু উমাচরণ মিত্র গত মে মাসের ২৫ তারিখঅবধি চারি মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

The 9th July, 1855.

Ornochunder Banerjee, Moonsiff of
East Burdwan, for the 23d instant.

C. T. BUCKLAND, Register.

রাজকর্মে নিয়োগ।

১১৭৭ নম্বর।

বাহাদুর দেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহে-
বের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৫ সাল ২৩ জুন।

বিতীয় অর্থাৎ দক্ষিণ এলাকার রাজস্বসম্পর্কীয় সরবে-
র জিহুত মেজর আর স্মিথ সাহেব (Major R. Smyth,) এ
জিলার জরীপের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইবেন।

চতুর্থ অর্থাৎ পশ্চিম এলাকার রাজস্বসম্পর্কীয় সরবে-
র জিহুত ক্যাপ্টান জে ই গাস্ট্রেল সাহেব (Captain J. E.
Gastrell,) বাঁকড়া জিলাতে ১৮৩৩ সালের ২ আইনম-
তের ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

ছুটি।

১৮৫৫ সাল ২৫ জুন।

ত্রিপুরার সিভিল অসিস্ট্যান্ট চিকিৎসক জিহুত ডাক্তার
টি ডুকা সাহেব (Dr. T. Duka,) ই মোকামের চিকিৎ-
সকতা কর্মের ভার দাতব্য ঔষধালয়ের কর্মের ভারপ্রাপ্ত
কার্যকারকের প্রতি অর্পণ করিয়া আগামি আগষ্ট মা-
সের ৮ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

১৮৫৫ সাল ২৭ জুন।

প্রথম অর্থাৎ উত্তর এলাকার জরীপের সুপারিন্টেন্ডেন্ট
জিহুত ই জি বর্চ সাহেব (Mr. E. G. Birch,) আপনার
কর্মের ভার চতুর্থ অর্থাৎ পশ্চিম এলাকার জরীপের সুপ-
ারিন্টেন্ডেন্ট জিহুত জে ওয়াটসন সাহেবের (Mr. J.
Watson,) প্রতি অর্পণ করিয়া স্বীয় কর্মোপলক্ষে দুই মা-
সের ছুটি পাইয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থানপর্যন্ত জিহুত
ওয়াটসন সাহেব আপন কর্মের অতিরিক্ত তাঁহার কর্মও
নির্বাহ করিবেন।

ডবলিউ গ্রে।

বাহাদুর দেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

১২০৮ নম্বর।

বাহাদুর দেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের
হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৫ সাল ২৯ জুন।

জিহুত ডবলিউ জে পাথর সাহেব (Mr. W. J. Pal-
mer,) নদীয়া জিলাতে দলীলদস্তাবেজের রেজিস্ট্রার ও
বিবাহের রেজিস্ট্রার হইবেন।

জিহুত মোলবী নাজিরুদ্দীন মহম্মদের অনুপস্থান কিম্বা
অন্য হুকুম না হওনপর্যন্ত জিহুত বাবু নবীনকৃষ্ণ পালিত
ফরিদপুরের প্রধান সদর আমিনের কর্ম নির্বাহ করি-
বেন।

১৮৫৫ সাল ৩০ জুন।

পাঠশালার তত্ত্বাবধারক জিহুত হজসন প্রাট সাহেব
(Mr. Hodgson Pratt,) স্বীয় পদোপলক্ষে রাজশাহী
ও মালদহ ও মুরশিদাবাদ ও বীরভূম ও বাঁকড়া ও বর্ধ-
মান ও নদীয়া ও হুগলী ও হাবড়া ও মেদিনীপুর জিলাতে
বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির মেম্বর হইবেন।

জিহুত ডবলিউ এচ সুইটলাও সাহেব (Mr. W. H.

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ১৭ জুলাই।]

১৮৫৫ সাল ২ জুলাই।

জিলা পূর্ব বর্ধমানের কাইতীর মুনসেফ জিহুত বাবু
পূর্ণচন্দ্র বাঁড়ুয়া বর্ধমান মাসের ২৩ তারিখের ছুটি পাই-
য়াছেন।

সি টি বকলাঙ। রেজিস্ট্রার।

Sweetland,) জিলাটে গুদারার নৌকার দ্বারা প্রাপ্ত কা-
জিল টাকা ব্যয় করণের কমিটির মেম্বর হইবেন।

জিহুত এচ ডবলিউ কুক সাহেব (Mr. H. W. Cooke,)
তেহতা স্থানে আমিনের সব-ডেপুটি এজেন্টের কর্ম নি-
র্বাহ করিবেন। জিহুত কুক সাহেব বেহার জিলার মধ্যে
১৮৩৩ সালের ২ আইনমতের ডেপুটি কালেক্টরের
ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

ছুটি।

১১৫৫ সাল ২৭ জুন।

চাটিগাঁয়ের কালেক্টর জিহুত জে ই এস লিলি সাহেব
(Mr. J. E. S. Lillie,) গত মাসের ৪ তারিখ অবধি ২২
তারিখপর্যন্ত ছুটি পাইয়াছেন।

১৮৫৫ সাল ৩০ জুন।

ত্রিহুতের সদর আমিন ও ফতওয়াদারক জিহুত মুন্সী
ইরাদৎ আলী গত আগ্রিল মাসের ২৪ তারিখে যে ছুটি
পান তদতিরিক্ত ছয় সপ্তাহের ছুটি পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৫ সাল ২ জুলাই।

সিভিলসম্পর্কীয় সিরিশতার জিহুত সি এচ কামেল সা-
হেব ও জিহুত আর ও হেউড সাহেব (Messrs. C. H.
Campbell and R. O. Haywood,) নিয়মিত ছুটি লইয়া
ইউরোপে গমনের অনুমতি পাইয়াছেন।

ডবলিউ গ্রে।

বাহাদুর দেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

১২২১ নম্বর।

বাহাদুর দেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহে-
বের হুকুম।

ছুটি।

১৮৫৫ সাল ৩ জুলাই।

নদীয়ার কালেক্টর জিহুত সি টটেনহাম সাহেব (Mr.
C. Tottenham,) আপন কর্মের ভার জিহুত এচ এ কা-
ক্রেল সাহেবের (Mr. H. A. Cockerell,) প্রতি অর্পণ
করিয়া দুই মাসের ছুটি পাইয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থান
কি অন্য হুকুম না হওনপর্যন্ত জিহুত কাক্রেল সাহেব
নদীয়ার কালেক্টরের কর্ম নির্বাহ করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৫ সাল ৬ জুলাই।

১৮৪২ সালের ৩০ মার্চ তারিখের গবর্নমেন্ট গেজেটে
৩৪৭ নম্বরের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইয়াছিল তদুপলক্ষে
ইহাতে সকল লোককে জ্ঞাত করিবার নিমিত্তে সন্ধান দে-
ওয়া যাইতেছে যে, জিহুত মহারাজী বিকটোরিয়ার ১৭
ও ১৮ বৎসরের ১০৪ অধ্যায়ের ৩০ ধারার বিধানমতে হা-
সিলের কালেক্টর সাহেবের পরিবর্তে মাস্টার আট্টেন্ডেন্ট
সাহেব কলিকাতার বন্দরে ব্রিটনীয় জাহাজ রেজিস্ট্রারী
করিবার জন্যে জাহাজের রেজিস্ট্রার হইয়াছেন।

ডবলিউ গ্রে।

বাহাদুর দেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

১২৪২ নম্বর।

বঙ্গলা দেশের জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের
জুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৫ সাল ২ জুলাই।

জীবিত এচ সি হামিলটন সাহেব (Mr. H. C. Hamilton.) বারাগমের আফিসের এজেন্ট হইবেন।

জীবিত আর হামটন সাহেব (Mr. R. Hampton.) তমলুকে নিমকের এজেন্ট ও নিমকচৌকীর সুপারিন্টে-
ন্ডেন্ট হইবেন।

জীবিত এচ সি হালকেট সাহেব (Mr. H. C. Halkett.) বাকরগঞ্জের কালেক্টর হইবেন।

জীবিত আর এচ রসেল সাহেব (Mr. R. H. Russell.) ত্রিপুরার কালেক্টর হইবেন কিন্তু অন্য জুকুম না হওন-
পর্যন্ত তিনি চাটিগাঁয়ের অতিরিক্ত সিবিল ও সেশন
জজের কর্ম নিরূহ করিতে থাকিবেন।জীবিত ই এফ লাটুর সাহেব (Mr. E. F. Lautour.) মালদহের জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হই-
বেন কিন্তু অন্য জুকুম না হওনপর্যন্ত তিনি ব্রিজহের
কালেক্টরের কর্ম নিরূহ করিতে থাকিবেন।

জীবিত ই ই উডকক সাহেব (Mr. E. E. Woodcock.) ভাগলপুরের কালেক্টর হইবেন।

জীবিত এফ আর কক্কেল সাহেব (Mr. F. R. Cocke-
rell.) দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কা-
লেক্টর হইবেন।

১৮৫৫ সাল ৬ জুলাই।

জীবিত এচ সি রিচার্ডসন সাহেব (Mr. H. C. Richard-
son.) ভাগলপুরের মাজিস্ট্রেট হইবেন।জীবিত ই সি ক্রাস্টার সাহেব (Mr. E. C. Craster.) পূর্বে বর্জমানের মাজিস্ট্রেট হইবেন কিন্তু অন্য জুকুম না
হওনপর্যন্ত তিনি মালদহের জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি
কালেক্টরের কর্ম নিরূহ করিতে থাকিবেন।জীবিত এচ এ আর আলেকজান্ডার সাহেব (Mr. H. A.
R. Alexander.) বাকরগঞ্জের মাজিস্ট্রেট হইবেন।জীবিত এচ মসপ্রাট সাহেব (Mr. H. Muspratt.) দ্বি-
তীয় শ্রেণীর জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হই-
বেন।

১৮৫৫ সাল ৭ জুলাই।

নীচের লিখিত সাহেবেরা মুরশিদাবাদে গুদারার নৌ-
কার দ্বারা প্রাপ্ত ফাজিল টাকা ব্যয় করণের কমিটির
মেম্বর হইবেন।জীবিত লেপ্টেনেন্ট কর্নেল জি এচ ম্যাকগ্রেগর সাহেব, সি,
বি। (Lieut. Col. G. H. Macgregor, C. B.)

” আর আবরক্রমি সাহেব। (Mr. R. Abercrombie.)

” অনরবিল এ ইডন সাহেব। (The Hon'ble A.
Eden.)

” জি জাকসন সাহেব। (Mr. G. Jackson.)

” এচ লেনার্ড সাহেব। (Mr. H. Leonard.)

১৮৫৫ সাল ৯ জুলাই।

নীচের লিখিত সাহেবেরা বাকরগঞ্জে গুদারার নৌকার
দ্বারা প্রাপ্ত ফাজিল টাকা ব্যয় করণের কমিটির মেম্বর হই-
বেন।

জীবিত এফ বি কেম্প সাহেব। (Mr. F. B. Kemp.)

জীবিত জি সি ফ্লেচার সাহেব। (Mr. G. C. Fletcher.)
[Government Gazette, 17th July, 1855.]

ছুটি।

১৮৫৫ সাল ২ জুলাই।

বোর্ড রেবিনিউর মেম্বর জীবিত এচ রিকিটস সাহেব
(Mr. H. Ricketts.) গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৬ তারি-
খের জুকুমমতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত মাড়ে ঢোরি মা-
সের ছুটি পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৫ সাল ২ জুলাই

সিবিলসম্পর্কীয় সিরিশতার
সাহেব ও জীবিত সি এচ ক্যাম্পবেল সাহেব
হেউড সাহেব (Messrs. H. S. Raven
Campbell, and R. O. Heywood.) “বেটীক
বাফীয়া জাহাজে বর্জমান মাসের ৬ তারিখে ভারতবর্ষ-
হইতে প্রস্থান করিয়াছেন এমত রিপোর্ট করেন।

১২৪৩ নম্বর।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৫ সাল ৯ জুলাই।

১৮৫৭ সালের ১ জানুয়ারি তারিখ অবধি ও তাহার
পরে, কোন ব্যক্তি স্বদেশীয় ভাষা লিখিতে ও পড়িতে
না পারিলে, কোন দফতরখানার কি সিরিশতার প্রধান
কার্যকারক তাহাকে মফঃসলের আইনের অধীন কোন
জিলাতে সরকারী কর্মের ছয় টাকার অধিক বেতনের
কোন পদে নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু যদি কোন স্থলে
বিশেষতঃ বৃহত্তর বুদ্ধিমা এই বিধি স্থগিত করা উপযুক্ত হয়,
তবে গবর্নমেন্ট, কিম্বা গবর্নমেন্টহইতে উপযুক্ত ক্ষমতা-
প্রাপ্ত হওয়া কোন কার্যকারক সাহেব সেই স্থলে এই বিধি
স্থগিত করিতে পারিবেন।আরো মফঃসলের নানা কার্যকারকদিগকে এই আ-
দেশ হইতেছে যে, কোন পদের যত অল্প বেতন হউক,
যাহারা লিখনপঠন না জানে তাহারদের অগ্রে, লিখিতে
ও পড়িতে ক্ষমতাপন্ন লোক সেই পদে নিযুক্ত হয়। কিন্তু
যদি সেই ক্ষমতা বিবেচনা না করিবার স্পষ্ট কারণ থাকে,
তবে লিখিতে ও পড়িতে অক্ষম লোকও নিযুক্ত হইতে
পারে।যে স্থলে কোন ব্যক্তিকে কর্মে নিযুক্ত করিবার পূর্বে
কোন কার্যকারক সাহেবপ্রভৃতির আপনার উপরিস্থ কা-
র্যকারক সাহেবের সম্মতি পাইবার প্রয়োজন থাকে, এমত
স্থলে যে নকশামতে মনোনীত ব্যক্তির চেহারার ফর্দ
করিবার আজ্ঞা হইয়াছে সে নকশার ১০ ঘরে এই মনো-
নীত ব্যক্তি “বিদ্যাভ্যাসেতে কিছু নৈপুণ্য ও পাঠশালায়
কিম্বা কালেজে সমুদয়মুচক কোন চিহ্ন” প্রাপ্ত হইলে
তাহা নির্দিষ্ট করিতে হইবেক। ও সেই ঘরের শিরো-
ভাগের লিখিত কথা প্রয়োজনমতে পরিবর্তন করিতে
হইবেক।মনোনীত ব্যক্তিরদের চেহারার ফর্দের নকল তিন
মাসে সর্ব সাধারণের বিদ্যাধ্যাপনের ডিরেক্টর সাহে-
বের নিকটে পাঠাইতে হইবেক।

ডবলিউ গ্রে।

বঙ্গলা দেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

CALCUTTA COLLECTORATE NOTICE.

In re-publishing the Ground-rent Redemption Notice of the 1st March, 1853, the Officiating Collector of Calcutta, invites owners of Holdings, to avail themselves of the opportunity offered to obtain Rent-free Certificates, without loss of time. A petition, on plain paper, tendering the amount of purchase money, is all that is required, and if the Holding has been recorded in the name of the Applicant, a Certificate will be immediately issued.

KYLAS CHUNDER DUTT, *Offg. Collector.*

Calcutta, Collector's Office, the 11th July, 1855.

কলিকাতার কালেক্টরীর ইশতিহার।

এইতে নিম্নকৃত পাইবার বিষয়ে ১৮৫৩ সালের ১ মার্চ তারিখের বিজ্ঞাপন পুনরায় প্রকাশ করিয়া এক্ষণে কালেক্টর ভূমির মালিকদিগকে আবেদন করিতেছেন যে তাহারা এই সুযোগমতে রাজস্বের সর্টিফিকেট পাইবার জন্য অগোপনে উদ্যোগ করেন। এই বিষয়ে কেবল এই প্রয়োজন যে তাহারা শাদা কাগজে দরখাস্ত লিখিয়া যত টাকা দিলে ভূমি নিষ্কৃতি হয় তাহা দেন। তাহা হইলে ভূমি যদি দরখাস্তকারির নামে লেখা গিয়া থাকে তবে সর্টিফিকেট তৎক্ষণাৎ দেওয়া যাইবেক।

শ্রী কৈলাশচন্দ্র দত্ত।

এক্টিং কালেক্টর।

কলিকাতা। কালেক্টরী কাছারী। ১৮৫৫ সাল ১১ জুলাই।

NOTICE.

The Government having expressed its readiness to permit the redemption of ground-rents at 15 years' purchase, on Lands in the Town of Calcutta, assessed under Act XXIII. of 1850, or of which the previous assessment has been recognized as valid under that Act, it is hereby notified that applications for redeeming may at once be filed in the Collector's Office, and that on payment of the purchase money, a Certificate of Redemption in legal form will be given to the Purchaser.

(Signed) F. A. LUSHINGTON, *Collector.*

Calcutta, Collector's Office, the 1st March, 1853.

বিজ্ঞাপন।

সর্ব সাধারণ ব্যক্তিদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সন ১৮৫০ সালের ২৩ আক্টোবর মর্মানুসারে শহর কলিকাতার মধ্যস্থিত যে সকল ভূমি বন্দবস্ত হইয়াছে অথবা যে সকল ভূমির মালিক রাজস্ব উক্ত আইনের বিধানক্রমে দাখিল আছে ঐ সকল ভূমির ১৫ পোনের বৎসরের অবধারিত রাজস্ব এককালীন প্রাপ্ত হইলে তাহা রাজস্বহইতে একেবারে নিষ্কৃতি দেওনে সরকার বাহাদুর সম্মত হইয়াছেন অতএব এরূপ নিষ্কৃতি পাওনের দরখাস্ত সকল কলিকাতার কালেক্টরী কাছারিতে অবিলম্বে উপস্থিত করিতে হইবেক এবং পনের টাকা দাখিল হইলে খরিদারদিগকে না-খরাজি সনন্দ আইনমত দেওয়া যাইবেক ইতি।

CALCUTTA COLLECTORATE NOTICE.

It is hereby notified, that the Eastern Canal or Tolly's Nullah will be re-opened on Saturday, the 7th July, 1855, by the Executive Officer of Canals, and Toll Tickets will be issued from that date, by the Darogahs at Khiderpore and Panspota.

KYLAS CHUNDER DUTT, *Offg. Collector.*

Calcutta, Collector's Office, the 5th July, 1855.

কলিকাতার কালেক্টরীর ইশতিহার।

ইহাতে সন্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে খালের কার্যসম্পাদক সাহেব ১৮৫৫ সালের ৭ জুলাই তারিখ শনিবারে পূর্বে দিগের খাল অর্থাৎ টালির নাল পুনরায় খুলিবেন। ও সেই তারিখঅবধি খিদিরপুরের ও পাঁশপোতার দা-রোগারী বাসুলের টিকিট দিবেন।

শ্রী কৈলাশচন্দ্র দত্ত।

এক্টিং কালেক্টর।

কলিকাতা। কালেক্টরী কাছারী। ১৮৫৫ সাল ৫ জুলাই।

CALCUTTA COLLECTORATE NOTICE.

1. Whereas under the orders of Government, No. 505 of the 4th April, 1855, communicated to this office, by the Commissioner of the Nuddea Division, Rule 3d of the Canal Demurrage Rules of the 22nd August, 1853, having been modified, the modified Rule is hereby published for the information of the Public.

Modified Rule.

2. "Boats undergoing repair in the Docks adjoining the Circular Canal or in such places, adjoining the Eastern Canal, as may be appointed by the Collector, shall while so undergoing repair be charged at the rate of one-sixteenth of the Demurrage prescribed in Rule 2d."

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ১৭ জুলাই।]

3. To prevent any misconception of the modified Rule it is hereby explained, that in the case of a Boat of 1000 Maunds, the owner would pay 5 Rs. for admission into the Canal, and be allowed 9 days within which it must pass out, or pay Demurrage at the rate of Rs. 2-8 per diem. In the event of the Boat requiring repair and resort being had to the Dock for that purpose, the charge will be under the present Rule, 10 Annas per diem or Rs. 6½ for 10 days, but under the modification now sanctioned, it would be 2½ Annas per diem or Rs. 1-9 for the 10 days.

4. The local officer in charge of the Docks, will grant Admission Tickets to the Docks from the 1st August, 1855. The Tickets will be numbered in the Collector's Office. The first half will be cut off and given to the owner of the Vessel entering the Dock, and the second half or counterpart, with the Canal Ticket held by him, will be returned to the Collector's Office, where it will remain in deposit until the owner wishes to take his Boat out of the Dock. On the day before that date, he will apply to the local officer, who will obtain the return of the Canal Ticket, and having noted on its reverse the date of exit from the Dock, will return it to the owner or manager, taking back the first half of the Dock Ticket from him and sending it to this Office.

KYLAS CHUNDER DUTT, *Officiating Collector.*

Calcutta, Collector's Office, the 22d June, 1855.

এক্কাহারনামা কাছারি কালেক্টরি মোতালকে শহর কলিকাতা বৈঠক শ্রীযুত বাবু কৈলাশচন্দ্র দত্ত
এক্টিং কালেক্টর।

যেহেতু গবর্ণমেন্টের সন ১৮৫৫ সালের ৪ অপ্রিল তারিখের ৫০৫ নম্বরের অনুমতি যাহা নদীয়া ডিবিজানের
শ্রীলক্ষ্মীযুত কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা সমাগত হইল তাহাতে সন ১৮৫৩ সালের ২২ আগষ্ট তারিখের প্রকাশিত নি-
য়মের তিন নিয়ম সংশোধিত হওয়ার ঐ সংশোধিত নিয়ম সর্ব সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে নিম্নে লেখা গেল।

সংশোধিত নিয়ম।

নিয়ম ৩। ৩ মারকিউলর খালের সম্বন্ধে যে ডাক আছে তাহাতে এবং ইফ্টরুখালে অর্থাৎ টালির নালার
মধ্যে শ্রীযুত কালেক্টর সাহেব যে স্থান চিহ্নিত করিয়া দিবেন তথায় নৌকা ঘেরামত হইতে পারিবেক ও ঘেরামতির
নিমিত্তে ঐ স্থানে যত দিবস নৌকা থাকে তাহার গহিরি মাসুল দ্বিতীয় নিয়মের ১৬ অংশের একাংশ হিসাবে
দিতে হইবেক ইতি।

উক্ত নিয়মের মর্ম এই যে এক হাজার মোনি নৌকা খালে প্রবর্ত কালীন ৫১ টাকা মাসুল দিতে হয় ও নয়
দিবস খালহইতে বাহির হওনের সময় পরে তাহার অন্যথা হইলে ফি দিবস ২১০ টাকা গহিরি দেয় যদ্যপি-
ম্যৎ উক্ত নৌকা ঘেরামত করা প্রয়োজন হয় তবে একনকার দস্তরানুসারে রোজানা ১৮ দশ আনা হিসাবে ১০ দিনে
৬১০ টাকা গহিরি আদায় করে কিন্তু উপরের লিখিত সংশোধিত লক্ষমানুসারে রোজানা ১১০ আনা হিসাবে দশ
দিনে কেবল ১১০ টাকা গহিরি আদায় করিতে হইবেক।

যফসলে যে আমলার জিম্মায় উক্ত ডাক থাকিবেক সে ব্যক্তি আগত ১ পয়লা আগষ্টহইতে ডাকে প্রবেশ
করণের টিকিট প্রদান করিবেক সেই সকল টিকিট অত্র কাছারিহইতে নয়র দিয়া উক্ত আমলার নিকট পাঠান
যাইবেক টিকিটের প্রথম খণ্ড কাটিয়া নৌকার মালিককে দিবেক এবং তাহার নিকট খালের টোল টিকিট ফেরত
লইয়া ডাকের টিকিটের বাকী অর্দ্ধেকাংশ সমেত অত্র কাছারিতে রোজ বরোজ পাঠাইয়া দিবেক এবং উক্ত খালের
টোল টিকিট অত্র কাছারিতে আমানত থাকিবেক পরে ডাকহইতে নৌকা বাহির হওনের পূর্বে দিনে নৌকার মা-
লিক কিম্বা মাজির প্রার্থনামতে উপরের লিখিত আমলা এন্তলা করিয়া খালের টোল টিকিট যাহা এখানে আমানত
ছিল তাহা ফেরত লইয়া তাহার পৃষ্ঠে ডাকহইতে নৌকা বাহির হওনের তারিখে লিখিয়া উক্ত টিকিট ফেরত দি-
বেক এবং তাহার নিকট ডাকের যে অর্দ্ধাংশ টিকিট ছিল তাহা ফেরত লইয়া পাঠাইবে ইতি ১৮৫৫ সাল ডা-
রিখ ২৩ জুন।

শ্রীকৈলাশচন্দ্র দত্ত এক্টিং কালেক্টর।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইশতিহার।

জিলা মুরশিদাবাদ।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে জেলা মুরশিদাবাদসংক্রান্ত নিম্নের লিখিত মহাল সকল প্রকাশ্য ও অব্যর্থরূপে
এই কালেক্টরিতে নীলামে উপস্থিত হইবেক মোমবার ২৩ জুলাই সন ১৮৫৫ সাল ৮ আবেদন সন ১২৬২ সাল বাকী
মালপঞ্জারি জন্ম।

১ জেগা।

মহাল কাঁচমি বন্দাবস্ত।

নং ১০৫০ মোজে সাহাজাদ পরগনে পাটিকাবাড়ি তালুক ব্রজমোহন ও রামচন্দ্র ও কৃষ্ণগোবিন্দ ও কৃষ্ণলাল ও
পীতাম্বর গোস্বামী সদর জমা ৬৫ ১৪

নং ১৪৮২ চর কালিঘাই ও চর বাছড়া পরগনে রুকুনপুর তালুক জান ও রাবট ওয়াটসন সাহেব ও রাও রাম-
শঙ্কর রায় ও বড় বিখেরুরী ও ছোট বিখেরুরী দেব্যা সদর জমা ৬২ ১১১১

R. ABERCROMBIE, *Collector.*

জিলা যশোহর।

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নিম্নের লিখিত মহালাত সন ১৮৫৫ সালের ১ আইনের ৬ ধারার বিধানক্রমে
বর্তমান সন ১৮৫৫ সালের ২৭ জুলাই বাঙ্গলা সন ১২৬২ সালের ১২ আবেদন রোজ শুক্রবার জেলা যশোরের কালেক্-

[Government Gazette, 17th July, 1855. ৪ T

টরি কাছারিতে দিন। ওজরে নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৫৫ সাল তারিখ ১ জুলাই বাঙ্গলা সন ১২৬২ সাল তারিখ ২৬ আষাঢ়।

৪ চতুর্থ শ্রেণী এস্তমুরারি জমা ধার্য হওয়া মহাল

অন্য মহাল পরগনে চিরনিয়া ওগয়রহর ইজারদার দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরীর দেনা নিমিত্তে তন্ময় জামিনদার দয়াময়ী ও জগদয়া চৌধুরাণির জামিনির নীচের লিখিত জায়দাদ

১০০ নং ভৌজী

পরগনে হোগলা তালুক গঙ্গানারায়ণ রায় ও রাধিকা চৌধুরাণী সদর জমা ১৫৫৭৩ টাকা তাহার ১৮ আনা রকমের আর্জী ৭শ তাহার সদর জমা ৪৮৬৬ ১/২

অন্য মহাল চক কুলহাতি ওগয়রহর ইজারদার নন্দকুমার বাগীশের দেনা নিমিত্তে তন্ময় জামিনদার তিলকচন্দ্র রায়ের জামিনির নীচের লিখিত জায়দাদ

১০৩ ও ১০৪ ও ১০৮ ও ১২৭ নং

কিং পরগনে হাবেলী খনকথে আবাদ তালুক গোবিন্দচন্দ্র রায় সদর জমা ৫২৩ ১/১ টাকা ও তালুক গোবিন্দচন্দ্র বসু সদর জমা ২৬৩ ১/১ টাকা ও তালুক কৃষ্ণচন্দ্র রায় সদর জমা ৪৫০৭৭ টাকা ও তালুক গোবিন্দচন্দ্র রায় সদর জমা ১৬২ ১/৬৮ টাকা এই কয়েক তালুকের ১১২ গোড়া তাহার সদর জমা ২১২০

১ প্রথম শ্রেণী এস্তমুরারি জমা ধার্য হওয়া মহাল

২৮৫ নং

চক বগুড়া বোমারডাঙ্গা মোতালকে সুন্দরবন বন্দবস্তগ্রহীতা আমিরচাঁদ ঘোষ ও মহিমাচন্দ্র ঘোষ সদর জমা ৫৩৭৬ ৮

দ্বিতীয় শ্রেণী এস্তমুরারি জমা ধার্য না হওয়া মহাল

২৯৩ নং

চক পুটিমারি লক্ষ পরগনে মলই মোতালকে সুন্দরবন মেয়াদি বন্দোবস্ত গ্রহীতা সৃষ্টিধর রায় ও মদনচন্দ্র রায় ও অমৃতমণি দাস্য রসদী জমা ২২৮৮০

৩৭৬৪ নং

চক বাহিরবুনিয়া মোতালকে সুন্দরবন মেয়াদী বন্দোবস্ত গ্রহীতা কালীবর রায় ও রাজচন্দ্র কপাট সদর জমা ১৭০ ১/৫

১ প্রথম শ্রেণী এস্তমুরারি জমা ধার্য হওয়া মহাল।

৪৪৪৮ নং

কিসমত কুমলই পরগনে মধুদিয়া মহাল নেমক খালাড়ী নীলাম খরিদার মাধবচন্দ্র রায় ৪৮০১১

৪৪৪৯ নং

কিসমত চাকগ্রী পরগনে মধুদিয়া মহাল নেমক খালাড়ী নীলাম খরিদার শম্ভুচন্দ্র চক্রবর্তী সদর জমা ১৮ ১/০

F. BEAUFORT, Collector.

জিলা নদীয়া।

সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে নদীয়া জেলার কালেকটরিতে এক জন সেরেক্তাদার নিযুক্তকরা আবশ্যক হইয়াছে এই কর্মের মাসিক বেতন ৮০১ টাকা কর্মকাণ্ড ব্যক্তির হাজীর জামীন দিতে হইবেক ও তাঁহারদিগের কর্তব্য যে তাঁহার পূর্বে যে কর্ম করিয়াছেন ও সরকারি কর্ম করিয়া থাকিলে তাহা ও বরকুম ও এক্ষণে যে কর্ম নিযুক্ত আছেন এই সকল বিষয়ের সংক্ষেপ বিবরণ ও যদি কোন সাহেবানকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারদিগের আচরণ এবং পারদর্শিতার বিষয় জানিতে পারা যায় তবে তাঁহারদিগের নাম লিখিয়া সার্টিফিকেট অর্থাৎ সুখ্যাতিপত্রের নকলসম্বলিত জেলা নদীয়ার কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠান।

C. TOTTENHAM, Collector.

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENTS.

সাধারণ ব্যক্তিরদের ইশতিহার।

বিজ্ঞাপন।

আমি ইহার দ্বারা সর্ব সাধারণ খেবরাজ ও লাখেবরাজের দখলকারগণকে বিশেষতঃ কালচাঁদ ঘোষ ও দুর্গাচরণ মল্লীকওগয়রহ প্রজাদিগকে জানাইতেছি যে আমার জমিদারী পঃ উখড়ার ডিঃ দিঘলগ্রামের অন্তর্গত খড়্গমোজার একজাই জরীপ সমাপন হইয়াছে যদি কোন লাখেবরাজদারের লাখেবরাজ জমী মালের শামিল কিম্বা এক প্রজার জমী অন্য প্রজার নামে কিম্বা যে জমী বাহার যোত দখল নহে তাহার নামে জরীপ হইয়া থাকে অথবা জমীর রকমের কোন ফেরফার হইয়া থাকে কিম্বা জমীর পরিমাণের কমবেশী হইয়া থাকে তবে আমার নাএবের নিকটে ১৫ দিবস মধ্যে জানাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার পরতাল জরীপ ও তদন্ত করিয়া দূরস্ত হইবেক যদি উক্ত নিয়ম মধ্যে কেহ কোন আপত্তি না জানার তবে তাহার কোন ওজর কোন স্থানে গ্রাহ্যযোগ্য হইবেক না এবং এই নিয়ম গণ্ডে খতিয়ান ও নিরিখ সুরত জমাবন্দী আমলে আসিবেক।

শ্রী রাধানাথ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার ডিঃ দিঘলগ্রাম।

NOTICE.

It is hereby notified that, on Monday, the 16th July instant, at 3 o'clock P. M., a Public Meeting of the Mahomedan Community will be held at the TOWN HALL of Calcutta, for the purpose of

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ১৭ জুলাই।]

promulgating the Rules of the "Unjoman Islamee" or the Mahomedan Association, and making a selection of its members.

By order of the Special Committee of the Association,

MOHD. ABDUR ROWOOF,

MOHD. MUZHUR,

Secretaries.

Calcutta, the 8th July, 1855.

استہار مجلس عام اہل اسلام

خاص و عام اہل اسلام را اطلاع دادم میشود کہ بغرض اعلان قواعد انجمن اسلامی و تعیین
اہالی آن مجلس عام از اہل اسلام بتاریخ ۳۰ شہر شوال مطابق ۱۶ ماہ جولائی روان روز
وہ شنبہ بوقت ساعت بر نصف النہار در ایوان تاون ہال کلکتہ منعقد خواہد شد *
لہذا کافہ اہل اسلام این وار الریاست و اطراف آن را بذریعہ استہار نامہ ہذا دعوت کردہ
میشود کہ جمیع حضرات بتاریخ و وقت مذکور بایوان مرقوم تشریف آورده جمعیت
مسلمانان را رونق بخشند *

* حسب الحکم اریاب جلسہ خاص انجمن اسلامی *

محمد عبد الرؤف

محمد مظہر الخفی

سکریان

شہر کلکتہ - از سر رشتہ سکرتری
جلسہ خاص انجمن اسلامی * ۲۲ شوال *
سنہ ۱۲۷۱ ہجری ۸ جولائی سنہ ۱۸۵۵ ع

[Government Gazette, 17th July, 1855.]

শ্রীমপুরের মহালয়ে প্রযুক্ত জে সি মের সাহেবকর্তৃক মুদ্রিত হইল।



গবর্নমেন্ট গেজেট

গবর্নমেন্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, JULY 24, 1855.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৫৫ সাল ২৪ জুলাই।

CIRCULAR ORDER OF THE SUDDER NIZAMUT ADAWLUT.

No. 6.

To the Criminal Authorities in the Lower Provinces.

The very remarkable correspondence between the Mofussil and Foudarry Confessions of certain prisoners not only in the words used, but in the course of the narrative, and in every peculiarity of expression, having come to the notice of the Court, they have reason to believe that this coincidence has arisen from the practice of permitting the native officer who records a confession in the Magistrate's presence to have access to the confession made before the Police, instead of requiring him to write down the spontaneous statement, as it is made by the prisoner in his own words.

2. The Court observe that no great reliance can be placed upon confessions thus elicited, as whatever influence may have induced a prisoner to tell a particular story at the Thannah, it will not be weakened in its operation, when he has his memory refreshed by the very same questions being asked him in the Magistrate's Court.

3. The Court therefore direct, that whenever a prisoner may have made a Statement, at the Thannah, which is sent in, by the Police as a confession, the Magistrate or other presiding officer, shall retain such statement in his own possession, until the prisoner's fresh statement, shall have been recorded in his presence, when if it again amounts to a confession, it will be necessary for him to question the prisoner, as to any material discrepancies that may exist between his two examinations.

সদর নিজামত আদালতের সর্দারুল অর্ডর।

৬ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের জীবিত ফৌজদারী কার্যকারক সাহেব বরাবরেষু।

কোন২ আসামীদের দোষ স্বীকার যে কথাক্রমে মফঃসলে হয় তাহা ফৌজদারী আদালত তাহাদের কথার সঙ্গে অত্যন্তরূপে মিলে, অর্থাৎ কথাও বটে আর বিবরণের ধারা ও শব্দ বিন্যাসের বিশেষ নিয়মও মিলে। এই বিষয় সদর আদালতের সাহেবেরা জানিতে পাইয়া বোধ করেন যে, মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে যে আমলা কবুলের কথা লেখে তাহার প্রতি, আসামী যে-জামতে যে কথা কহে ঠিক সেই কথা লিখিবার আজ্ঞা না হইয়া, পোলীসের সম্মুখে যে কবুলের কথা লেখা গিয়াছে তাহা দেখিবার অনুমতি থাকার রীতিতে এই প্রকার মিলন হইতেছে।

২। সদর আদালতের সাহেবেরা কহেন যে, সেই প্রকারে যে কবুলের কথা প্রকাশ হয় তাহার প্রতি তাদৃশ নিষ্ঠুর হইতে পারে না। কেননা থানাতে আসামী যে কোন কারণবশতঃ বিশেষ বেওরা কহিয়া থাকে, মাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছারীতে সেই প্রশ্ন তাহার নিকটে হওয়াতে যখন সেই বিষয়ের আরো উত্তম স্মরণ হয়, তখন সেই বেওরা ফলে কিছু দুর্বল হইবেক না।

৩। অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা আদেশ করিতেছেন যে, কোন আসামী যখন থানাতে কিছু বেওরা কহিয়াছে ও পোলীসহইতে সেই বেওরা দোষের স্বীকার বলিয়া পাঠান যায়, তখন মাজিস্ট্রেট সাহেব, কিম্বা তাহার কাছারীতে যিনি কর্তৃত্বকারী হন তিনি, পোলীসের প্রেরিত ঐ বেওরা আপনার নিকটে রাখেন। পরে আসামী পুনশ্চ যে বেওরা কহে তাহা তাহার সম্মুখে লিখিয়া লওয়া গেলে, যদি সেই দ্বিতীয় বিবরণ দোষ স্বীকারের তুল্য পুনরায় হয়, তবে আসামীর দুইবার জোবানবন্দী দেওন সময়ে তাহার কথার যে কিছু গুরুতর বৈলক্ষণ্য থাকে তাহা তদ্বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করা মাজিস্ট্রেট সাহেবের আবশ্যক হইবেক।

4. The Court take this opportunity of calling the attention of the Magistrates to another evil of a similar nature, which is to be observed in the manner in which evidence is often recorded. Several witnesses are brought forward to prove a particular point in a case, and their depositions are taken down by the same Mohurrir. When these depositions are read over they will be found to be nearly identical, not merely as to the point at issue, but in the order of the narrative, the form of expression, and the description of the circumstances, under which each witness happened to be present.

5. The Court request the serious attention of the Magisterial authorities to this point, and they desire, that every endeavour may be used to have the depositions recorded on each occasion in the actual words of the deponent. Magistrates will however find their time well employed if previously to the examination of the witnesses in any case, they make themselves sufficiently acquainted, with the facts of the charge, so as to point out to the Mohurrir who records the depositions, what evidence is material, thus enabling him to reject the garrulous and irrelevant histories of immaterial events, which are too often entered as part of the deposition.

(Signed) C. T. BUCKLAND,
Register.

Fort William, the 21st June, 1855.

CIRCULAR ORDER OF THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

No. 11.

To the Zillah Judges in the Lower Provinces.

I am directed by the Court to intimate to you that His Honor the Lieutenant Governor of Bengal has been pleased to rule that in future the experienced practising Vakeels of the Judge's Court shall be considered eligible for the appointment of Moonsiff, although they may not have obtained a Diploma as required by Circular Order No. 88 of 19th April, 1850.

2. You are requested to submit to the Court a list of all the Vakeels now attached to your Court, in the annexed form of statement distinguishing those who have obtained a Diploma from those who are not so qualified. You will also require each Vakeel to state to you in writing whether he is desirous of obtaining employment as a Moonsiff when an opportunity may present itself.

(Signed) C. T. BUCKLAND,
Register.

Fort William, the 15th June, 1855.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫ ২৪ জুলাই।]

৪। সাক্ষ্য যেভাবে অনেকবার লিখিয়া লওয়া যাইতেছে তাহা যেরূপে সেই প্রকারের অন্য এক কুরীতি দেখা যাইতেছে। সেই বিষয়েও সদর আদালতের সাহেবেরা এই সুযোগমতে মাজিস্ট্রেট সাহেবদিগকে মনোযোগ করাইতেছেন। কোন মোকদ্দমার একি বিষয়ের প্রমাণ করিবার জন্যে অনেক সাক্ষিকে উপস্থিত করা যায়। তাহারদের জোবানবন্দী একিজন মুহুরীর লিখিয়া লয়। ঐ জোবানবন্দী যখন পাঠ করা যায়, তখন সকলই প্রায় একি দেখা যায়, অর্থাৎ যে বিষয় লইয়া বিবাদ হয় সেই বিষয়ও বটে আর বৃত্তান্তের ধারা ও শব্দবিন্যাসের নিয়ম ও যে গতিতে প্রত্যেক সাক্ষী হাজির ছিল সেই গতিকের বিবরণও একি হয়।

৫। সদর আদালতের সাহেবেরা আদেশ করিতেছেন যে, মাজিস্ট্রেট সাহেবেরা এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করেন। আর তাহারদের এই বাসনা যে, প্রত্যেক স্থলে সাক্ষী যে কথা কহে ঠিক সেই কথা জোবানবন্দীতে লেখা যায় এই বিষয়ের সম্পূর্ণ উদ্যোগ হয়। পরন্তু কোন মোকদ্দমায় সাক্ষিদের জোবানবন্দী লওয়া যাইবার পূর্বে, যদি প্রয়োজনের প্রমাণ যাহা হয় তাহা, যে মুহুরীর জোবানবন্দী লেখে তাহাকে দেখাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে মাজিস্ট্রেট সাহেবেরা নালিশের বৃত্তান্ত প্রচুরমতে অবগত হন তবে তাহাতে তাহারদের সময় বৃথা হরণ হয় না। আর তাহা হইলে অকিঞ্চিৎকর ঘটনার বহুতথ্যবুদ্ধি ও অনাবশ্যক যে সকল বৃত্তান্ত জোবানবন্দীর অংশস্বরূপ অনেকবার লেখা যায় তাহা মুহুরীর ত্যাগ করিতে পারিবেন।

সি টি বকলাঙ। রেজিষ্টার।
ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৫ সাল ২১ জুন।
JOHN ROBINSON, Bengalee Translator.

সদর দেওয়ানী আদালতের সরকুলার অর্ডার।

১১ নম্বর।

বাহালাপ্রভৃতি দেশের জিহুত জিলার জজ সাহেব
বরাবরেণ।

সদর আদালতের সাহেবেরদের আজামতে তোমাকে জানাইতেছি যে, বাহালা দেশের জিহুত অনরহিল লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব এই বিধি করিয়াছেন যে, জজ সাহেবের আদালতে ওকালতী কর্মকারি সুবিদিত উকীলেরা ১৮৫০ সালের ১৯ অপ্রিল তারিখের ৮৮ নম্বরের সরকুলার অর্ডরের নির্দিষ্টমতে যোগ্যতার পত্রপ্রাপ্ত না হইলেও মুনসেফের পদের জন্যে মনোনীত হইবার যোগ্য জ্ঞান হইবেন।

২। তোমার প্রতি আদেশ হইতেছে যে, তোমার আদালতে যে সকল উকীল এইরূপে আছেন, তাহারদের মধ্যে যাহারা যোগ্যতার পত্রপ্রাপ্ত হইয়াছেন ও যাহারা সেইরূপে যোগ্য নহেন তাহারদিগকে পৃথক করিয়া, কৈফিয়তের নীচের লিখিত নকশামতে তাহারদের নামের এক ফর্দ সদর আদালতে পাঠাও। আরো তুমি প্রত্যেক উকীলকে আজ্ঞা কর যে, মুনসেফের কর্ম পাইবার সুযোগ হইলে, তিনি ঐ কর্ম গ্রহণ করিতে চাহেন কি না, এই কথা তোমাকে লিখিয়া জানান।

সি টি বকলাঙ। রেজিষ্টার।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৫ সাল ১৫ জুন।

Name of Vakeel and his Father's name.	Present residence and birth place.	Age.	Caste.	Date of joining the Judge's Court to prac- tise as a Vakeel.	Average number of regular cases in which he has been employed in last five years.	General Character.	Amount of landed pro- perty belonging to him in his own name or benamtee in any district.	Remarks.

উকিলের ও তাঁহার পিতার নাম	এই ক্ষণকার বাসস্থান ও জন্মস্থান	বয়স	জাতি	ওতালতী করিবার জন্যে যে তারিখে জজ সাহেবেবর আদালতে নিযুক্ত হন।	গত পঁচ বৎসর অবধি জাবে- তামত যে সকল মোকদ্দমান ও কা- লতী করিয়াছেন তাহার গড় সংখ্যা।	সাধারণ আ- চার্য।	কোন জেলাতে যখনমে ক্তি বেনামীতে তাঁহার যত ভূমি সম্পত্তি থাকে।	মন্তব্য কথা।

NOTIFICATIONS.

ORDERS BY THE SUDDER DEWANNY
ADAWLUT.

APPOINTMENTS.

The 17th July, 1855.

Baboo Nittyanund Gangolee, to be Moonsiff of Paragacha, and Acting Additional Moonsiff of Dacca, vice Baboo Gobind Chand Bose, removed.

The 18th July, 1855.

Mahomed Nuekey, to officiate as Moonsiff of Raojan, Zillah Chittagong.

LEAVE OF ABSENCE.

The 18th July, 1855.

Moulvie Abdool Roof, Moonsiff of Raojan, Zillah Chittagong, for one month, in extension of that granted on the 19th ultimo, on Medical Certificate.

C. T. BUCKLAND, Register.

বিজ্ঞাপন।

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৫ সাল ১৭ জুলাই।

শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচাঁদ বসু স্থানান্তর হওয়াতে শ্রীযুত বাবু নিত্যানন্দ গাঙ্গুলী পারাগাছার মুনসেফ ও ঢাকার এক্টিং অতিরিক্ত মুনসেফ হইবেন।

১৮৫৫ সাল ১৮ জুলাই।

শ্রীযুত মহম্মদ নকী জিলা চাটিগাঁয়ের রাওজানের মুনসেফের কর্ম নিরূহ করিবেন।

ছুটি।

১৮৫৫ সাল ১৮ জুলাই।

জিলা চাটিগাঁয়ের রাওজানের মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী আবদুল রোফ চিকিৎসকের সর্টিফিকেটক্রমে গত মাসের ১৯ তারিখে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত এক মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

সি টি বকলাও। রেজিষ্টার।

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS.

গবর্ণমেন্টের ইশ্তিহার

WANTED

For the Office of the Deputy Collector and Deputy Magistrate of Cox's Bazar, the undermentioned Native Omlahs, who possess a knowledge of the Bengali, Hindee and Persian, can write a neat legible hand, and are well acquainted with the ministerial routine of the Foudary and Collectory duties, including land measurement and settlement business. Candidates are expected to furnish satisfactory testimonials of their past services and good conduct.

A Peishkar, Salary 12 Rs. per month.

A Mohafez, Do. 8 Rs. Do.

A Mohurir, Do. 7 Rs. Do.

L. BARBER, Deputy Collector with the powers of Deputy Magistrate.

Zillah Chittagong, Cox's Bazar Subd., the 30th June, 1855.

আবশ্যক।

যে মোকাম কাকস বাজারের ডিপুটী কালেক্টরী ও ডি'ন মাজিস্ট্রেটী আফিসের নিম্নোক্ত কার্যকারকের পদে যে ব্যক্তি বাঙ্গলা ও উর্দু ও পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিত বটে ও তাহা পরিষ্কৃত ও সুপাঠ্যাকারে লিখিতে পারে ও ফৌজদারী ও কালেক্টরী সিরিশতার কর্মের রীতি ও ভূমি পরিমাপক বিদ্যা ও বন্দোবস্ত কর্ম ভালরূপ জাত আছে তাহারদিগকে নিযুক্ত করা যায় অতএব কর্মাকাক্ষিকগণের উচিত যে স্বয়ং কৃতকর্মের ও সংস্থাবের সন্তুষ্জনক দলীল-মহ এ কাছারীতে উপস্থিত হয় ইতি ১৮৫৫ ইং ৩০ জুন।

১	পেঙ্কার	মাসিক বেতন	...	...	১২১
১	মহাফেজ	ঐ	...	...	৮১
১	মোহরির	ঐ	...	...	৭১

এল বারবর ডিপুটী কালেক্টর।

এখোরারে ডিপুটী মাজিস্ট্রেটী।

CALCUTTA COLLECTORATE NOTICE.

In re-publishing the Ground-rent Redemption Notice of the 1st March, 1853, the Officiating Collector of Calcutta, invites owners of Holdings, to avail themselves of the opportunity offered to obtain Rent-free Certificates, without loss of time. A petition, on plain paper, tendering the amount of purchase money, is all that is required, and if the Holding has been recorded in the name of the Applicant, a Certificate will be immediately issued.

KYLAS CHUNDER DUTT, Offg. Collector.

Calcutta, Collector's Office, the 11th July, 1855.

কলিকাতার কালেক্টরীর ইশ্তিহার।

ভূমির রাজস্বহইতে নিষ্কৃতি পাইবার বিষয়ে ১৮৫৩ সালের ১ মার্চ তারিখের বিজ্ঞাপন পুনরায় প্রকাশ করিয়া কলিকাতার এক্টিং কালেক্টর ভূমির মালিকদিগকে আবেদন করিতেছেন যে তাহারা এই সুযোগমতে রাজস্বের নিষ্কৃতির সর্টিফিকেট পাইবার জন্যে অগোণে উদ্যোগ করেন। এই বিষয়ে কেবল এই প্রয়োজন যে তাহারা শালা

[Government Gazette, 24th July, 1855.]

(৫০০)

কাগজে দরখাস্ত লিখিয়া যত টাকা দিলে ভূমি নিষ্কৃতি হয় তাহা দেন। তাহা হইলে ভূমি যদি দরখাস্তকারির নামে লেখা গিয়া থাকে তবে সার্টিফিকেট তৎক্ষণাৎ দেওয়া যাইবেক।

শ্রী কৈলাশচন্দ্র দত্ত।

একটি কালেক্টর।

কলিকাতা। কালেক্টরী কাছারী। ১৮৫৫ সাল ১১ জুলাই।

NOTICE.

The Government having expressed its readiness to permit the redemption of ground-rents at 15 years' purchase, on Lands in the Town of Calcutta, assessed under Act XXIII. of 1850, or of which the previous assessment has been recognized as valid under that Act, it is hereby notified that applications for redeeming may at once be filed in the Collector's Office, and that on payment of the purchase money, a Certificate of Redemption in legal form will be given to the Purchaser.

(Signed) F. A. LUSHINGTON, Collector.

Calcutta, Collector's Office, the 1st March, 1853.

বিজ্ঞাপন।

সর্ব সাধারণ ব্যক্তিদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সন ১৮৫০ সালের ২৫ আক্টেবর মর্মানুসারে শহর কলিকাতার মধ্যস্থিত যে সকল ভূমি বন্দবস্ত হইয়াছে অথবা যে সকল ভূমির মালিক রাজস্ব উক্ত আইনের বিধানক্রমে প্রার্থ্য আছে এই সকল ভূমির ১৫ পোনের বৎসরের অবধারিত রাজস্ব এককালীন প্রাপ্ত হইলে তাহা রাজস্বহইতে একেবারে নিষ্কৃতি দেওনে সরকার বাহাদুর সম্মত হইয়াছেন অতএব এরূপ নিষ্কৃতি পাওনের দরখাস্ত সকল কলিকাতার কালেক্টরী কাছারিতে অবিলম্বে উপস্থিত করিতে হইবেক এবং পনের টাকা দাখিল হইলে খরিদারদিগকে নারাজি সনন্দ আইনমত দেওয়া যাইবেক ইতি।

CALCUTTA COLLECTORATE NOTICE.

It is hereby notified, that the Eastern Canal or Tolly's Nullah will be re-opened on Saturday, the 7th July, 1855, by the Executive Officer of Canals, and Toll Tickets will be issued from that date; by the Darogahs at Khiderpore and Panspotah.

KYLAS CHUNDER DUTT, Offg. Collector.

Calcutta, Collector's Office, the 5th July, 1855.

কলিকাতার কালেক্টরীর ইশতিহার।

ইহাতে সম্মত দেওয়া যাইতেছে যে খালের কার্যসম্পাদক সাহেব ১৮৫৫ সালের ৭ জুলাই তারিখ শনিবারে পূর্ক দিগের খাল অর্থাৎ টালির নালা পুনরায় খুলিবেন। ও সেই তারিখঅবধি খিদিরপুরের ও পাশপোতার নারোগারী যাসুলের টিকিট দিবেন।

শ্রী কৈলাশচন্দ্র দত্ত।

একটি কালেক্টর।

কলিকাতা। কালেক্টরী কাছারী। ১৮৫৫ সাল ৫ জুলাই।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইশতিহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

এহার দ্বারায় সম্মত দেওয়া যাইতেছে জিলা চট্টগ্রামের নীচের লিখিত মহাল মালিকজারি বাকীর বাবৎ ইং-রেজী ১৮৫৫ সনের ১০ মাহে আগষ্ট মোতাবেক সন ১২৬২ বাঙ্গলার ২৬ আবেণ তারিখের রোজ শুক্রবার এই জিলার কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৫৫ ইংরেজী তারিখ ১৩ জুলাই মোতাবেক ১২৬২ বাঙ্গলা তারিখ ৩০ আষাঢ়।

প্রথম কাএমি রন্দবস্তী মহাল।

- ৬৭১ নং তরফ আবদুল কাদের মালিক রামসেবক সদর জমা ২৯ ১/৮
- ১১৭৯ নং তরফ চন্দ মুজাকর মালিক রামদাস চৌধুরী সদর জমা ৫৮ ১/৩
- ১২৫৭ নং তরফ দেয়ানত আলি মালিক সৈয়দ মনিবজ্জিন আহামদ ও মোণা জানবিবি সদর জমা ২৭ ১/২
- ১৭৩৬ নং নিং জিতরাম মালিক জিতরাম সদর জমা ৬৫
- ১৭৫৪ নং তালুক জানখাঁ মালিক জানখাঁ সদর জমা ১৪ ৫/৩
- ১৯২৫ নং তরফ মাহামুদ কামিল মালিক মাহাৎ আজিম সদর জমা ২ ১/৩
- ২০১৩ নং নিং মনু উকিল মালিক মনু উকিল সদর জমা ৫ ১/২
- ২১২২ নং তরফ মাহাৎ হোচন মালিক রামকান্ত সদর জমা ৭ ১/৩
- ২১৬১ নং তালুক মাহাৎ শফী মালিক মাহাৎ শফী ও ছদর আলি ও মাহাৎ ওয়াসীন ও ওতাওবি সরদার ও দুলা গাজী ও মাহাৎ শাহা ও বটীচন্দ্র দত্ত ও লক্ষ্মীকান্ত দত্ত সদর জমা ৬৪ ১/০
- ২২৬৮ নং তালুক নাহের মাহামুদ মালিক নাহের মাহামুদ সদর জমা ২৩ ১/৬
- ২২৯৩ নং নিং অনুপ শাহা নিং মাহামুদ নছিম সদর জমা ৮৬ ১/৬
- ২৪৯৯ নং তরফ রহমত মালিক রহমত সদর জমা ১৬ ১/০
- ২৫৭১ নং তরফ রাজারাম মালিক জয়নারায়ণ সদর জমা ২৫ ১/০
- ২৬৫২ নং তাং রুক্ষমকাছিম মালিক দেওয়ান আলি ও মাহাৎ মুনশী ও ওহায়েদ ও ওয়াসীন ও মাহাৎ ওয়াসীন ও বাহাদুরী ও ছালেমাহাৎ ও খোয়াজ ও করিম বক্স সদর জমা ১২ ১/৪

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ২৪ জুলাই।]

- ১২০৯ নং তাং সৈখ মাহামুদ মনু মালিক সৈখ মাহাং ননু সদর জমা ৫৪৬০২
 ১২১১ নং তরফ ছগীরসাধু মালিক রাধারাম সদর জমা ৫১৬০৩
 ৩০১২ নং নিং ব্রাহিরাম মালিক রামদান গুহ সদর জমা ৩২৬০২
 ১৫২ নং তরফ হারিবিবি মালিক খোদ সদর জমা ৩১০৭
 ৫২৪ নং তরফ জীমতী হিজন বিবি মালিক খোদ সদর জমা ১৩
 ৬০৯ নং তরফ কানু মালিক খোদ সদর জমা ১১/০
 ৬২৪ নং তরফ কাশীমোহন সেন মালিক খোদ সদর জমা ৬৮/১০
 ৭৩৫ নং তরফ আবদুল জর্জ ও নজিবল্লা ও আছান ওল্লা ওরফে তল্লা নিং পীতায়র কাননগোএ সদর
 জমা ১১/২
 ৪১ নং তালুক ফৈরাজ বকুম নিং গোলাম আলি সদর জমা ১/৬
 ৫৭৩ নং তালুক বাকুর আলি নিং মৈদদ্দিন সদর জমা ১০২
 ৫৭৬ নং তালুক হামিদ সরিফ নিং মৈদদ্দিন সদর জমা ১/৬
 ৭২৬ নং তালুক গোলাম আলি মালিক হাচন আলি সদর জমা ১৬২
 ৮৩২ নং তালুক ইমাম সরিফ মালিক হাচন আলি সদর জমা ১১২
 ৮২৩ নং তাং আজগর আলি চৌধুরী মালিক খোদ সদর জমা ৬/০
 ১১৩৬ নং তাং ছত্রনারায়ণ দত্ত মালিক খোদ সদর জমা ২১২
 ১৫২৫ নং তাং কানু মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
 ১২৩৮ নং তাং আমিরনিছা ও আবুল ফজল মালিক খোদহায় সদর জমা ১১০
 ২২৪৯ নং তাং মন্সোবরাম সেন ও চৈতন্যচরণ মালিক খোদহায় সদর জমা ১৬০
 ২২৫১ নং তাং গৌরীচরণ মালিক খোদ সদর জমা ১১/৬
 ২৩১৭ নং তাং মজরুল্লা মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ২৭০৪ নং তাং দেওয়ান আলি মালিক খোদ সদর জমা ৬৮/৩
 ৩১০১ নং তাং দেওয়ান আলি মালিক খোদ সদর জমা ১/৩
 ৩১৪৪ নং তাং ছমাওল্লা ও পেটান নিং নুরুল্লা মুন্সী সদর জমা ১১/০
 ৩২৩২ নং তাং শোবনন্দা ও মন্সোবরাম ও গুরুদাস ও কাশীনাথ মালিক খোদহায় সদর জমা ১১০২
 ৩৩৩২ নং তাং কালিদাস ও রাধাকৃষ্ণ নিং আমান আলি সদর জমা ৬৮/৩
 ৩৪৪২ নং তাং রামহরি ঠাকুর ও সর্কভ ম ও রামগোপাল ও ব্রাহিরাম ও রামদান ও কেবলরাম ও রামদ-
 রাল মালিক খোদহায় সদর জমা ১/২
 ৩৫৮৬ নং তাং রেবাজদ্দীন নিং চন্দ্রনারায়ণ সদর জমা ১/০
 ৩২২০ নং তাং হারদর আলি মালিক খোদ সদর জমা ২৬/৩
 ৪০১৬ নং তাং আবুল ফজল ও আবুল ফৈরাজ নিং আছান আলি সদর জমা ১/০
 ৪০৭১ নং তাং জীমতী মিত্রবন্দা ও জীমতী অরবুন্দা মালিক মুন্সী আজমতওল্লা সদর জমা ৫০৬০০
 ৪১০৬ নং তাং চণ্ডীচরণ ও নীলমণি মালিক খোদহায় সদর জমা ২১/২
 ৪২২১ নং তাং রামদুলাল নিং নুরুল্লা সদর জমা ১১/৬
 ৪২২৩ নং তাং সেকান্দর মুন্সী মালিক খোদ সদর জমা ১/৩
 ৪৭৪০ নং তাং রামজয় ঠাকুর মালিক খোদ সদর জমা ৬৮/০
 ৪৭৮৫ নং তাং আশরফ জমাদার নিং মিয়াজান সদর জমা ১/২
 ৪৭৯৩ নং তাং সৃষ্টিধর ঠাকুর ও রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর মালিক খোদহায় সদর জমা ১০০
 ৪৯৭৪ নং তাং উষাচরণ ও জীমতী বিদ্যেশ্বরী ও কিশোরচরণ মালিক খোদহায় সদর জমা ১০/৬
 ৫০০২ নং তাং গোলাম আলি মালিক খোদ সদর জমা ১০/৩
 ৫২৮৬ নং তাং পেটান খোন্দকার নিং হাচন আলি সদর জমা ১/৩
 ৫৩৬৬ নং তাং গোকুলচন্দ্র ও কুলচন্দ্র ও মৃত্যুঞ্জয় ও উদয়চন্দ্র ও জীমতী নলিতা নিং হাচন আলি সদর
 জমা ১/৩
 ৫৪২১ নং তাং ছাদক আলি মালিক খোদ সদর জমা ১/২
 ৫৫৩০ নং তাং শফরুলুক ও মহবল্লা ও আকবর আলি মালিক খোদহায় সদর জমা ১১৬/২
 ৫৫৩৪ নং তাং হরচন্দ্র কাননগোএ ও উষাচরণ ও জীমতী বিদ্যেশ্বরী ও কিশোরচরণপ্রভৃতি নীলাম হাচন আ-
 লি সদর জমা ১/৩
 ৫৫২৬ নং তাং ভবানীচরণ আচার্য্য মালিক খোদ সদর জমা ১৩
 ৫৬৩২ নং তাং মনুভোমন আলি ও মঙ্গলচন্দ্র ও উমেদ আলি ও কালচন্দ্র ও চান্দগাজী নীলাম হাচন আ-
 লি সদর জমা ১/৬
 ৬৩৯০ নং তাং আলিহুসনা খোন্দকার নিং হাচন আলি সদর জমা ১১/৬
 ৬৪৭৪ নং তাং জীমতী আনা বিবি নিং জলিনবকস সদর জমা ১/৩
 ৬২৬৬ নং তাং নুরহোচন ও নিদাগাজী মালিক খোদহায় সদর জমা ৪১৬/৩
 ৭০৩৭ নং তাং অনিচ ও ফতেআলি মালিক বদরদ্দিন সদর জমা ২১/২
 ৭১১০ নং তাং দেবান আলি মালিক মেহের আলি সদর জমা ১৬/৩
 ৭২১২ নং তাং আবদুল ছমদ ও ছমিরদ্দিন মালিক রামদয়াল সদর জমা ১০/৬
 ৭২৫৩ নং তাং মনু মালিক আবুতরাপ সদর জমা ১১/৩
 ৭২৬৬ নং তাং জীমতী নুরনিছা ও আমান বিবি মালিক খোদ সদর জমা ১১/০
 ৭৩৫৪ নং তাং জয়গোপাল মালিক আসরফ সদর জমা ১৬/৩
 ৭৩৮৬ নং তাং ভবানীচরণ চৌধুরী ও বিজারাম চৌধুরী ও ফকিরচন্দ্র চৌধুরী ও রামদয়াল ও গোলোকচন্দ্র
 ও বৈষ্ণবচরণ ও পার্শ্বচন্দ্র দাস ও জয়গোপাল মালিক সদর আলি ও তুফান আলি সদর জমা ১১৬/৬
 ৭৮৬৫ নং তাং মাহাং হোচন নিং আগবর আলি সদর জমা ১৬/০

- ৮০৮৯ নং তাং মহোদয়রাম সেন ও চৈতন্যচরণ সেন মালিক খোদহায় সদর জমা ১৩
 ৮৩১৭ নং তাং মগন ভট্টাচার্য্য নিং সাবর্দিন সদর জমা ১/৩
 ৮৩৮২ নং তাং রামানন্দ মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ৮৪৩৩ নং তাং বৈদ্যনাথ মালিক খোদ সদর জমা ১/২
 ৮৪৫১ নং তাং শ্যাম চৌকীদার মালিক পীতাম্বর সদর জমা ১/৩
 ৮৪৬২ নং তাং রামসেবক মালিক খোদ সদর জমা ১/২
 ৮৪৬৫ নং তাং জীমতী রাজেশ্বরী মালিক খোদ সদর জমা ১/২
 ৮৫১০ নং তাং চণ্ডীচরণ মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
 ৮৬০৩ নং তাং গোপীনাথ মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ৮৬১৮ নং তাং রামানন্দ মালিক খোদ সদর জমা ১/২
 ৮৬৪৩ নং তাং জীমতী তারাবতী ও জীমতী অরবিন্দা মালিক খোদহায় সদর জমা ১/৬
 ৮৭৭৬ নং তাং রামপ্রসাদ ও বৃন্দাবন ঠাকুর মালিক খোদহায় সদর জমা ১/৩
 ৮৮৪৪ নং তাং মুনশী মালিক খোদ সদর জমা ১/২
 ৮৮৮৮ নং তাং আবেদনিছা মালিক খোদ সদর জমা ১১/৩
 ৯০২২ নং তাং আবেদনিছা ও আহামদুল্লা মালিক খোদহায় সদর জমা ২১/০
 ৯০৫৭ নং তাং আহামদুল্লা ও জীমতী আবেদনিছা মালিক খোদহায় সদর জমা ১/০
 ৯০৬৯ নং তাং আবদুল ওয়াহিদ মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ৯১০৬ নং তাং রামসেবক মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
 ৯১১৬ নং তাং আহামদুল্লা মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ৯১১৯ নং তাং আবেদনিছা ও আহামদুল্লা মালিক খোদহায় সদর জমা ১১/৬
 ৯২৭৮ নং তাং আমানতখাঁ মালিক খোদ সদর জমা ১/২
 ৯২৯০ নং তাং জাফর আলী মালিক খোদ সদর জমা ১/২
 ৯২৯১ নং তাং দেবান আলি মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ৯৩২০ নং তাং আহামদুল্লা ও আনোয়ারনিছা নিং ন্যামত আলি সদর জমা ১৬
 ৯৩৮০ নং তাং রাজুয়া নিং ফকিরচান্দ সদর জমা ১/৩
 ৯৩৮৭ নং তাং মগন দাস ও হাবিদাস ঠাকুর ও রাধাকৃষ্ণ দত্ত নিং ফকিরচান্দ সদর জমা ১০/০
 ৯৫৮৯ নং তাং রামদুলাল মালিক খোদ সদর জমা ১/৩
 ৯৫৯১ নং তাং মগনদাস সেন মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
 ৯৭৭৭ নং তাং পীতাম্বর কাননগোএ মালিক খোদ সদর জমা ৪১/২
 ৯৭৭৮ নং তাং চণ্ডীচরণ ঠাকুর মালিক খোদ সদর জমা ১২
 ৯৮৬১ নং তাং গোপীনাথ ও দেবী দাস নিং বিশ্বম্ভর সদর জমা ১/০
 ৯৮৮১ নং তাং রামেশ্বরী ও বিশ্বেশ্বরী মালিক খোদহায় সদর জমা ১/২
 ৯৯১২ নং তাং গোলাম হোসেন ও বোচাগাজী মালিক খোদহায় সদর জমা ১/০
 ১০৪৯৭ নং তাং ঈশানচন্দ্র ও উমাচরণ কাননগোএ ও বিশ্বেশ্বরী ও হরচন্দ্র কাননগোএ মালিক খোদহায় সদর জমা ১/৩
 ১০৯৬৩ নং তাং নুরখাঁ মালিক মুল্লুবি মাহাংমনি সদর জমা ১/৩
 ১১০৫০ নং তাং হরদাস ও গোলোকচন্দ্র ও কান্তচন্দ্র কাননগোএ মালিক খোদহায় সদর জমা ১১/৬
 ১১০৮৪ নং তাং দেওয়ান বিবি ও সেখ ওবেদুল্লা ও মকবুল আলি ও উমেদ আলি ও জিন্নত আলি ও আগ-বর আলি মালিক খোদহায় সদর জমা ১১/৩
 ১১৩২০ নং তাং মনু মালিক খোদ সদর জমা ১০/৯
 ১১৫৩৩ নং তাং ডোমন মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ১১৭৯৫ নং তাং বজ্জার মালিক কমর আলি সদর জমা ১/৯
 ১১৮৪২ নং তাং আমজাদ আলি নিং রমজান আলি সদর জমা ১/০
 ১২০১১ নং তাং হাচন আলি মালিক খোদ সদর জমা ১১/৬
 ১২০৫৫ নং তাং মাহাং আলি ও কমর আলি নিং আনন্দমোহন সদর জমা ১/০
 ১২১৪২ নং তাং রাজা বিবি ও লাল বিবি নিং মাহাং রাজা সদর জমা ১/৬
 ১২২৪৩ নং তাং মণিরাম ও শিবচরণ মালিক খোদহায় সদর জমা ১/৩
 ১২২৯৩ নং তাং সরিয়তলা ও আকাম ওল্লা মালিক মাহামুদ মপবান সদর জমা ১/০
 ১২৫২৩ নং তাং জীমতী আএননিছা মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ১২৬০০ নং তাং চণ্ডীচরণ ঠাকুর নিং গোলাম আলি সদর জমা ১/৬
 ১২৬২০ নং তাং দেওয়ান বিবি শমসের খাওন ও পেটান বিবি ও মনু বিবি মালিক খোদহায় সদর জমা ১১/৬
 ১২৬৩৬ নং তাং জীমতী মুস্তফারনিছা ও পেটান বিবি মালিক খোদহায় সদর জমা ১১/০
 ১২৬৪২ নং তাং রামশরণ ও রামনাথ ও ঈশানচন্দ্র ও লক্ষ্মীনারায়ণ নিং গোলাম আলি সদর জমা ১১/০
 ১২৭৮০ নং তাং মফর আলি আছানুল্লা ও আগবর আলি মালিক খোদহায় সদর জমা ১/৬
 ১২৮০১ নং তাং ইজ্জত আলি মালিক খোদ সদর জমা ১/২
 ১৩২০৫ নং তাং গঙ্গাদাস চক্রবর্তী মালিক খোদ সদর জমা ২ ১০/২
 ১৩২২১ নং তাং উমাচরণ ও জীমতী বিশ্বেশ্বরী কিশোরচরণ মালিক খোদহায় সদর জমা ২ ১১/৬
 ১৩২৭৪ নং তাং কুলচন্দ্র ও রামনুন্দর মালিক খোদহায় সদর জমা ১ ১১/৬
 ১৩৩৯৭ নং তাং কাশীনাথ চক্রবর্তী মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ১৩৪৬০ নং তাং মাহাং তকি মালিক খোদ সদর জমা ১/৩
 ১৩৪৮৫ নং তাং মগন পোন্দার মালিক মাদুরাম মহাজন তস্য ভ্রাতা দাতারাম কৈলাশচন্দ্র সদর জমা ২ ১০/৬

১৩৫১৪ নং তাং ছত্রনারায়ণ ও ঈশানচন্দ্র মালিক খোদহায় সদর জমা ১/৯
১৩৫৬৭ নং তাং বিবনা বিবি ও মহারক আলি ও ফকীর মাহামুদ দুগলচান্দ ও শামলী বিবি মালিক খোদ-
হায় সদর জমা ১/৩

১৪০১৬ নং তাং শম্ভুরাম ও রামসেবক মালিক খোদ সদর জমা ১/০
১৪১১৬ নং তাং জিমতী সুজা মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
১৪১৪৫ নং তাং হারিচান্দ ও পহরচান্দ ও বাবুচান্দ ও রাজবল্লভ মালিক খোদহায় সদর জমা ১/৩
১৪২১৬ নং তাং আলিমদীন বদরদীন মালিক খোদহায় সদর জমা ১/০
১৪৬৮২ নং তাং আমীর নেছা মালিক খোদ সদর জমা ১/৯
১৪৭০৬ নং তাং আরদান বিবি ও ছফর আলি ও সেখ মছন আলি মালিক খোদহায় সদর জমা ১/৬
১৪৭৯৪ নং তাং আজগর আলি ও ফজল আলি খাঁ মালিক খোদহায় সদর জমা ১/৬
১৪৮৬২ নং তাং হায়দর আলি ও লালী নিং গৌরকিশোর সদর জমা ১/৬
১৪৮৭৫ নং তাং দৈবকীনন্দন ওরফে ফকীরচান্দ ও জিমতী রামপ্রিয়া মালিক খোদহায় সদর জমা ১/৯
১৫০২৫ নং তাং রাধাকৃষ্ণ ও অভয়চরণ ও বৈদ্যনাথ ও দামোদর নিং গঙ্গাধর সদর জমা ১/৬
১৫০৭৮ নং তাং রামলোচন ও বৈদ্যনাথ মালিক খোদহায় সদর জমা ১/৩
১৫০৮৩ নং তাং রামদয়াল মালিক খোদহায় সদর জমা ১/৯
১৫০৯৭ নং তাং তারিণীচরণ দাস মালিক খোদ সদর জমা ১/০
১৫০৯০ নং তাং তারিণীচরণ ও রামগঙ্গা বিদ্যাবাগীশ মালিক খোদহায় সদর জমা ১/৩
১৫০৪৮ নং তাং আনন্দমোহন মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
১৫৪০০ নং তাং জিমতী রামপ্রিয়া ও দৈবকীনন্দন মালিক খোদহায় সদর জমা ১ ১/৩
১৫৪১৩ নং তাং মৃত্যুঞ্জয় ন্যায়পঞ্চানন মালিক খোদ সদর জমা ১/০
১৫৬৪৪ নং তাং জিমতী রামপ্রিয়া ও বিষ্ণুরাম ও ফকীর ওরফে দৈবকীনন্দন মালিক খোদহায় সদর
জমা ১ ১/৬

১৫৬৬৬ নং তাং গৌরীচরণ জগদীশ মালিক খোদহায় সদর জমা ১/০
১৫৬৭৭ নং তাং গৌরীচরণ মালিক খোদ সদর জমা ১/৩
১৫৬৯২ নং তাং রাম ও কমল ও ফকীরচান্দ ও দীপচান্দ ও দেবী সিংহ মালিক খোদহায় সদর জমা ১ ১/৬
১৫৭৫৮ নং তাং জিমতী রবেয়া ও সুফা বিবি মালিক খোদহায় সদর জমা ১ ১/৯
১৫৭৬০ নং তাং উদয়মণি ভট্টাচার্য মালিক খোদ সদর জমা ১/০
১৫৯৩৪ নং তাং কালীকান্ত ও জিমতী মহামায়া মালিক খোদ সদর জমা ২/৬
১৬০৮৪ নং তাং রামদয়াল মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
১৬১৪৬ নং তাং রামশরণ ঠাকুর মালিক খোদ সদর জমা ১/০
১৬২২৪ নং তাং রামহরি মালিক খোদ সদর জমা ১/৯
১৬৩৮৩ নং তাং গোকুলচান্দ ও মাগন ভাং ও গোপীকান্ত ভাং মালিক খোদহায় সদর জমা ১ ১/৯
১৬৫৩২ নং তাং রাধাকান্ত মালিক খোদ সদর জমা ১/৩
১৬৫৩৪ নং তাং ভৈরবচন্দ্র গোলোকচন্দ্র মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
১৬৫৫৪ নং তাং পীতাম্বর মালিক খোদ সদর জমা ১/৩
১৬৫৫৫ নং তাং রাধাকান্ত মালিক খোদ সদর জমা ১/৯
১৬৭৬৮ নং তাং জিমতী সম্পূর্ণা মালিক খোদ সদর জমা ১/৩
১৬৮২৮ নং তাং ভৈরবচন্দ্র সেন গব্বরহ মালিক খোদ সদর জমা ১/৩
১৭০৫৬ নং তাং পার্শ্বীচরণ বিশ্বাস মালিক ভৈরবচন্দ্র সেন সদর জমা ১/৩
১৭০৫৮ নং তাং নিমাইচরণ হাড়িচান্দ কালচান্দ মালিক খোদহায় সদর জমা ২/৬
১৭১২১ নং তাং জাহিরাম শিকদার মালিক খোদ সদর জমা ৩/৬
১৭১৭৫ নং তাং শিবশরণ দুর্গাশরণ ও জিমতী চন্দ্রাবলী মালিক খোদ সদর জমা ১ ১/৩
১৭৩২০ নং তাং সদারাম নিং তিলকচন্দ্র সদর জমা ১ ১/৬
১৭৪০৫ নং তাং দুগল চক্রবর্তী মালিক খোদ সদর জমা ১/০
১৭৪৩৬ নং তাং ত্রিপুরা সুন্দরী মালিক খোদ সদর জমা ১ ১/৬
১৭৪৫০ নং তাং মিত্রবিন্দা মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
১৭৫২৬ নং তাং রামনারায়ণ ঠাকুর মালিক খোদ সদর জমা ১ ১/৬
১৭৬৭১ নং তাং রামহরি মালিক খোদ সদর জমা ১/৩
১৭৬৭৮ নং তাং ঈশ্বরদাস মালিক খোদ সদর জমা ১/৩
১৭৭৯৩ নং তাং মাগর আলি নিং অভয়চরণ সদর জমা ১/৯
১৭৮২৪ নং তাং সফর আলি ও কমর আলি ও দোচাগাজী মালিক খোদহায় সদর জমা ২/৯
১৭৫৫৩ নং তাং সামদালি সফর আলি ও হাচন আলি নিং জয়গোপাল দত্ত সদর জমা ১ ১/৩
১৭৯১২ নং তাং বনমালী মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
১৭৯২৯ নং তাং মহেশ্বরী আহানি ও গোলোকচন্দ্র ও হাদাদার ও রামতনু মালিক খোদহায় সদর জমা ১/৬
১৮১০০ নং তাং এবাদতলা মালিক খোদ সদর জমা ৩ ১/৬
১৮৪৮১ নং তাং জগন্নাথ ও বৈদ্যনাথ ঠাকুর মালিক খোদ সদর জমা ৩ ১/০
১৮৬২৬ নং তাং উদয়মণি মালিক খোদ সদর জমা ১ ১/৯
১৮৭০১ নং তাং হোরাসদি মালিক খোদ সদর জমা ১/৩
১৮৭১৪ নং তাং রামলোচন মালিক খোদ সদর জমা ১/০
১৯০২৪ নং তাং আমান আলি মালিক খোদ সদর জমা ১/৯
১৯০৩০ নং তাং নৈন নাজিরজমা মালিক খোদ সদর জমা ১/০

১২১১৬ নং তাং রামপ্রসাদ মালিক খোদ সদর জমা ১/২
 ১২১৪৪ নং তাং আচমত আলি মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
 ১২১৫৩ নং তাং পার্শ্বীচরণ মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
 ১২১৪০ নং তাং সুরফদীন নিং উমারগ সদর জমা ১/০
 ১২১৪২ নং তাং হামিদুল্লা মালিক খোদ সদর জমা ০/০
 ১২৪২০ নং তাং মদবল্লা মালিক খোদ সদর জমা ২১/২
 ১২৫৪২ নং তাং কৃষ্ণচন্দ্র মালিক হরিনারায়ণ সদর জমা ১/৩
 ১২৬০০ নং তাং উজ্জির আলি মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
 ১২৬১২ নং তাং যোহর মিছা ও সফর মিছা ও জীমতী নজুমনিছা বাহালগ মৈদ করিম বকশ মজকুরা মালিক
 খোদ সদর জমা ৩/৬

১২৭৪৯ নং তাং সমসের আলি মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ১২৭৫৫ নং তাং ছাদক আলি মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
 ১২৮৪৬ নং রামচন্দ্র মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ১২৮২৬ নং তাং দরবেস আলি মালিক খোদ সদর জমা ১/২
 ১২৮২৭ নং তাং মনজব আলি মালিক খোদ সদর জমা ১/৩
 ১২৮৬৪ নং তাং রামশরণ মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
 ১২৮৯১ নং তাং রামচন্দ্র মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ১২৯৪১ নং তাং খলিল নেছা মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ২০০৮৮ নং তাং মেথ মবারকউল্লা মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ২০২৪২ নং তাং মনু শীকদার মালিক খোদ সদর জমা ৮/০
 ২০৪২০ নং তাং মকব আলি মালিক খোদ সদর জমা ১০/২
 ২০৪২৪ নং তাং শামদানি মালিক খোদ সদর জমা ১/২
 ২০৫৪৭ নং তাং শামদানি মালিক খোদ সদর জমা ১/৩
 ২০৫৯৩ নং তাং বনমালী মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ২০৬৫২ নং তাং নীলা মালিক খোদ সদর জমা ১১/৩
 ২০৯৪৬ নং তাং ছফদর আলি মালিক খোদ সদর জমা ১২
 ২১০৮৮ নং তাং রামসেবক নন্দী মালিক খোদ সদর জমা ২০/৬
 ২১১১৭ নং তাং রামসেবক নন্দী মালিক খোদ সদর জমা ১ ১০/২
 ২১২৫৯ নং তাং আনোয়ার খাঁ ও আদালত খাঁ ও কানু ও মনু খাঁ ও মেরমন্ত ও বাহাদুর খাঁ মালিক খোদহার
 সদর জমা ১১

২১৭১০ নং তাং আবুলহোচন মালিক খোদ সদর জমা ১০/০
 ২১৯৭৬ নং তাং বকসু মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ২২১৩০ নং তাং মিয়াজান হাজি মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
 ২২১৬১ নং তাং মনকা বিবি মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
 ২২১৭৬ নং তাং জীমতী মনকা বিবি মালিক মাহাং বমীরউল্লা সদর জমা ১০/৬
 ২২১৮১ নং তাং নেয়াজউল্লা মালিক খোদ সদর জমা ৪/৩
 ২২২৪৩ নং তাং রহমতজা ও মতিউল্লা ও বকসু মালিক খোদহার সদর জমা ১/০
 ২২৩৭৫ নং তাং দোমেন্ত জিছিলরা জামেনমছিলরা মালিক খোদ সদর জমা ১০/২
 ২২৩৯৩ নং তাং মহবত আলি মালিক খোদ সদর জমা ০/২
 ২২৪৩৩ নং তাং তনু আমলদার মালিক খোদ সদর জমা ১/২
 ২২৪৪৪ নং তাং খোরশা বিবি মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
 ২২৫৬১ নং তাং লাল বিবি মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ২২৫৬২ নং তাং করকশাহা ও বকসু আলি মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
 ২২৬২৬ নং তাং জগমোহন মালিক খোদ সদর জমা ১২
 ২২৮০১ নং তাং এলাহাবকসু ও আনোয়ার আলি মালিক খোদ সদর জমা ১১/৬
 ২২৮০২ নং তাং চামারু ও জীমতী মদন বিবি ও জীমতী বাচা বিবি ও জীমতী হিডা বিবি ও জীমতী খোরশা
 বিবি ও বোচাগাজী ও জীমতী মনকা বিবি ও টোনগাজী ও বসারত খাঁ ও নওয়াজিস খাঁ ও আহামদানি ও শাহি ও
 বদিয়জমা ও শামদানি ও আজমত আলি মালিক খোদহার সদর জমা ১৩
 ২২৮৩০ নং তাং শামদানি ও আহামদালি ও শাহি ও জীমতী মদন বিবি ও জীমতী বোচা বিবি ও হিডা বিবি
 ও জীমতী খোরশা বিবি মালিক খোদহার সদর জমা ১/৩

২২৮৩২ নং তাং শাহি ও মাহাং আলি ও বোচাগাজী মালিক খোদহার সদর জমা ১/৬
 ২২৮৪৭ নং তাং জগমোহন চৌধুরী মালিক খোদ সদর জমা ১০/২
 ২৩১১২ নং তাং হাচন আলি সদাগর মালিক খোদ সদর জমা ১১/৩
 ২৩১২০ নং তাং দুরজান বিবি মালিক খোদ সদর জমা ১ ১০/৩
 ২৩২০৭ নং তাং জীমতী মনকা বিবি ও যেহেরজান মালিক খোদ সদর জমা ১/২
 ২৩৪১৪ নং তাং মাহাং হালালখুরি মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
 ২৩৭৩৬ নং তাং নওয়াজিস ও ছনিয়ারি ও তমিজদীন মালিক খোদ সদর জমা ১০/২
 ২৩৮৩২ নং তাং কয়র আলি নিং হুতুগুর সদর জমা ১/৬
 ২৩৯৪৭ নং তাং রামদয়াল ধনঞ্জয় মালিক খোদ সদর জমা ১০/৬
 ২৩৯৮৬ নং তাং রামদয়াল ঠাকুর মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ২৪০০৮ নং তাং আমজাদ আলি ও আমীর আলি ও আকবর আলি ও গোলামহোচন ও আরমান বিবি ও
 মোহনা বিবি ও আনা বিবি ও জান আলি মালিক খোদহার সদর জমা ১০

- ২৪৭০৭ নং তাং খোরসাদ বানু মালিক খোদ সদর জমা ৬৥০
 ২৪২১১ নং তাং জীবুত কাপ্তান উলিয়ম শোয়াটমেল সাহেব কমিস্যনর জ্ঞান পেবেন নরকারি হাতী ঘোদা
 সদর জমা ৥/৬
 ২৪২৫১ নং তাং সামদানি মালিক খোদ সদর জমা ৮২
 ২৪৩৪৯ নং তাং উমচরণ ও কিশোরচরণপ্রভৃতি ও জীমতী বিশেষরী মালিক খোদহায় সদর জমা ২৥৬
 ২৪৩৮৬ নং তাং মির সমসের আলি ও মনকা বিবি মালিক খোদ সদর জমা ৩৫৮/০
 ২৪৪২৪ নং তাং মবারক আলি মালিক খোদ সদর জমা ৬৮/৬
 ২৪৪৩২ নং তাং বছির মাহামুদ ও মবারক আলি মালিক খোদ সদর জমা ৥৬
 ২৪৫৩৫ নং তাং রামদয়াল ও রামজয় শাহা ও স্বরূপ শাহা মালিক খোদ সদর জমা ৩৫৬
 ২৪৭৭০ নং তাং হাবিমদন ও মনু ও ছনু মালিক খোদহায় সদর জমা ৥/২
 ২৪৭৭৩ নং তাং আনকাপ বিবি ও পেনাগাজী ও রমমান আলি ও পেতন ও সমসের আলি ও জীমতী খো-
 রসা বিবি ও বেচন বিবি ও হাবিমদন ও মনু ছনু মালিক খোদহায় সদর জমা ১ ৮/০
 ২৪৭৭৪ নং তাং আজমত আলি আবুদদন নিং চণ্ডীচরণ সদর জমা ৥/২
 ২৪৭৮১ নং তাং গোপীনাথ শর্মা মালিক খোদ সদর জমা /০
 ২৪৮৫১ নং তাং সমশের মালিক খোদ সদর জমা ৮৬
 ২৪৮৮১ নং তাং মাহাঈ মৈদ নছরউল্লা মালিক মনোহর আলি সদর জমা ১/৯
 ২৪৮৮২ নং তাং ফতে বিবি মালিক খোদ সদর জমা ১ ৮/৬
 ২৪৮৮৪ নং তাং বিয়াশা বিবি মালিক খোদ সদর জমা ১ ৮/৬
 ২৪৮৯৫ নং তাং কালাগাজী ও সদর আলি মালিক খোদ সদর জমা ১ ৮/২
 ২৫০৪০ নং তাং নোয়াসাবি ও নানবি মালিক মাহাঈ আলি হাওলদার সদর জমা ৩৫৮/৯
 ২৫০৪২ নং তাং কলিমদীন নিং বাণীকান্ত সদর জমা ৮৯
 ২৫০৭৩ নং তাং ছবান আলি তুফান আলি ও উমর আলি মালিক খোদহায় সদর জমা ৮/৬
 ২৫২৬২ নং তাং দেওয়ানত আলি ও আব্দুর মাহাঈ হোচন নিং আবদুলরহিম সদর জমা /৩
 ২৫৩৩২ নং তাং সাজিরাম মালিক খোদ সদর জমা /৬
 ২৫৪৭৭ নং তাং ইছপ মালিক খোদ সদর জমা ৮৩
 ২৫৫৬২ নং তাং মুক্তি মাহাঈ কামীল ও মনজব আলি নিং জাফর আলি সদর জমা /৬
 ২৫৬২৫ নং তাং আমিরজান মালিক খোদ সদর জমা ৥/০
 ২৫৬৯৪ নং তাং সোণারাম রামদাস মালিক খোদ সদর জমা ৮৩
 ২৫৭৩৭ নং তাং রমিজদীন ভমিজদীন ও তোরাপ কাজি নিং গোরহরি শাহা সদর জমা /৩
 ২৫৭৫২ নং তাং কমর আলি নিং মিয়াজান সদর জমা ৥/৩
 ২৫৯৭০ নং তাং সদারাম ও মাগন ও রামদয়াল নিং দুর্গানন্দ শর্মা সদর জমা ৮/২
 ২৬০২১ নং তাং রামমুন্দর ও বৈষ্ণবচরণ মালিক খোদ সদর জমা /০
 ২৬০৮৩ নং তাং আমীরচন্দ ওরফে আমীরদীন মালিক খোদ সদর জমা ৮/৯
 ২৬২৩৩ নং তাং গৌরীচরণ মালিক খোদ সদর জমা ৮/৬
 ২৬২৬০ নং তাং রামদাস মালিক খোদ সদর জমা /০
 ২৬৩৮০ নং তাং নৃষ্টিধর ও দুর্গাচরণ চক্রবর্তী মালিক খোদ সদর জমা ৥২
 ২৬৬৩৩ নং তাং লালমাহাঈ ও পেনাগাজি মালিক খোদহায় সদর জমা /৯
 ২৬৬৯০ নং তাং নৃষ্টিধর চক্রবর্তী মালিক খোদ সদর জমা /৬
 ২৬৭৬৯ নং তাং মাহাঈ বসিরউল্লা মালিক খোদ সদর জমা ৥/৩
 ২৬৮০৮ নং তাং দৌলত হাচন আলি বাকর আলি মালিক আনন্দমোহন সদর জমা ১ ৮/৬
 ২৬৮১৩ নং তাং খোশাল চৌধুরী নিং রামকিশোর সদর জমা ৥/৯
 ২৬৮২৯ নং তাং করিমদীন নিং বসিরউল্লা সদর জমা ৮/০
 ২৬৮৩৩ নং তাং আবদুল করিম মালিক খোদ সদর জমা ৮/৩
 ২৬৮৪৯ নং তাং ফতেআলি মবারক আলি ও সাগর আলি নিং আনন্দমোহন সদর জমা ৥/০
 ২৬৮৫৩ নং তাং দৌলত হাচন আলি নিং আনন্দমোহন সদর জমা ৮৬
 ২৬৮৬৬ নং তাং দৌলত হাচন নিং রামকিশোর ঠাকুর সদর জমা ১ ৮/৬
 ২৬৮৭২ নং তাং খোশাল মালিক বসিরউল্লা সদর জমা ৮/৬
 ২৬৮৭৮ নং তাং মাহাঈ জমা মালিক ঐ সদর জমা ৮/৩
 ২৬৮৮৯ নং তাং দৌলত হাচন ও বাকর আলি নিং রামকিশোর সদর জমা ৥/০
 ২৬৮৯১ নং তাং কবিরমাহাঈ মালিক রামকিশোর সদর জমা ১ ৮/৬
 ২৬৯২২ নং তাং বড়ীচরণ পূর্ণচন্দ্র মালিক খোদ সদর জমা ৮/০
 ২৬৯৯৩ নং তাং পার্শ্বচরণ রক্ষিত মালিক খোদ সদর জমা ৮২
 ২৬৯৯৭ নং তাং কমর আলি মুয়া বিবি ও শামলা বিবি আলিহোচন মালিক খোদহায় সদর জমা ৫৮/০
 ২৭০১৫ নং তাং ছানক আলি নিং রামকিশোর সদর জমা /৯
 ২৭০১৮ নং তাং আজগর আলি সফর আলি মালিক খোদ সদর জমা ৮/৩
 ২৭০২১ নং তাং আজমত আলি দেওয়ান আলি মালিক মাগন পোতদার সদর জমা ১৮/৯
 ২৭১১০ নং তাং কমর আলি ও জাম আলি মালিক খোদ সদর জমা ২ ৮/৩
 ২৭১৩১ নং তাং শীতল ও মীতরাম মালিক খোদ সদর জমা ৮/৬
 ২৭১৬৪ নং তাং কমর আলি ও নোয়াসাবি বিবি ও আছান আলি ও মছউদ আলি নাবালগান নিং রদন-
 দীন সদর জমা ৮/৯
 ২৭২৬৪ নং তাং তিতারাম বুগলকিশোর ও বশমত মালিক খোদ সদর জমা ৫৮/৬

- ২৭২৯ নং তাং ছমিরদিন মালিক খোদ সদর জমা ১/৩
 ২৭৩২৫ নং তাং লক্ষণ ও শঙ্কর ও জীমতী ভাগ্যবতী মালিক খোদ সদর জমা ১/৩
 ২৭৪০৩ নং তাং গোলমাহামুদ মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
 ২৭৬২৩ নং তাং অপর্ণা কুলচন্দ্র ও দাতারাম ও বেচারাম ও দুর্গাদাস মালিক খোদ সদর জমা ১১/৬
 ২৭৭২৪ নং তাং মাহাং হানিক নিং আগবর আলি সদর জমা ১/৩
 ২৭৮৩১ নং তাং নুরমিয়া ও মোসরিয়া ও ন্যামত আলি নিং আবদুল জমীন সদর জমা ১/০
 ২৮২৬০ নং তাং তারিখীচরণ বিশ্বাস মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
 ২৮২৯১ নং তাং রামসুন্দর বৈশানচন্দ্র কৃষ্ণমঙ্গল মুরলীধর মালিক জয়গোপাল ও বৈশানচন্দ্র সদর জমা ২১/৩
 ২৮৫২৯ নং তাং রাজু বিবি মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ২৮৬১৬ নং তাং রামমণিক্য মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ২৮৭৯১ নং তাং হায়দর আলি রমজান আলি ফজর আলি মালিক খোদ সদর জমা ১১/৬
 ২৮৭৯৩ নং তাং কাশীবাসী গৌরীচরণ মালিক খোদহায় সদর জমা ১/৬
 ২৮৮৫১ নং তাং আকিল মাহাং নিং রামরতন নন্দী সদর জমা ১/৩
 ২৮৯৭৯ নং তাং আজিজ খাঁ মালিক খোদ সদর জমা ১/৯
 ২৯০৩২ নং তাং সফর আলি মালিক খোদ সদর জমা ১১/৯
 ২৯২০৮ নং তাং মনছব আলি নিং ভিলকচন্দ্র সদর জমা ১১/৩
 ২৯২০৯ নং তাং এবাদুল্লা মালিক খোদ সদর জমা ৫৬/৩
 ২৯২৪১ নং তাং নুরবানু নিং গুরুদাস সদর জমা ১/৬
 ২৯৩৩৩ নং তাং দাতারাম চণ্ডীচরণ মালিক খোদ সদর জমা ২১/৯
 ২৯৬৯৬ নং তাং ভৈরব ঠাকুর মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ২৯৭০১ নং তাং উমেদালি মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
 ২৯৮২২ নং তাং দাতারাম ও কাঙ্কুলাল নিং গুরুদাস সদর জমা ১/০
 ২৯৯৫৫ নং তাং বেচারাম নিং গুরুদাস শাহা সদর জমা ১/০
 ২৯৯৬৯ নং তাং আবদুল আলি আলিমনেছা ও আশরফ বিবি নিং ভিতাগাজী সদর জমা ১/৩
 ৩০৩২৮ নং তাং আগবর আলি ও রুক্ষম আলি ও আতস আলি ও আতর আলি মালিক খোদহায় সদর জমা ১/৯
 ৩০৩৩৩ নং তাং আগবর আলি ও আতস আলি ও রুক্ষম আলি ও আতর আলি মালিক খোদ সদর জমা ১১/৬
 ৩০৩৩৪ নং তাং আগবর আলি ও মনসুর আলি ও আতস আলি ও আতর আলি মালিক খোদহায় সদর জমা ১/০
 ৩০৩৩৬ নং তাং আগবর আলি রুক্ষম আলি ও আতস আলি ও আতর আলি মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
 ৩০৩৩৭ নং তাং আগবর আলি রুক্ষম আলি আতস আলি ও আতর আলি মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ৩০৪৬৩ নং তাং কুহবলা নিং ব্রজনাথ দাস সদর জমা ১১/৩
 ৩০৫৮৫ নং তাং নুরআলি নিং রামকান্ত ভট্ট সদর জমা ১১/০
 ৩০৬৩০ নং তাং মাহাং ওয়ালি নিং রামকান্ত ভট্ট সদর জমা ১/০
 ৩০৬৮০ নং তাং বৈশানচন্দ্র ও কয়র আলি মালিক খোদহায় সদর জমা ৩/২
 ৩০৬৮১ নং তাং ও হাচন আলি নিং মুলুরি ছানত আলি সদর জমা ১০
 ৩০৭৪৬ নং তাং সমসের আলি মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
 ৩০৭৬৮ নং তাং মনু চৌধুরী ও নছিম ও লাল খাঁ ও আলোপ খাঁ ও মেরমত খাঁ ও ওয়ারিস ও আলিমনেছা ও আশরফ বিবি মালিক খোদ সদর জমা ৪৬/৬
 ৩০৮৮১ নং তাং রামদাস মালিক খোদ সদর জমা ১/৩
 ৩১০৯৪ নং তাং দুধাগাজী মালিক খোদ সদর জমা ১৯
 ৩১২৭৫ নং তাং টোমাগাজী ফতে আলি ছফর আলি মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ৩১৪৬১ নং তাং জব্বিয়া বিবি মালিক খোদ সদর জমা ১/৩
 ৩১৭৭৫ নং তাং কয়র আলি নিং সৈদ হাচন সদর জমা ১/৩
 ৩১৯৫২ নং তাং জীমতী অন্নপূর্ণা নিং জয়চন্দ্র চৌধুরী সদর জমা ১/৬
 ৩২০৬২ নং তাং ইধাগাজী খালাশী নিং রামহরি সদর জমা ১/০
 ৩২১৩৪ নং তাং মাহাং ভক্তি ও আকমল নিং বেচারাম সদর জমা ১০/৩
 ৩২৪৩৭ নং তাং হিডামন মালিক খোদ সদর জমা ১০/৩
 ৩২৯৮৭ নং তাং হেদাওলা মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
 ৩২৯৯৭ নং তাং ছত্রনারায়ণ মালিক খোদ সদর জমা ১/০
 ৩৩০১৯ নং তাং সনারাম জিতরাম গৌরীচরণ মালিক খোদ সদর জমা ১৯
 ৩৩০৯৯ নং তাং জীকান্ত ঠাকুর মালিক খোদ সদর জমা ১/৩
 ৩৩৪০২ নং তাং আগবর আলি ও রুক্ষম আলি ও আতস আলি ও জীমতী জেরনেছা মালিক খোদহায় সদর জমা ৩১৯
 ৩৩৪৩২ নং তাং ভোলানাথ মালিক খোদ সদর জমা ১/৯
 ৩৩৪৮৩ নং তাং সনারাম ঠাকুর মালিক খোদ সদর জমা ১০/৬
 ৩৩৬৮৮ নং তাং গোপালদাস কেবলকুল মালিক খোদহায় সদর জমা ১/০
 ৩৩৭৬৪ নং তাং সনারাম মালিক খোদ সদর জমা ১/৩
 ৩৩৮৬৮ নং তাং অভয়াচরণ সেন মালিক খোদ সদর জমা ১/৯

- ৩৪৩৮৫ নং তাং মহুপরাণ মালিক খোদহায় সদর জমা ১/১
 ৩৪৭৮৭ নং তাং জেয়াবদ্দিন আলিমদীন মালিক খোদহায় সদর জমা ১০/১
 ৩৪৮১৩ নং তাং জিমতী তারা বিবি আহাম্মিএ দাইমদীন মালিক খোদ সদর জমা ৬/০
 ৩৪৯৮৪ নং তাং কয়র আলি মালিক খোদ সদর জমা ১/১
 ৩৫১৭৪ নং তাং গোলাম নবি ও মাহাং তকি মালিক খোদহায় সদর জমা ১০/০
 ৩৫২৯৪ নং তাং কুলচন্দ্র দাতারাম ও বেচারাম সেন ও দুর্গাদাস মালিক খোদহায় সদর জমা ১/৩
 ৩৫৩১০ নং তাং কুলচন্দ্র দাতারাম ও দুর্গাদাস মালিক খোদহায় সদর জমা ১/৩
 ৩৫৫৪২ নং তাং কৃষ্ণচরণ ও রামদয়াল মালিক খোদহায় সদর জমা ১/৩
 ৩৫৬৬৩ নং তাং ওয়ারিস খাঁ ও মাহাং ছামিল ও মাহাং নছিম ও নুরখাঁ ও মনকা বিবি ও আহাম্মদজা ও আ-
 মীর খাঁ মালিক খোদহায় সদর জমা ৬/৩
 ৩৫৭৩৩ নং তাং সাহেব জান ও মৈদ বাজির মালিক খোদহায় সদর জমা ১/৩
 ৩৫৮৪৪ নং তাং বদন বিবি মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
 ৩৬০২৯ নং তাং জিমতী আনন্দ নিং রমজান আলি সদর জমা ১১/৩
 ৩৬০৬৩ নং তাং জয়সোণা বিবি মালিক খোদ সদর জমা ১/৩
 ৩৬০৭২ নং তাং জয়সোণা বিবি মালিক খোদ সদর জমা ১/৬
 ৩৬০৯৪ নং তাং খাজে আলি মালিক খোদ সদর জমা ১/১
 ৩৬২১৯ নং তাং তারিণীচরণ চণ্ডীচরণ ও গৌরমুন্দর মালিক খোদহায় সদর জমা ১/১
 ৩৬৩৪৯ নং তাং আগবর আলি নিং উমাচরণ সদর জমা ২ ১/০
 ৩৬৪০৩ নং তাং রামপ্রসাদ ও রামমোহন ও ধনঞ্জয় নিং উমাচরণ সদর জমা ১০/০
 ৩৬৪১৯ নং তাং মাহাং ফজল নিং হাচনআলি মুনশী সদর জমা ২ ১/৩
 ৩৭০৫২ নং তাং বৈষ্ণবচরণ ঘোষ মালিক খোদ সদর জমা ১০/৬
 ৩৭০৯৪ নং তাং জান আলি নিং রামজয় শাহা সদর জমা ৩/৬
 ৩৭০৯৯ নং তাং পার্শ্বতীচরণ নিং চণ্ডীচরণ সদর জমা ১০/০
 ৩৭২৩১ নং তাং গোলোকচন্দ্র নিং যুতিওল্লা সদর জমা ১/৩
 ৩৭৩৯১ নং তাং কানীচন্দ্র দাস মালিক খোদ সদর জমা ১১/১
 ৩৭৪২৫ নং তাং কানীচন্দ্র দাস মালিক খোদ সদর জমা ১১/৬
 ৩৭৫৬৮ নং তাং মনোহর শাহা মালিক খোদ সদর জমা ১/৩
 ৩৭৮৬৬ নং তাং উমাচরণ বিষ্ণেধরী ও জগদম্বা মালিক খোদহায় সদর জমা ৪ ১/৬
 ৩৭৮৮২ নং তাং মিরজা আলি বক্শ ও জিমতী পেরজান মালিক জিমতী প্যারিজান কুণ্ডবেরারী শুল্ক সদর
 জমা ৪ ১/১
 ৩৮০৮৫ নং তাং বদ্রিজমা ও গরিবজা বালেন ও নিবক্শ ও হাশমত আলী নাবালগান ও জিমতী জেবরনেছা
 ও জিমতী মোতক নেছা ও ছপদর নেছা ও খুলা বিবি মালিক খোদহায় সদর জমা ৬/৬
 ৩৮৩৮৮ নং তাং জিমতী আনন্দময়ী মালিক খোদ সদর জমা ১১/৩

ছানি নীলাম।

১৩৩৮ নং তরফ এবাদুল্লা হেদায়তোল্লা মালিক তুফান আলি সদর জমা ৪১ ১০/০

২৭৫৭ নং তরফ শিরাজ মালিক আগবর আলি ও কানীনাথ দত্ত সদর জমা ৭১ ১/৩

J. E. S. LILLIE, Collector.

জিলা পূরগিরা।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকী মালজুজারীর ও অন্যান্য দাওয়ার নিমিত্তে জিলা পূরগিরার
 নীচের লিখিত মহাল ১৮৫৫ সালের ২৬ জুলাই তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৬২ সালের ১১ আবেণ বৃহসপতিবারে ঐ
 জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে বিনা বাধাতে নীলাম হইবেক।

প্রথম শ্রেণী। ১০০১ টাকার অধিক জমার মোকররী বন্দোবস্তের মহাল।

১১ নম্বর। তপ্পা লখপোরা পরগনে বুরিগঙ্গল, লিখিত মালিক রাজা বিজয়গোবিন্দ সিংহ বাহাদুর নীলামে
 খরীদার, সদর জমা ৮৮০ ১৯

৬৬ নং তরফ বাকীপুর পরগনে চক দেলৌরি, লিখিত মালিক কুমকলাল বা ওগয়রহ সদর জমা ১০৪৮ ১১/১০

২৩৪ নং মোজা মোহাগপুর তালুক উরলাহা পরগনে জীপুর লিখিত মালিক ভগবান মণ্ডল সদর
 জমা ১৬৪০ ১০

দ্বিতীয় শ্রেণী। ১০০১ টাকার অনধিক জমার মোকররী বন্দোবস্তের মহাল।

২৫৫ নং মোজা খারুদা পরগনে ফতেপুর সিংহিয়া লিখিত মালিক প্রতাপ সিংহ ওগয়রহ সদর জমা ২৪ ১১/১

২৬৮ নং মোজা গুটি তালুক জাগালি পরগনে হাবেলি লিখিত মালিক ফতু মণ্ডল সদর জমা ২২ ৬/১

২৭৫ নং মোজা কদমগাছি পরগনে সূর্যাপুর লিখিত মালিক গুরুপ্রসাদ শর্মা সদর জমা ৩০ ১/৮

২৮৭ নং মোজা চৌ অঙ্গুলিয়া পরগনে ঐ লিখিত মালিক রসমৎ পেয়ারী অধিকারী সদর জমা ৩২ ১১/৭

৩৪০ নং মোজা খনিয়াবাদ পরগনে ফতেপুর সিংহিয়া লিখিত মালিক করমচাঁদ শাহ ওগয়রহ সদর
 জমা ৪২১ টাকা

৩৫৬ নং মোজা ভওলমারি পরগনে পোয়াখালি লিখিত মালিক নাজাবত আলী খাঁ সদর জমা ২৭ ১১/১

৩৭২ নং মোজা বিধিটান ভাগাল পরগনে জীপুর লিখিত মালিক গুমানিলাল ও জয়গোবিন্দ সিংহ সদর
 জমা ১৮ ১১/১

৩৭৮ নং মোজা কুরলা পরগনে ঐ লিখিত মালিক গঙ্গাপ্রসাদ ওগয়রহ সদর জমা ৭৮ ১/৭

৩৮১ নং মোজা শ্যামকুরলা কিসমৎ পীরগঞ্জ ও মোজা সাতাল পরগনে ঐ লিখিত মালিক শাহ সফদর
 আলী সদর জমা ২২ ১/৩

৪২৩ নং মৌজা ভীরভীরি বোখারি পরগনে ফতেপুর সিংহিয়া লিখিত মালিক রাধানাথ চৌধুরী ওগয়রহ সদর জমা ২০১১/২

৫১১ নং মৌজা গোহমা পরগনে হাবেলি ও মৌজা কীরদহ ও ফরাসুত পরগনে মুলতানপুর লিখিত মালিক মসমৎ মল্লজান ওগয়রহ সদর জমা ৩৮৬০/৭

৫২২ নং মৌজা মাকুন্দপুর পরগনে বাদৌর লিখিত মালিক বৈকুণ্ঠনাথ ঝা ওগয়রহ সদর জমা ১৮১১/৬

৫৩৬ নং মৌজা মালদোয়ার পরগনে সূর্যাপুর লিখিত মালিক হসন আলী ওগয়রহ সদর জমা ৪০০/২

৫৭৭ নং মৌজা সিয়োগাঁও পরগনে তাজপুর লিখিত মালিক ছকুমচাঁদ দাস ওগয়রহ সদর জমা ২২৬০

৬০০ নং মৌজা আবদুল্লাহনগর পরগনে হাবেলি লিখিত মালিক শা আলীরেজা সদর জমা ২০/৩

৬৪২ নং মৌজা গোঁসাইপুর পরগনে কাঁকজোল লিখিত মালিক মহন্ত দীনরাম দাস সদর জমা ১৪৬২

৬৫২ নং মৌজা রূপনী ওগয়রহ পরগনে কতিয়ার কুমারীপুর লিখিত মালিক বৈজনাথ তেওয়ারী সদর জমা ২৩/১০

৬৭৫ নং মৌজা রুই ধানসা পরগনে জীপুর লিখিত মালিক মসমৎ মল্লজান সদর জমা ৪৮৬৩

৭০৮ নং মৌজা ও তালুক উরলাহা পরগনে এই লিখিত মালিক মীতা ওয়াহিন সদর জমা ৪০/১০

৭৩০ নং মৌজা ভনলিয়া মনঝালি পরগনে মুলতানপুর লিখিত মালিক সৈয়দ আসদুল্লা সদর জমা ২৩/১০

৭৬২ নং গচচাঁদ ঠাকুর মৌজা দোহর পরগনে জীপুর লিখিত মালিক চুডামণ ঠাকুর ওগয়রহ সদর জমা ৪১৬১

৭৮৭ নং মৌজা ভাতাবাড়ী ওগয়রহ পরগনে মুলতানপুর লিখিত মালিক দুর্গাভারতী সদর জমা ২১৬০/২

৭৯৭ নং মৌজা বহুয়া তালুক ডিপোল ভ্রাম্বপুর পরগনে এই লিখিত মালিক রাধানাথ চৌধুরী ওগয়রহ সদর জমা ২৬০/৭

৮০৬ নং মৌজা দুমুরিয়া প্রসাদপুর পরগনে এই লিখিত মালিক কানাই ঝা সদর জমা ১৮/১

৮১৩ নং মৌজা ভাদেশ্বর পরগনে এই লিখিত মালিক ভোফালাল মিশ্র ওগয়রহ সদর জমা ১৭/১২

৯০৯ নং মৌজা ঔলাবাড়ী পরগনে বাদৌর লিখিত মালিক সৈয়দ গোলামরসুল সদর জমা ৪৫০/৮

৯৩৩ নং মৌজা কাঁকন পরগনে মুলতানপুর লিখিত মালিক ই ডি ফরবস সাহেব ওগয়রহ সদর জমা ১৮৬০/১০

৯৪৫ নং মৌজা হসনপুর এতাহারা পরগনে এই লিখিত মালিক শা আলী রেজা সদর জমা ১৮৬৬

৯৫৪ নং মৌজা বাদৌরখাস পরগনে বাদৌর লিখিত মালিক সেখ পোমন ওগয়রহ সদর জমা ১০/১০

* ৯৮১ নং মৌজা চেমনা পরগনে এই লিখিত মালিক গিরিধারী শাহ ওগয়রহ সদর জমা ৪৫/১১

৯৯৩ নং মৌজা জহনাবাগ ওরফে এমামবাগ পরগনে হাবেলি লিখিত মালিক সাহেব উম্মি সা বেগম ওগয়রহ সদর জমা ২৮/১১

১০০৭ নং মৌজা ভরিলি পরগনে হাবেলি লিখিত মালিক জয়নারায়ণ চৌধুরী ওগয়রহ সদর জমা ২৬৮

১০১৬ নং মৌজা পক্ষুরিয়া তালুক পোয়ালপুর পরগনে তাজপুর লিখিত মালিক গোলাম আলী ওগয়রহ সদর জমা ২১৬০

১০৪২ নং মৌজা অসমৎপুর তুরকাইলি ওগয়রহ পরগনে মুলতানপুর লিখিত মালিক মুরাদ আলী ওগয়রহ সদর জমা ৩৪১/১১

১০৫৬ নং মৌজা জাকরপুর পরগনে হাবেলি লিখিত মালিক হরিল ঝা ওগয়রহ সদর জমা ১০/১৮

১০৭৮ নং মৌজা আশিয়ানি গচদিয়ারাম তালুক বুরহান পরগনে জীপুর লিখিত মালিক মসমৎ কুদরৎ উম্মি সা বেগম সদর জমা ২৫১১/৪

১১০৯ নং মৌজা আশিয়ানি পরগনে জীপুর বেগিনত ঝা নীলাম খরিদার সদর জমা ১৩/১৩

১১১৫ নং মৌজা চৌপালসেলতা পরগনে হতেঙা লিখিত মালিক পূর্ণদাস সদর জমা ২০১১/২

১১৪৬ নং মৌজা পলাশি পরগনে জীপুর লিখিত মালিক মতি সিংহ সদর জমা ১৮/১০

১১৫১ নং মৌজা সিংহিয়া পরগনে পোয়াখালি লিখিত মালিক প্রেমসিংহ মণ্ডল ওগয়রহ সদর জমা ৪৬/১৩

১১০১ নং মৌজা সমেখর ওগয়রহ ফতেপুর সিংহিয়া ওগয়রহ লিখিত মালিক রায়তনু শর্মা ওগয়রহ সদর জমা ৭১/২

তৃতীয় শ্রেণী মিয়াদি বন্দোবস্ত হওয়া কি ইজারা দেওয়া মহাল।

৪৬০ নং মৌজা রাওতাড়া ওগয়রহ পরগনে কতিয়ার লিখিত মালিক শিবদয়াল দাস সদর জমা ৮৬৪

৪৭৪ নং মৌজা বিষ্ণুপুর ওরফে খলিল চক পরগনে হাবেলি লিখিত মালিক ওয়াহিদ আলি ঝা ওগয়রহ সদর জমা ১৮১১/৬

৪৭৮ নং মৌজা বিষ্ণুয়া পরগনে হাবেলি লিখিত মালিক লক্ষ্মণ দাস ওগয়রহ সদর জমা ৬১১/২

৭২২ নং মৌজা ভাগদিয়াড়ী পরগনে মুলতানপুর লিখিত মালিক মেহেরউজ্জা সদর জমা ২৫১ টাকা

৭৪৩ নং মৌজা মধুবনি মুন্সিজাপুর ওগয়রহ পরগনে হাবেলি ওগয়রহ লিখিত মালিক এল ই বরফোর্ড সাহেব ওগয়রহ সদর জমা ১৫৬৬০/৮

৯৯০ নং মৌজা কবালাবৈরিয়া পরগনে কাঁকজোল লিখিত মালিক মসমৎ আমীর উম্মি সা বেগম সদর জমা ১২১ টাকা

৯৭০ নং মৌজা ভাগবলুয়া তালুক বারামসীয়া পরগনে ফতেপুর সিংহিয়া লিখিত মালিক শম্ভুনাথ মিশ্র ওগয়রহ সদর জমা ৩৪৬০/৬

১০৩৪ নং মৌজা মোহনপুর পরগনে তাজপুর লিখিত মালিক রাধাকান্ত ও গোলাম আলী সদর জমা ১৪/২

১০৩৯ নং মৌজা বসন্তপুর চতুরিয়া পরগনে কুমারীপুর লিখিত মালিক সুমরৎপাত্র সদর জমা ৪৬/

চতুর্থ শ্রেণী। অন্যান্য মহালের বাকী মালিকজারীর নিমিত্তে যে মহাল নীলাম হইবেক।

পরগনে মুলতানপুরের মৌজা বলুয়ার ৫০/১১ বিঘা দশ ছটাক জমী ও তালুক বাগেশ্বরী ও মৌজা তুরকাইলির ১০০/১১ বিঘা দশ ছটাক জমী তাহা পরগনে জীপুরের মৌজা দিগলির ইজারদার ও আপনাদের নিমিত্তে জামিন লেখা ইমামবক্স ও হিদায়ত উল্লাহ সম্পত্তি।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ২৪ জুলাই।]

১১৩২ নং পরগনে বাদৌরের মোজা বিতনার মুন্সাজীর ইমামবজের জামিন মজিদ উজার সম্পত্তি। পরগনে বাদৌরের মোজা লোথারার ৪২/৫ বিঘা বারো ছটাক জমী সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা ২৪৥১২

পরগনে ফতেপুর সিংহিয়ার মোজা খনিয়াবাদের মুন্সাজীর উমেদ আলীর জামিন সেখ আলী বজের সম্পত্তি মহালা লালি চৌনার ১৫ বিঘা জমী ও মৃত গোলাম জুসেনের বাড়িতে কএক আম্র ও তালবৃক্ষ।

৭১ নং মালিক বাজেরাজী আনন্দবিলাস, পরগনা হাবেলী সদর জমা ১৬৫২
রামগোপাল রায় মতাহিদের জামিন সুভদ্রা দাইয়ের সম্পত্তি।

৭৩ নং আরাজী মোরাখানা, পং এ সদর জমা ৪৫০/১১। এ এ এ এ এ।

১৩৭ নং মোজা মাধাইল মহেশবথনা পং জীপুর সদর জমা ৮৩৫৪। এ এ এ এ এ।

৫১২ নং মোজা দেঙ্গরী পং মুলতানপুর সদর জমা ৩২৥১৬ এ এ এ এ এ।

৫৩৮ নং মোজা দেঙ্গরী পং এ সদর জমা ১৪৩৥১২ এ এ এ এ এ।

৬০৪ নং মোজা পহসরা পং হাবেলী সদর জমা ১৭৫/৪ এ এ এ এ এ।

৯৯৮ নং মোজা রাহমীনা পং মুলতানপুর সদর জমা ৫৩/৬ এ এ এ এ এ।

১৩৯ নং মোজা ভাগবৎপুর জিলা নাথপুর পরগনা হরাওথ সদর জমা ৮৩৥৭

মোজা প্রমাদপুর ইস্তমরার পরগনা হাবেলী সুভদ্রা দাইয়ের সম্পত্তি জমিদারকে দেয় ৯৩/৫

পরগনে জীপুর ও ফতেপুর সিংহিয়ার গমেরিয়া মহাদেবীকোলের ৭৮ বিঘা / ছটাক লাথেরাজ জমী লিখিত মালিক অচিত্ত রায়। রামগোপাল রায় মতাহিদের জামিন।

পরগনে ধর্মপুরের জিলা গোঁদারা ইস্তমরার মোজা বাজুরারাম রায়ের ১৮ চারি আনা অংশ রামগোপাল রায়ের সম্পত্তি। জমিদারকে দেয় সম্পূর্ণ মহালের জমা ১৫৪৫/০ এ এ।

পরগনে ধর্মপুরের মোজা বরগাঁও বরশী ২২৫ আম্রবৃক্ষ এ এ এ সম্পত্তি।

মোজা লক্ষীপুর রামকিশোর পরগনে ধর্মপুর ইস্তমরার উহার সম্পত্তি জমিদারকে দেয় সমুদয় মহালের জমা ১২৫/ টাকা এ এ।

মোজা ললিয়া দর্শনা ইস্তমরার পরগনা জীপুর কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীন রাজা বিজয় গোবিন্দ সিংহের নাবালগ পুত্রদের সম্পত্তির বাকীদার সেখ ফৈজবক্শ ইস্তমরারদারের সম্পত্তি।

২৪৮ নং মোজা দেওরিডাক পোখর পরগনে জীপুর উহার বাকীদার সেখ মহম্মদ নকীর সম্পত্তি তাহার সদর জমা ১৬৬/১৭

পরগনে জীপুর তালুক উরলাংর মোজা ডাকাইতার শামিল বাজেরাজ না হওয়া ২৫/ বিঘা জমী রাজা বিজয় গোবিন্দ সিংহের নাবালগ পুত্রদের সম্পত্তির বাকীদার হনুমান দাস ওগয়রহের সম্পত্তি।

নষ্ট শ্রেণী ভূমির মালজ্বারী ভিন্ন অন্য বাকীর বাবৎ যে ভূমির নীলাম হয়।

৬৯৩ নং মোজা ধনগরা পরগনে জীপুর খোশ বিক্রয়ে খরিদার দুর্লভবানের সম্পত্তি সদর জমা ৪৬৫৪

পূর্ণিয়ার কালেক্টরী। ১৮৫৫ সাল ৯ জুলাই।

G. G. BALFOUR, *Offg. Collector.*

INSOLVENT COURT.

যোত্রহীনেরদের আদালত।

IN THE COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of WILLIAM FREDERICK FERGUSSON, and others, Insolvents.

NOTICE is hereby given, that Saturday, the 4th day of August next, is appointed for further hearing in this matter for the purpose of declaring a Dividend, and that an Account in detail of the Receipts and Disbursements of the Assignee from the first day of September, 1849, until the thirtieth day of June, 1855, has been filed, and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any Creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the Estate of the said Insolvents, will be heard. Notice having been given, at the Office of the Chief Clerk, three clear days before the hearing.

Assignee's Office, Calcutta, 17th July, 1855.

যোত্রহীনেরদের উপকারার্থ আদালত।

যোত্রহীন উলিয়ম ফ্রেড্রিক ফের্গুসন ও অন্যেরদের বিষয়ে।

ইহার দ্বারা সম্মাদ দেওয়া যাইতেছে যে ডিবিডেণ্ড প্রকাশ করিবার নিমিত্তে এ বিষয়ের পুনশ্চ শুননির জন্যে আগামি আগষ্ট মাসের ৪ তারিখ শনিবার নিদ্ধারিত হইয়াছে, এবং ১৮৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখ অবধি ১৮৫৫ সালের জুন মাসের ৩০ তারিখপর্যন্ত আইসনি সাহেবের জমা ও খরচের বিস্তারিত হিসাব দাখিল করা যাইতেছে এবং প্রধান ক্লার্ক সাহেবের দফতরখানায় তাহা দেখা যাইতে পারে। যে কোন মহাজন কিম্বা এ বিষয়ে লিপ্ত অন্য যে কেহ উক্ত যোত্রহীনের ইন্টেস্টের উপর কোন দাওয়া স্থাপন কি প্রতিবন্ধকতা করিতে চাহেন তিনি শুননির দিবসের পূর্বে তিন দিন থাকিতে প্রধান ক্লার্ক সাহেবের দফতরখানায় সম্মাদ দিলে তাঁহার কথা শুনা যাইবেক।

আইসনি সাহেবের দফতরখানা। কলিকাতা। ১৮৫৫ সাল ১৭ জুলাই।

In the matter of NILRUTON HOLDAR, an Insolvent, 2d Insolvency.

NOTICE is hereby given, that Saturday, the 4th day of August next, is appointed for further hearing in this matter for the purpose of declaring a Dividend, and that an Account in detail of the Receipts and Disbursements of the Assignee from the 1st day of March, 1853, until the second day of July instant, has been filed, and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any Creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the Estate of the said Insolvent, will be heard. Notice having been given, at the Office of the Chief Clerk, three clear days before the hearing.

Official Assignee's Office, Calcutta, 18th July, 1855.

[Government Gazette, 24th July, 1855.]

দ্বিতীয়বার যোত্রহীন নীলরক্ত হালদারের বিষয়ে।

ইহার দ্বারা সম্মাদ দেওয়া যাইতেছে যে ডিবিডেণ্ড প্রকাশ করিবার নিমিত্তে এ বিষয়ের পুনঃ শুননির জন্যে আগামি আগষ্ট মাসের ৪ তারিখ শনিবার নিজ্জারিত হইয়াছে, এবং ১৮৫৩ সালের মার্চ মাসের ১ তারিখ অবধি বর্তমান জুলাই মাসের ২ তারিখ পর্যন্ত আটমনি সাহেবের জমা ও খরচের বিস্তারিত হিসাব দাখিল করা গিয়াছে এবং প্রধান ক্লার্ক সাহেবের দস্তখতানায় তাহা দেখা যাইতে পারে। যে কোন মহাজন কিম্বা এ বিষয়ে লিপ্ত অন্য যে কেহ উক্ত যোত্রহীনের ইক্টেটের উপর কোন দাওয়া স্থাপন কি প্রতিবন্ধকতা করিতে চাহেন তিনি শুননির দিবসের পূর্বে তিন দিন থাকিতে প্রধান ক্লার্ক সাহেবের দস্তখতানায় সম্মাদ দিলে তাঁহার কথা শুনা যাইবেক।

সরকারী আটমনি সাহেবের দস্তখতানা। কলিকাতা। ১৮৫৫ সাল ১৮ জুলাই।

The like notice in the matter of HENRY BUTLER, an Insolvent, wherein the Account of the Assignee is filed from the 25th day of November, 1852, to the 2d day of July instant.

যোত্রহীন হেনরি বটলর সাহেবের বিষয়ে সেই প্রকার সম্মাদ দেওয়া যাইতেছে। তাহাতে আটমনি সাহেবের ১৮৫২ সালের ২৫ নবেম্বর তারিখ অবধি বর্তমান জুলাই মাসের ২ তারিখ পর্যন্ত হিসাব দাখিল করা গিয়াছে।

In the matter of NETERVILLE HENRY ALEXANDER CAMPBELL, an Insolvent, 3rd Insolvency.

On Saturday, the 7th day of July instant, upon an application of the Assignee in this matter, It was ordered, that the said Assignee do from and out of the sum of Co.'s Rs. 6,149-7-10 in his hands, pay a Dividend at the rate of Co.'s Rs. 11 per cent. (which will amount to the sum of Co.'s Rs. 5,556-8-0,) upon the several claims admitted on the Schedule of the said Insolvent so soon as such claims shall be duly substantiated to the satisfaction of the said Assignee.

Notice whereof is hereby given.

Official Assignee's Office, Calcutta, 18th July, 1855.

তৃতীয়বার যোত্রহীন নেটরবিল হেনরি আলেকজান্ডার কামবেল সাহেবের বিষয়ে।

আটমনি সাহেব বর্তমান জুলাই মাসের ৭ তারিখ শনিবারে প্রার্থনা করিলে জুকুম হইয়াছিল যে উক্ত যোত্রহীনের তফসীলে যে সকল দাওয়া মঞ্জুর হইয়াছে তাহা উক্ত আটমনি সাহেবের খাতিরজামাতে সাবুদ হইবামতে তাঁহার হাতে কোম্পানির যে ৬,১৪৯ ৭/১০ টাকা আছে তাহা হইতে তিনি এ প্রত্যেক দাওয়ার উপর শতকরা ১১ টাকা হিসাবে ডিবিডেণ্ড দেন। অর্থাৎ সর্বমুদ্র ৫,৫৫৬ ৮/১০ কোণ টাকা দেন।

ইহার দ্বারা সম্মাদ দেওয়া গেল।

সরকারী আটমনির দস্তখতানা। কলিকাতা। ১৮৫৫ সাল ১৮ জুলাই।

The like notice in the matter of GEORGE CANNING JERDAN, an Insolvent, wherein it was ordered, that out of the sum of Co.'s Rs. 2,300-11-3, a Dividend at the rate of 25 per cent. (amounting to Co.'s Rs. 1,693-5-3,) be paid.

যোত্রহীন কানিং জারডন সাহেবের বিষয়ে সেই প্রকার সম্মাদ দেওয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে জুকুম হইল যে কোণ ২,৩০০ ১১/৩ টাকা হইতে শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যায় অর্থাৎ সর্বমুদ্র ১,৬৯৩ ৫/৩ টাকা দেওয়া যায়।

The like notice in the matter of JOHANNES GEORGE GREGORY, an Insolvent, wherein it was ordered, that out of the sum of Co.'s Rs. 692-7-0, a Dividend at the rate of 12 per cent. (amounting to Co.'s Rs. 559-10-10,) be paid.

যোত্রহীন জোহানিস জর্জ গ্রেগরি সাহেবের বিষয়ে সেই প্রকার সম্মাদ দেওয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে জুকুম হইল যে কোণ ৬৯২ ৭/০ টাকা হইতে শতকরা ১২ টাকা হিসাবে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যায় অর্থাৎ সর্বমুদ্র ৫৫৯ ১০/১০ টাকা দেওয়া যায়।

The like notice in the matter of GREGORY GEORGE GREGORY, an Insolvent, wherein it was ordered, that out of the sum of Co.'s Rs. 660-11-0, a Dividend at the rate of 12 per cent. (amounting to Co.'s Rs. 552-14-0,) be paid.

যোত্রহীন গ্রেগরি জর্জ গ্রেগরি সাহেবের বিষয়ে সেই প্রকার সম্মাদ দেওয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে জুকুম হইল যে কোণ ৬৬০ ১১/০ টাকা হইতে শতকরা ১২ টাকা হিসাবে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যায় অর্থাৎ সর্বমুদ্র ৫৫২ ১৪/০ টাকা দেওয়া যায়।

The like notice in the matter of MATHEW STEEL TEMPLETON, an Insolvent, wherein it was ordered, that out of the sum of Co.'s Rs. 1,601-4-2, a Dividend at the rate of 10 per cent. (amounting to Co.'s Rs. 1,431-4-9,) be paid.

যোত্রহীন মাথিউ ষ্টিল টেম্পলটন সাহেবের বিষয়ে সেই প্রকার সম্মাদ দেওয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে জুকুম হইল যে কোণ ১,৬০১ ৪/২ টাকা হইতে শতকরা ১০ টাকা হিসাবে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যায় অর্থাৎ সর্বমুদ্র ১,৪৩১ ৪/২ টাকা দেওয়া যায়।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ২৪ জুলাই।]

জীরামপুরের মদ্রালয়ে জীবিত জে সি মরে সাহেব কর্তৃক যুদ্ভিত হইল।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, JULY 31, 1855.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৫৫ সাল ৩১ জুলাই।

CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER DEWANNY ADALUT.

No. 12.

To the Civil Judges in the Lower Provinces.

I am directed by the Court to call your attention to the necessity of your requiring the several Uncovenanted Judges in your District to enforce the strict and correct application of Section 31, Act 19 of 1853.

2. The law declares that the evidence of the attending witnesses shall be taken orally in open Court in the presence and hearing, and under the personal direction and superintendence of the Judge. It then proceeds to state, that the evidence of each witness is to be taken down in writing by, or in the presence, and under the superintendence of the Judge; who is also required to record such remarks as he may think material, respecting the demeanour of any witness whilst under examination.

3. The meaning of the law as above recited appears to the Court to be unmistakeable. The Section also contains other very detailed instructions on the subject of taking down evidence, which need not be repeated in this place. These rules must be invariably carried out; and the objectionable practice under which a witness was usually examined by a Mohurrir in the presence of the Vakeels in the suit, whilst the Moonsiff was engaged in some other duty must be entirely discontinued.

4. The Court being desirous to obtain information regarding the manner in which certain parts of the new law have been carried into effect, requests that statements in the accompanying Tabular Forms may be submitted to them with as little delay as possible; shewing the results in each Court in your District in the year 1854.

(Signed) C. T. BUCKLAND, Register, Fort William, the 19th June, 1855.

[Government Gazette, 31st July, 1855.]

সদর দেওয়ানী আদালতের সরকুলার অর্ডার।

১২ নং।

বাদলাপ্রভৃতি দেশের জীবিত দেওয়ানীর জজ সাহেব বরাবরেষু।

তোমার জিলার অচিহ্নিত নানা বিচারকর্তারদিগকে ১৮৫৩ সালের ১৯ আইনের ৩১ ধারামতে অতিদ্রুত ও যথার্থরূপে কার্য করিতে তোমার আজ্ঞা করা আবশ্যিক এই বিষয়ে মনোযোগ করিতে সদর আদালতের আজ্ঞামতে লিখিতেনি।

২। আইনতে আজ্ঞা হইয়াছে যে, উপস্থিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দী খোলা জাহাজীতে বিচারকর্তার সাক্ষাতে ও কর্ণগোচরে ও তাঁহার নিজ আজ্ঞামতে ও তত্ত্বাধীনে জোবানীতে লওয়া যাইবেক। তৎপরে লেখে যে, প্রত্যেক সাক্ষির জোবানবন্দী বিচারকর্তা লিখিয়া লইবেন, কিম্বা তাঁহার সাক্ষাতে ও তত্ত্বাধীনে তাহা লিখিয়া লওয়া যাইবেক। আর বিচারকর্তার প্রতি আদেশ আছে যে, জোবানবন্দী দেওয়ার সময় কোন সাক্ষির ভাবের বিষয়ে তিনি যে কোন মন্তব্য কথা লেখা প্রয়োজন জ্ঞান করেন তাহাও লিখেন।

৩। সদর আদালতের সাহেবেরা হোদ করেন যে উক্ত লিখনমতে আইনের যে অর্থ হয় তদ্বিষয়ের ভ্রম হইতে পারে না। আরো এ ধারাতে সাক্ষ্য লিখিয়া লওনের বিষয়ে অন্য অতিবিস্তারিত উপদেশ আছে, তাহা এইস্থলে পুনশ্চ লেখার প্রয়োজন নাই। এই সকল বিধিমতে সর্দদাই কার্য করিতে হইবেক। আর মোকদ্দমার উকীলেরদের সাক্ষাতে এক জন মুজরীর রীতিমতে সাক্ষির জোবানবন্দী লইতেছেন ও তৎকালে মুনসেফ অন্য কোন কর্ম্মেতে মনোযোগ করিতেছেন এই যে আপত্তিজনক ব্যবহার ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে রহিত করিতে হইবেক।

৪। নূতন আইনের কোন ২ অংশ যে প্রকারে প্রবল করা গিয়াছে তদ্বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিয়া আদেশ করিতেছেন যে, ১৮৫৪ সালে তোমার জিলার প্রত্যেক আদালতে যে ফল হইয়াছে তাহা দেখাইবার জন্যে, নীচের লিখিত নকশামতের কৈফিয়ৎ, যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র তাঁহারদের নিকটে পাঠান যার।

সি টি বকলাঙ। রেজিষ্টার।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৫ সাল ১৯ জুন।

Statement No. 1.

Court.	Total number of Cases, regular and miscellaneous in which witness-ties were examined.	Total number of witness-ties (including par-ties) examined during the year.	Total amount in Co.'s Rupees deposited to de-paid to Witness-expenses according to Section 12.	Total amount paid to Witness.	Balance in Court.	Further sums paid to Witnesses after their attendance in Court, under the power given to the Courts in the final paragraph of Section 12.	Remarks.
Judge of ...	...	...	...	...	...	...	...
Principal Sudder Ameen of ...	...	...	...	...	...	...	...
Sudder Ameen of ...	...	...	...	...	...	...	...
Moonsiff of ...	...	...	...	...	...	...	...
Moonsiff of ...	...	...	...	...	...	...	...

১ নম্বরের কৈফিয়ৎ।

আদালত	জাবেতামত ও মুৎফরকক। যে সকল যোকদমার সা- কিরদের জোবানবন্দী লও- য়া গিয়াছে তাহার মোট সংখ্যা।	উভয় পক্ষ লইয়া যত সা- কির জোবানবন্দী বৎসরের মধ্যে লওয়া গিয়াছে তা- হার মোট সংখ্যা।	১২ খারামতে রাহা খরচ ও অন্য২ খরচের নিমিত্তে যত টাকা আয়ান হয় তা- হার মোট সংখ্যা।	সাকিবদিগকে যত টাকা দেওয়া হার তাহার মোট সং- খ্যা।	আদালতে যত ফাজিল আছে।	১২ খারাম ভাগে আ- দালতদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তদনুসারে সাকিরদের আদালতে উপ- স্থিত হইবার পরে তাহার- দিগকে অধিক যত খরচ দেওয়া গিয়াছে।	মন্তব্য কথ্য।
আমুত জিলার জজ।	...	...	...	...	...	...	...
প্রধান সদর আমীন।	...	...	...	...	...	...	...
সদর আমীন।	...	...	...	...	...	...	...
মুনসেফ	...	...	...	...	...	...	...
মুনসেফ ...	...	...	...	...	...	...	...

আদালত ।		৩ নম্বরের টেক্সট ।		যন্ত্রব্য কথ্য ।	
অমুক জিলায় জজ ...	...	৩২ খারিজ/যতে যত কামিয়ান দেওয়া যায় ।	৩৮ খারিজ/যতে যত কামিয়ান দেওয়া যায় ।	সাক্ষাতঃ যত যদি কি প্রতিবাদির জোবানবলী লওয়া যায় তা-হারদের সংখ্যা ।	৩৭ খারিজ/যতে যত কামিয়ান দেওয়া যায় ।
	...				
প্রধান সদর আদালত	...	৩২ খারিজ/যতে যত কামিয়ান দেওয়া যায় ।	৩৮ খারিজ/যতে যত কামিয়ান দেওয়া যায় ।	সাক্ষাতঃ যত যদি কি প্রতিবাদির জোবানবলী লওয়া যায় তা-হারদের সংখ্যা ।	৩৭ খারিজ/যতে যত কামিয়ান দেওয়া যায় ।
সদর আদালত	...				
মুনসেফ	...	৩২ খারিজ/যতে যত কামিয়ান দেওয়া যায় ।	৩৮ খারিজ/যতে যত কামিয়ান দেওয়া যায় ।	সাক্ষাতঃ যত যদি কি প্রতিবাদির জোবানবলী লওয়া যায় তা-হারদের সংখ্যা ।	৩৭ খারিজ/যতে যত কামিয়ান দেওয়া যায় ।
মুনসেফ	...				

No. 14.

To the Civil Authorities in the Lower Provinces.

In modification of paragraph 3 of Circular Order, No. 24, dated 23rd June, 1854, the Court are pleased to direct, that in future, when two or more Stamps are employed to make up the value of the Stamp required for a petition, as much as possible of the blank part of those Stamps on which there is no writing, is to be cut off by a longitudinal zig-zag incision on either side, merely leaving a remnant down the middle of the paper, sufficient to connect the upper colored Stamp with the lower Treasury counter-stamp, which it is necessary to preserve for certain purposes, in case of the parties being entitled to a refund of the Stamp duty.

2. The Court have had considerable trouble on the subject of enforcing the Rules already laid down for prevention of fraud in the matter of Stamps, and they must rely on the most strenuous efforts of the Mofussil authorities, in aid of the suppression of the mal-practices brought to light in their former correspondence referred to.

(Signed) C. T. BUCKLAND,

Register.

Fort William, the 30th June, 1855.

No. 15.

To the Civil Authorities in the Lower Provinces.

The Government having ruled that the publications sent to the Uncovenanted Judges belong to the Office, and not to the Officer, I am directed by the Court to state, for general information, that Reports, *Gazettes* and other books, supplied to the Officers in your District, are not to be taken away by the incumbents on their promotion or transfer, but are to be transferred to the successor in Office.

(Signed) C. T. BUCKLAND,

Register.

Fort William, the 6th July, 1855.

CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER NI-ZAMUT ADAWLUT.

No. 8.

To the Sessions Judges in the Lower Provinces.

I am directed to forward for your information and guidance copies of a Correspondence with Government regarding the introduction of the system of trial by Jury in the Behar District.

(Signed) C. T. BUCKLAND,

Register.

Fort William, the 9th July, 1855.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ৩১ জুলাই।]

১৪ নম্বর।

বঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের জিযুত দেওয়ানীর কার্যকারক সাহেব বরাবরেষু।

সদর আদালতের সাহেবেরা ১৮৫৪ সালের ২৩ জুন তারিখের ২৪ নম্বরের সরকারি অর্ডারের ৩ দফা মতাকর করিয়া আজ্ঞা করিতেছেন যে, উক্তর কালে দরখাস্তের জন্য ইষ্টাম্পের মূল্য পূর্ণ করিবার নিমিত্তে যখন দুই কি ততোধিক ইষ্টাম্প কাগজ লাগে, তখন এই সকল ইষ্টাম্প কাগজের যে শালা অংশেতে কিছু লেখা না থাকে তাহার যত কাটিয়া ফেলা যাইতে পারে তাহা এই প্রকারে কাটিয়া ফেলিতে হইবেক, অর্থাৎ উপরি ভাগের রক্তকরা ইষ্টাম্পের ও নিম্ন ভাগে ত্রেজুরীর তদনুরূপ ইষ্টাম্পের যোগ থাকিবার নিমিত্তে, তাহার মধ্যে যে কাগজ আছে তাহা রাখিয়া, তাহার দক্ষিণ ও বাম দিগে লম্বাইভাবে আকাবীকা করিয়া কাটিয়া ফেলিতে হইবেক। কোন ব্যক্তির ইষ্টাম্পের মাদুল ফিরিয়া পাইবার স্বত্ত্ব থাকিলে, এই ত্রেজুরীর ইষ্টাম্প কোন কারণে রক্ষা করা আবশ্যিক।

২। ইষ্টাম্পের বিষয়ে প্রতারণা নিবারণ করিবার জন্য যে সকল বিধি করা গিয়াছে তাহা প্রবল করণের বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরদের বহু ক্লেশ হইয়াছে। আর তাঁহারদের পূর্নোক্ত পত্রেরে যে সকল কুব্যবহার প্রকাশ হইয়াছে তাহা দমনার্থে সাহায্য করিবার জন্যে তাঁহারা যফঃসলের কার্যকারক সাহেবেরদের অতিদ্রুত উদ্যোগের অপেক্ষা করেন।

সি টি বকলাঙ। রেজিষ্টার।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৫ সাল ৩০ জুন।

১৫ নম্বর।

বঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের জিযুত দেওয়ানীর কার্যকারক সাহেব বরাবরেষু।

গবর্ণমেন্ট এই বিধি করিয়াছেন যে, অচিহ্নিত বিচারকর্তারদের নিকটে যে সকল পুস্তকাদি পাঠান যায় তাহা তাঁহারদের নহে, কিন্তু তাঁহারদের দস্তুরখানার নিমিত্তে। অতএব সকলের জানিবার নিমিত্তে সদর আদালতের জুমজুমে কহিতেছি যে, তোমার জিলার কার্যকারকদিগকে যে সকল রিপোর্ট ও গেজেট ও অন্যান্য পুস্তক দেওয়া যায় তাহা, এই কার্যকারকেরা উক্ত পদে নিযুক্ত হইলে, কিম্বা অন্য স্থানে প্রেরিত হইলে, সঙ্গে লইয়া যাইবেন না, কিন্তু হাঁহার পদে যে জন নিযুক্ত হন তাঁহাকে এই পুস্তকাদি অর্পণ করিবেন।

সি টি বকলাঙ। রেজিষ্টার।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৫ সাল ৬ জুলাই।

JOHN ROBINSON, Bengalee Translator.

সদর নিজামত আদালতের সরকারি অর্ডার।

৮ নম্বর।

বঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের জিযুত সেশন জজ সাহেব বরাবরেষু।

বেহার জিলাতে জুরির দ্বারা মোকদ্দমার বিচার করিবার নিয়ম চালাওনের বিষয়ে গবর্ণমেন্টের সঙ্গে যে পত্রাদির লিখনপঠন হইয়াছে তাহার নকল, তোমার বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে পাঠাইতে আমার প্রতি আদেশ হইয়াছে।

সি টি বকলাঙ। রেজিষ্টার।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৫ সাল ৯ জুলাই।

(COPIES.)

No. 326.

From the Register of the Nizamut Adawlut, to W. Grey, Esq., Secretary to the Government of Bengal. Dated Fort William, the 21st April, 1855.

I am directed by the Court to forward for the information of His Honor the Lieutenant Governor of Bengal, an Extract from the Report submitted by the Session Judge of Behar with the Annual Criminal Statements for 1854, and copy of paragraph 14 of the Court's Resolution thereon, dated 21st Instant.

(Signed) C. T. BUCKLAND,

Register.

Fort William, the 21st April, 1855.

Extract from the Report submitted by the Session Judge of Behar with the Annual Criminal Statements for 1854.

Last year the Correspondence noted in the margin,* took place relative to the trial of Sessions cases before Jurors, and on receipt of copy of Mr. Cardew's letter to the Court without No. dated 25th August, 1853, the practice was commenced in this Sessions Court, on 10th May last, and has ever since continued for every trial up to the present date without the least difficulty. I find Mr. Cardew's Remarks most appropriate and practical, though I must beg to decline giving any decided opinion on the subject without much longer experience. I think I may however confidently assert it is an improvement on the past. I as yet prefer a Jury composed of country people to one of towns people, though I make use of both, as well as the vakeels attached to all the Courts in particular cases. As a general rule the Jurymen meet in the Jury box perfect strangers to one another. My main object is to make the duty as little irksome as possible. Accordingly not a single Jurymen (now numbering 87) who has once sat, has as yet been recalled, and I propose pursuing this plan as long as the resources of the place will admit of my doing so. I am not without hopes that the system judiciously and cautiously persevered in, may by degrees cause the duty to become more popular and train the people generally to take a greater interest in our Courts on better public principles than any they as yet have an idea of. They are perfect children in habits, not interfering with their prejudices, a little kindness easily leads them, and may possibly win them over to much that is good. Excuses of inability are often made before consenting to sit on the Jury box,

* Para. 13 of Sudder Nizamut Adawlut's Resolution of 17th March, 1854.

My letter to the Register Nizamut Adawlut, No. 82 of 25th April, 1854.

Nizamut Adawlut's letter, No. 406 of 3rd May, 1854.

[Government Gazette, 31st July, 1855.] 3 X

(নকল।)

৩২৬ নম্বর।

বঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী জিহুত ডবলিউ গ্রে সাহেবের নামে সদর নিজামত আদালতের জিহুত রেজিষ্টার সাহেবের পত্র। ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৫ সাল ২১ আপ্রিল।

বেহারের সেশন জজ সাহেব ১৮৫৪ সালের বার্ষিক ফৌজদারী কৈফিয়তের সঙ্গে যে রিপোর্ট পাঠান তাহা হইতে গৃহীত কথা, ও তদ্বিষয়ের সদর আদালতের বর্তমান মাসের ২১ তারিখের নির্দ্বারের ১৪ দফার নকল, আমি সদর আদালতের সাহেবেরদের আদেশমতে বঙ্গলা দেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের জাপনের নিমিত্তে পাঠাইতেছি।

সি টি বকলাও। রেজিষ্টার।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৫ সাল ২১ আপ্রিল।

বেহারের সেশন জজ সাহেব ১৮৫৪ সালের বার্ষিক ফৌজদারী কৈফিয়তের সঙ্গে যে রিপোর্ট পাঠান তাহা হইতে গৃহীত কথা।

সেশন আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমার জুরির দ্বারা বিচারের বিষয়ের নীচের লিখিত * পত্রাদির লিখনপটন গত বৎসরে হইয়াছিল। আর সদর আদালতের নামে কার্ডিউ সাহেবের ১৮৫৩ সালের ২৫ আগষ্ট তারিখের বেনয়রী পত্রের নকল প্রাপ্ত হইলে পর, এই নিয়ম এই সেশন আদালতে গত মে মাসের ১০ তারিখে চলন হইতে লাগিল। আর অন্যকার তারিখপর্যন্ত প্রত্যেক মোকদ্দমার বিচারেতে সেই নিয়ম চলন হইতেছে, তাহাতে কিছুমাত্র ক্রেশ হয় নাই। কার্ডিউ সাহেবের কথা অতি-সঙ্গত ও কার্যোপযোগী দেখিতে পাই, কিন্তু অধিক কাল এতক্রমে কর্ম না করিলে আমি তদ্বিষয়ে কোন নিশ্চিত মত জাপন করিতে চাহি না। পরন্তু এই নিয়ম পূর্নকার নিয়ম হইতে উত্তম, এই কথা বোধ হয় দৃঢ়মতে কহিতে পারি। নগরীয় লোকেরদের জুরি অপেক্ষা গ্রামের লোকেরদের হইতে মনোনিীত জুরিকে আমি এখনও প্রেরণ জান করি। তথাপি বিশেষ কোন মোকদ্দমার আমি উত্তম প্রকারের লোকে এই সকল আদালতে নিযুক্ত উকীলদিগকেও সেই কর্মে নিযুক্ত করিয়া থাকি। সাধারণমতে, যে ব্যক্তিরা জুরির কর্মে নিযুক্ত হন তাহারা পরস্পর সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত হইয়া জুরির আসনে বসেন। এই কর্ম সাধ্যমতে অল্প ক্রেশদায়ক করা আমার প্রধান অভিপ্রায়। অতএব অন্যপর্যন্ত যে ৮৭ জন সময়ে ২ জুরিধরূপ বসিয়াছেন তাহাদের কোন এক জনের দুইবার তলব হয় নাই, আর যেপর্যন্ত এই স্থান হইতে লোক প্রাপ্ত হইয়া এই নিয়মমতে কার্য করিতে পারি সেইপর্যন্ত সেইরূপে কার্য করিতে মনস্থ করি। জুরির দ্বারা বিচার করিবার নিয়ম বিবেচনামতে ও সতর্কতাপূর্বক চলন হইয়া থাকিলে, সেই কর্ম ক্রমে লোকেরদের নিকটে আরো সুগ্রাহ্য হইবেক, আর এইক্রমে সর্ব সাধারণের উপকারের যে কোন নিয়ম তাহাদের বোধগম্য হইয়াছে তদপেক্ষা উত্তম নিয়মবশতঃ তাহারা আমারদের আদালতের প্রতি সম্পর্কভাবাপন্ন হইতে ক্রমাশঃ শিক্ষা করিবেন, আমার এমন আশা হইতেছে। এইক্রমে তাহারা আচারসম্পর্কে প্রকৃত বালক, আর তাহাদের পূর্ব সংস্কারের কথায়

* সদর নিজামত আদালতের ১৮৫৪ সালের ১৭ মার্চ তারিখের নির্দ্বারের ১৩ দফা।

সদর নিজামত আদালতের রেজিষ্টার সাহেবের নামে আমার ১৮৫৪ সালের ২৫ আপ্রিল তারিখের ৮২ নম্বরের পত্র।

সদর নিজামত আদালতের ১৮৫৪ সালের ৩ মে তারিখের ৫০৬ নম্বরের পত্র।

a few words soon reassure, and I do not think a single Juryman takes leave who will not be ready to attend again when required. I have found them without exception attentive, more than ordinarily intelligent, as remarked by Mr. Cardew, and in cases calling for it, oftentimes themselves cross examining. There seems much promise in what has as yet taken place. My greatest difficulty has been amongst the gentry. However a few of them have been induced to sit, and are named by me in the margin.* I endeavour to select cases on such occasions. If the good example thus set by those named was encouraged by the approbation of superior authorities, communicated to them directly, it is not impossible I might meet with less difficulty, in winning others over to like conduct.

Extract para. 14, from the Court's Resolution, dated 21st April last, recorded on the Annual Criminal Statements of Zillah Behar for 1854.

14. The Court are gratified to observe the successful endeavours which the Judge has made with a view to the introduction more extensively of the system of trial by Jury. They notice with particular satisfaction that Mr. Sandys has been able to induce some of the leading Zemindars of wealth and local influence to render him their assistance on certain occasions as Jurymen, in the performance of which duty those individuals have shown themselves well deserving of the Judge's approbation. A copy of the Judge's report on this subject and of the Court's Resolution will be forwarded for the information of His Honor the Lieutenant Governor of Bengal.

No. 1217.

From the Secretary to the Government of Bengal, to the Register of the Sudder Court. Dated Fort William, 5th July, 1855.

With reference to your letter, No. 326, of the 21st April last, I am directed to inform you that

* *List of Native gentry of rank who have sat on Juries.*

Moteesin Gywal.
Damoodur Bareek Gywal.
Baboo Mahadeo Sing.
Srikishen Pattneek Gywal.
Nuwab Futteh Ally Khan.
Cheydee Lal Mahajun.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ৩১ জুলাই।]

হস্তক্ষেপ না করিয়া ক্ষিপ্রমুখে প্রকাশ করিলে তাঁহারদিগকে অনায়াসে আকর্ষণ করা যায় ও অনেক মৎ-কর্ম করিতে তাঁহারদিগকে লওয়ান যাইতে পারে। জুরির আসনে বসিতে সম্মত হইবার পূর্বে, আমরা অকম আছি বলিয়া অনেক জন আপত্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারদের মধ্যে ক্ষিপ্রমুখে কথা কহিলে সাহস হয়। আর হাঁহারা একবার জুরি হইয়া বিদায় লইয়াছেন, তাঁহারদের মধ্যে কোন কাহাকে পুনরায় আহ্বান করা গেলে যে আনিতে উদ্যত নহেন বোধ করি এমন এক জনও নাই। কাউন্সিল সাহেব যেমন লিখিয়াছেন তেমনি আমি দেখিয়াছি, তাঁহারা সর্বদাই মনোযোগ করেন, ইহাতে কোন এক জনেরও ত্রুটি হয় না, আর তাঁহারা সাধারণাপেক্ষা বুদ্ধিমান, আর যে স্থলে প্রয়োজন হয় সেই স্থলে তাঁহারা আপনাদের অনেকবার জেরা সওয়াল করেন। ফলতঃ যেপ্রকারে কার্য হইয়াছে তাহাতে উত্তর কালে অতি সুফল 'জরিবার সম্ভাবনা। এই কর্মে বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে লওয়াইতে আমার অধিক ক্লেশ হইয়াছে। তথাপি তাঁহারদের কএক জনও উপদেশ পাইলে পর জুরি হইয়া বসিয়াছেন। তাঁহারদের নাম नीচে * লিখিয়া দিলাম। তাঁহারা বসিলে আমি উদ্যোগ করিয়া বিশেষ মোকদমা বাছিয়া লই। হাঁহাদের নাম লিখিয়া দিয়াছি তাঁহারা যে উত্তম আদর্শ-স্বরূপ হইয়াছেন তৎপ্রযুক্ত যদি উপরিষ্ঠ কার্যকারক না-হেবেরা তাঁহারদের নিকটে অপনারদের সম্ভাব জ্ঞাত করাইয়া তাঁহারদের সাহস বৃদ্ধি করেন, তবে অন্য ব্যক্তিদিগকে সেই কার্যেতে লওয়াইবার বিষয়ে আমার ক্লেশের ন্যূনতা হইতে পারে।

জিলা বেহারের ১৮৫৪ সালের বার্ষিক ফৌজদারী তৎ-ফিরতের বিষয়ের, সদর আদালতের গত আপ্রিল মাসের ২১ তারিখের নির্দ্ধারণের ১৪ দফা।

১৪ দফা। জুরির দ্বারা মোকদমার বিচার করিবার নিয়ম আরো বিস্তারিতরূপে চলন করাইবার অভিপ্রায়ে জজ সাহেব যে উদ্যোগ করিয়া কৃতকার্য হইয়াছেন তদ্বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। জিহুত সাক্ষিস সাহেব কোন২ সময়ে ধনাঢ্য ও স্থানীয় প্রভাব-শালি প্রধান২ জমীদারদিগকে জুরিয়ারূপে তাঁহার সাহায্য করিতে লওয়াইয়াছেন, এই বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ সম্ভাব প্রকাশ করিতেছেন। আর উক্ত মহাশয়েরাও যেপ্রকারে সেই কর্ম নির্বাহ করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত তাঁহারা আপনাদিগকে জজ সাহেবের সম্পূর্ণ প্রশংসার যোগ্য প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের জাপনের নিমিত্তে, জজ সাহেবের এতদ্বিষয়ের রিপোর্টের ও সদর আদালতের নির্দ্ধারণের এক নকল তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

১২১৭ নম্বর।

সদর আদালতের জিহুত রেজিষ্টার সাহেবের নামে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের জিহুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র। ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৫ সাল ৫ জুলাই।

তোমার গত আপ্রিল মাসের ২১ তারিখের ৩২৬ নম্বরের পত্রের উপসঙ্গে তোমাকে এই কথা জানাইতে আ-

এ দেশীয় সন্মানিত যে মহাশয়েরা জুরিয়ারূপে বসিয়াছেন তাঁহারদের নাম।

শ্রী হাজি সেন গয়াল।
শ্রী দামোদর বারিক গয়াল।
শ্রী বাবু মহাদেব সিংহ।
শ্রী অকুঞ্চ পাঠক গয়াল।
নওয়াব ফতেআলী খাঁ।
শ্রী ছেন্দীলাল মহাজন।

the Lieutenant Governor considers very great praise is due to Mr. Sandys for the tact and judgment with which he has brought about in the Behar District the system of trial by Jury, a system which Government would gladly see introduced every where, but at the same time one which even were it made compulsory by law, would for a long time depend for much of its efficiency upon the degree of cordiality with which individual Officers in the different Districts might succeed in inducing the people to regard it.

(Signed) W. GREY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

(True Copies.)

R. STUART,
Asst. Register.

No. 9.

To the Criminal Authorities in the Lower Provinces.

I am directed by the Court to call the attention of all the officers, vested with the power of making commitments to the sessions, to a more strict observance of the provisions of Regulation VIII. of 1830, under which they are empowered to release any person or persons charged before them with any crime or misdemeanour whenever, from the whole of the evidence adduced in support of the charge and that adduced on behalf of the party charged, there may not appear to be a reasonable probability of conviction under a commitment for trial before the Sessions Court.

2. It is obviously the duty of an committing officer gravely to consider the full weight and character of the evidence against each prisoner, before he proceeds to make his commitment. A prisoner committed to the sessions, is in most cases, subjected to imprisonment, or to detention on bail until the trial can take place, and it is not a light thing to expose any person (who must always be presumed to be innocent, till proved otherwise) to such disgrace and distress as must invariably attach to such a condition. The party injured, who was, perhaps, reluctant even to complain to the magistrate, should not, unless there be grounds to anticipate a conviction, be further harassed by an order for his attendance at the sessions. The witnesses, who for the most part have no interest in the prosecutor's case, should not, without sufficient cause, be again called away from their homes to attend at the sessions, after they have already once appeared before the magistrate. Finally, the time of the judge and his law officer, or of a jury, should not be uselessly employed when the other claims on their services are so numerous and important. All these evils necessarily result from injudicious and indiscriminate commitments, and it is the bounden duty of every officer to put a stop to them.

3. The Court have too frequently had to no-

দেশ পাইরাছি। জীযুত সান্ডিস সাহেব বেহার জিলার মধ্যে জুরির দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইবার নিয়ম যে নৈপুণ্য ও সন্নিবেচনাপূর্বক স্থাপন করিয়াছেন, তদন্তক জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহাকে সম্পূর্ণ প্রশংসার যোগ্য জান করেন। সেই নিয়ম সর্বত্রই চলন হইতেছে দেখিতে পাইলে গবর্নমেন্ট অতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু সেই নিয়ম চলাইবার জন্যে যদ্যপি আইন করা বাইত তথাপি, অনেক কাল গত না হইলে, নানা জিলার কার্যকারক সাহেবেরা লোকেরদের নিকটে সেই নিয়ম সুগ্রাহ্য করণে যেপর্যন্ত কৃতকার্য হন কেবল সেইপর্যন্ত তাহা ফলজনক হইবার সম্ভাবনা।

ডবলিউ গ্রে।

বাঙ্গলা দেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

(স্বার্থানুকূল।)

আর ইউ.আর্ট।

আসিষ্টান্ট রেজিষ্টার।

৯ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের জীযুত ফৌজদারীর কার্যকারক সাহেব বরাবরেষু।

আসামীদিগকে সেশনে সোপর্দ করণের ক্রমতা যে সকল কার্যকারকের থাকে তাহারদিগকে ১৮৩০ সালের ৮ আইনের বিধান আর দৃঢ়রূপে মানিবার বিষয়ে মনোযোগ করিতে সদর আদালতের আজ্ঞাক্রমে আদেশ করিতেছি। সেই আইনানুসারে তাহারদের এই ক্রমতা আছে যে, তাহারদের সম্মুখে কোন ব্যক্তির কি ব্যক্তিরদের নামে অপরাধ কিম্বা দোষের নালিশ হইলে, সেই নালিশ সাবুদ করিবার জন্যে, ও যাহার নামে নালিশ হয় তাহারপক্ষে, যে২ প্রমাণ দেওয়া যায় তাহা সমুদয় বিবেচনা করিয়া, যদি আসামীদিগকে বিচারার্থে সেশন আদালতে সোপর্দ করা গেলে তাহারদিগকে দোষী নির্ণয় হইবার উপযুক্ত সম্ভাবনানাই, এমত বোধ হয়, তবে তাহারদিগকে খালাস করেন।

২। কোন আসামীকে সোপর্দ করিবার পূর্বে তাহার বিপরীত যে প্রমাণ হয় তাহার প্রকৃত গুরুত্ব ও জাব গভীরমতে বিচার করা সোপর্দকরণের প্রত্যেক কার্যকারকের স্পষ্ট কর্তব্য কর্ম। সেশনে যে আসামীকে সোপর্দ করা যায় তাহাকে প্রায় সর্বদাই বিচার না হওয়া পর্যন্ত কয়েদ করিতে হয় কিম্বা জামিনীক্রমে আটক করিতে হয়, আর এমত অবস্থাস্থিতি যে অপমান ও দুঃখ সর্বদা হইয়া থাকে তাহা কোন ব্যক্তিকে ভোগকরণ ক্ষুদ্র বিষয় নয়। ফলতঃ কোন তাহার দোষের প্রমাণ যাবৎ না হয় তাবৎ তাহাকে সর্বদা নির্দোষ জান করিতে হইবেক। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালিশ করিতেও অনিচ্ছুক ছিল এমত হইতে পারে, অতএব দোষ নিশ্চিত হইবেক এমত সম্ভাবনার হেতু না থাকিলে, তাহাকে সেশন আদালতে উপস্থিত হইবার জরুর করিয়া অধিক ক্লেস দেওয়া উচিত নয়। ফরিয়ারদীর মোকদ্দমার সাক্ষিরদের প্রায় কোন সম্বন্ধ নাই, অতএব প্রচুর হেতু না থাকিলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে একবার উপস্থিত হইলে পর, তাহারদিগকে সেশন আদালতে উপস্থিত হইবার জন্যে পুনরায় আপন২ ঘরহইতে তলব করা উচিত নয়। শেষতঃ, জজ সাহেবের ও তাহার পণ্ডিত কি মৌলবীর কিম্বা জুরির উপর কার্যের বজতর ও গুরুতর অন্যান্য দাওয়া থাকে, অতএব অফলজনক কার্যেতে তাহারদের সময় হরণ করা উচিত নহে। সন্নিবেচনাপূর্বক ও মোকদ্দমার গুরুত্ব না বুঝিয়া সোপর্দ করণেতে ঐ সকল মন্দ ফল অবশ্যই জন্মে, আর তাহা নিবারণ করা প্রত্যেক কার্যকারকের অবশ্য কর্তব্য।

৩। দারোগার সম্মুখে কোন ব্যাপারের যে প্রথম বৃত্তান্ত

tice improper commitments, where fatal contradictions between the evidence recorded by the magistrates, and the original proceedings before the darogah have been entirely overlooked and left unexplained by committing officers. In many dacoities, the earlier reports from the police show distinctly that no person was recognized, notwithstanding which the committing officer puts faith in the subsequent depositions, (almost *verbatim* similar one to the other) given before himself, in which a number of persons are identified under the most improbable, sometimes hardly possible, circumstances. "The result of such a commitment must be an acquittal."

4. With regard to the class of doubtful cases, where the guilt of the prisoner turns chiefly on circumstantial evidence, every thing depends upon the experience and discretion of the committing officer; and the Court are unable, therefore, to lay down any instructions for their guidance beyond the considerations already suggested in paragraph 2 of this Circular. They observe, however, that such occasions afford opportunities for exhibiting judicial aptitude, and they will always be ready to record their approbation of those officers, who evince their ability and judgment, which will be tested by the result of their commitments.

(Signed) C. T. BUCKLAND,

Register.

Fort William, the 11th July, 1855.

NOTIFICATION.

ORDER BY THE SUDDER DEWANNY
ADAWLUT.

LEAVE OF ABSENCE.

The 27th July, 1855.

Baboo Juggut Chunder Canongoe, Moonsiff of Howlah, Zillah Chittagong, from the 6th to 9th August, 1855.

C. T. BUCKLAND, Register.

রাজকর্মে নিয়োগ।

১২৮৫ নম্বর।

বাহাদুরী দেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৫ সাল ১০ জুলাই।

সব-আসিফাণ্ট চিকিৎসক জিহুত শ্যামাচরণ সরকার বালেশ্বরে দাতব্য হাসপাতালের ও ঔষধালয়ের চিকিৎসকতা কর্মের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮৫৫ সাল ১১ জুলাই।

জিহুত ইংল্যান্ডের ফিল্ড সাহেব (Mr. E. Waterfield,) বালেশ্বরের মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ও নিম্নের এজেন্ট সাহেবের আসিফাণ্ট হইবেন।

১৮৫৫ সাল ১২ জুলাই।

জিহুত পাদরি এচ তামস সাহেব (Reverend H.

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ৩১ জুলাই।]

প্রকাশ হয় ও মাজিস্ট্রেট সাহেবেরদের সম্মুখে যে প্রমাণ পরে রিকর্ড করা যায় তাহা পরস্পর ব্যর্থ করিবার বিপরীত কথা যে স্থলে সোপর্দকরণিয়া কার্যকারকেরা সম্পূর্ণরূপে হয়ে জান করিয়াছেন ও কিছু হেতু না লিখিয়া ছাড়িয়াছেন, এমনত মোকদ্দমা অনুচিতমতে সোপর্দ হওনের বিষয়, সদর আদালতের সাহেবেরদের পুনঃ লিখিতে হইয়াছে। ডাকাইতীর অনেক ব্যাপারে, পোলীসের প্রেরিত প্রথম রিপোর্টে স্পষ্টরূপে প্রকাশ হইয়াছে যে কোন ব্যক্তিকে নিশ্চয় জানা যায় নাই। পরে সোপর্দকরণিয়া কার্যকারকের সম্মুখে যে সকল জোবানবন্দী দেওয়া গিয়াছে (আর প্রায় কথায় মিলিয়াছে) তাহাতে অতি-অসম্ভব ও কোন স্থলে প্রায় অসম্ভব গতিকে অনেক ব্যক্তিকে নিশ্চয়করা গিয়াছে, আর তাহাতে সোপর্দকরণিয়া কার্যকারকের বিশ্বাস হইয়াছে। এমত মোকদ্দমা সোপর্দ হইলে সুতরাং আসামীরা খালাস হয়।

৪। সন্দেহবশত যে সকল মোকদ্দমায় বিশেষমতে নানা ঘটনা বুঝিয়া আসামীর দোষের প্রমাণ হয় এমত মোকদ্দমার সম্পর্কে, সোপর্দকরণিয়া কার্যকারকের অনুশীলন ও সুবিবেচনার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর হয়। অতএব এই সরকার অর্ডরের ২ দফাতে যে সকল বিবেচনীয় কথা উল্লেখ হইয়াছে, উক্তির সদর আদালতের সাহেবেরা তাহারদের কার্য করিবার কোন উপদেশ দিতে পারেন না। পরন্তু তাহারদের এই বক্তব্য যে, সেই প্রকার মোকদ্দমায় বিচারকার্যের নৈপুণ্য প্রকাশের সুযোগ হয়। আর যে কার্যকারক সাহেবেরা ক্ষমতা ও সুবিবেচনা প্রকাশ করেন তাহারদের বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরা প্রশংসামূলক বাক্য লিখিতে সর্বদাই প্রস্তুত আছেন। সোপর্দ করণের ফলেতে ঐ ক্ষমতার ও সুবিবেচনার পরীক্ষা হইবেক।

সি টি বকলাঙ। রেজিষ্টার।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৫ সাল ১১ জুলাই।

JOHN ROBINSON, Bengalee Translator.

বিজ্ঞাপন।

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

ছুটী।

১৮৫৫ সাল ২৭ জুলাই।

জিলা চাচিগাঁয়ের হাওলার মুনসেফ জিহুত বাবু জগৎচন্দ্র কানুনগো ১৮৫৫ সালের আগস্ট মাসের ৬ তারিখ অবধি ৯ তারিখ পর্যন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

সি টি বকলাঙ। রেজিষ্টার।

Tuomas,) থিদিরপুরের ধর্মোপদেশকতা কর্ম নিরীক্ষা করিবেন।

ছুটী।

১৮৫৫ সাল ১১ জুলাই।

মতিহারির আফীনের সব-ডেপুটী এজেন্ট জিহুত ই মাকডনেল সাহেব (Mr. E. McDonell,) চিকিৎসকের সার্টিফিকেটক্রমে পাঁচ মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৫ সাল ১৩ জুলাই।

মেডিকাল কলেজে ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার অধ্যাপক জিহুত ডাক্তর জে হারিসন সাহেব (Dr. J. Harrison,) গত যে মাসের ১৪ তারিখে যে ছুটী পান তাহার অবশিষ্ট কাল বর্তমান মাসের ৬ তারিখ অবধি রহিত হইয়াছে। ঐ তারিখে তিনি আপন কর্মে প্রবর্ত হন।

ডবলিউ গ্রে।

বাহাদুরী দেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

১৩৩৬ নম্বর।

বাংলা দেশের জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের
জুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৫ সাল ১৪ জুলাই।

জীবিত বাবু জিনাথ ঘোষ বালেশ্বরে ১৮৩৩ সালের ২
আইনমতের ডেপুটি কালেক্টর ও ১৮৪৩ সালের ১৫
আইনমতের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট হইবেন এবং ১৭২৭ সা-
লের ১৩ আইন ও ১৮০৭ সালের ২ আইনক্রমে ঐ জি-
লাতে মাজিস্ট্রেট সাহেবের আসিফাণ্টের ক্ষমতানুসারে
কার্য্য করিবেন।

১৮৫৫ সাল ১৭ জুলাই।

ফরিদপুরের একটি প্রধান মদর আমীন জীবিত বাবু
নবীনকুমার পালিত ঐ জিলাতে ১৮২১ সালের ৩ আইনের
২ ধারার ও প্রকরণের নিদ্দিষ্ট বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া-
ছেন।

১৮৫৫ সাল ১৮ জুলাই।

যশোহরের মদর আমীন ও মদর মুনসেফ জীবিত বাবু
আনন্দচন্দ্র বাঁড়ুয়া ঐ জিলাতে ১৮২১ সালের ৩ আইনের
২ ধারার ও প্রকরণের নিদ্দিষ্ট বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া-
ছেন।

শাহাবাদের ফজলওয়াদায়ক জীবিত মোলবী জহুর আলী
ঐ জিলায় মাজিস্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮৫৫ সাল ২০ জুলাই।

আরাকান্ডে আএদ খানার পোলীসের তৃতীয় শ্রেণীর
দারোগা জীবিত ইশমাএল গত আগষ্ট মাসের ১ তারি-
খ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

ছুটী।

১৮৫৫ সাল ১৮ জুলাই।

প্রথম অর্থাৎ উত্তর এলাকার জরীপের সুপারিন্টেন্ডেন্ট
জীবিত ই জি বর্চ সাহেব (Mr. E. G. Birch,) গত মাসের
২৭ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত দুই মাসের ছুটী
পাইয়াছেন।

চুচুড়ার ধর্মোপদেশক জীবিত পাদরি এ ডবলিউ ওয়া-
লিস সাহেব (Rev. A. W. Wallis,) চিকিৎসকের সার্টি-
ফিকেটক্রমে পনের মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বাঁকুড়ার জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীবিত
জে এস স্পান্কে সাহেব (Mr. J. S. Spankie,) চিকিৎস-
কের সার্টিফিকেটক্রমে সাত দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৫ সাল ১২ জুলাই।

চাটিগাঁয়ের একটি জজ জীবিত জি পি লেফ্টর সাহেব
(Mr. G. P. Leycester,) আপনার কর্মের ভার জীবিত
আর এচ রসেল সাহেবের (Mr. R. H. Russell,) প্রতি
অর্পণ করিয়া ছুটিবিশ্রক সংশোধিত বিধির ১৪ ধারানু-
সারে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন। অন্য জুকুম না
হওনপর্যন্ত জীবিত রসেল সাহেব আপনার কর্মের
অতিরিক্ত চাটিগাঁয়ের সিভিল ও সেশন জজের কর্ম নি-
র্ভাহ করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৫ সাল ২০ জুলাই।

আমায়ের কমিস্যনর সাহেবের বরপেতাতে নিযুক্ত
মদ-আসিফাণ্ট জীবিত এচ ড্রাইবর সাহেব (Mr. H.
Driver,) গত যে মাসের ৭ তারিখে যে ছুটী পান তাহার
অবশিষ্ট কাল গত মাসের ১৫ তারিখ অবধি রহিত হই-
য়াছে। এ তারিখে তিনি আপন কর্মের ভার প্রস্তুত
করেন।

১৩৩৭ নম্বর।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৫ সাল ২০ জুলাই।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের অনুমতিক্রমে নীচের লিখিত
বিধি সর্ব সাধারণের জ্ঞাপনার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে।

জীবিত অনরবিল কোর্ট অফ ইডরেক্টর্স সাহেবেরদের
১৮৫৪ সালের ১২ জুলাই তারিখের ৪২ নম্বরের আজ্ঞা-
পত্রক্রমে বাংলাপ্রভৃতি দেশে বিদ্যাধ্যাপনের সাহা-
য্যার্থে অর্থদানের বিধি।

১। যে কোন পাঠশালার ইন্সপেক্টর কি দেশীয় ভা-
ষাতে বালকদিগকে কি বালিকাদিগকে কিয়া উন্নয়কে
লৌকিক উত্তম শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে সেই পাঠশালা
স্থানবিশেষের উপযুক্ত ব্যক্তিদের কর্তৃক আধীন থাকিলে
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আপনার বিবেচনামতে ও প্রত্যেক
পাঠশালার সম্পর্কে যেই নিয়ম করা উচিত বোধ করেন
সেই নিয়মানুসারে অর্থাৎ নানা জিলার অবস্থা বুঝি-
য়া যে জিলার যেমন প্রয়োজন হয় তদুফ্যে ও বিতর-
ণার্থে গবর্ণমেন্টের হস্তে যত ধন থাকে তদুফ্যে সেই-
রূপ কোন পাঠশালার সাহায্যার্থে অর্থ কি পুস্তকাদি দান
করিবেন।

২। তদ্রূপ যে কোন পাঠশালার নিমিত্তে সাহায্য
প্রার্থনা হয় তৎসম্পর্কে নীচের লিখিত বিষয়ের সম্পূর্ণ
সম্মাদ দিতে হইবেক।

প্রথম। সাহায্যে পাঠশালার ব্যয়ের পোষণ হয় এমন
চিরকালীন কি অস্থায়ীকালীন যে অর্থের সঙ্গতি থাকে।

দ্বিতীয়। পাঠশালার বৎসরে ২ গড়ে যত ব্যয় হয়।

তৃতীয়। যে বালকেরা শিক্ষা পাইয়া থাকে তাহার-
দের গড় সংখ্যা ও তাহারদের বয়স ও গড়ে যত কাল
পাঠশালার থাকে।

চতুর্থ। পাঠশালার কার্য্য নির্বাহের ও অবস্থিতির
জন্যে সাহায্য দায়ী হন ও তাহার যত কাল দায়ী থাকি-
বেন।

পঞ্চম। যে প্রকারের ও যে ধারামতের বিদ্যাশিক্ষা
হয়।

ষষ্ঠ। শিক্ষাদায়ক পুস্তকবিশেষের ও গ্রন্থবিশেষের সংখ্যা ও
নাম ও বেতন ও প্রত্যেক জন যে ২ বিষয়ের শিক্ষা দেন।

সপ্তম। পাঠশালার নানা সম্প্রদায়ে যে ২ পুস্তক পাঠ
হয়।

অষ্টম। যে প্রকারের ও যত সাহায্যের প্রার্থনা হয়
ও যে ২ কর্ম্মে তাহা ব্যয় হইবেক।

৩। যে কোন পাঠশালার সাহায্য করা যায় তাহার
তত্ত্বাবধারণ ও পরীক্ষা করিবার জন্যে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট
যে কোন কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তিনি ঐ পাঠশালা
ও তাহার সকল হিসাব ও পুস্তক ও অন্যান্য কাগজপত্র
কোন সময়ে দেখিতে পারিবেন ও পরীক্ষা লইতে পারি-
বেন। উক্ত যে তত্ত্বাবধারণ ও পরীক্ষা হয় তাহা ধর্ম্ম-
সম্পর্কীয় শিক্ষার বিষয়ে হইবেক না, কেবল লৌকিক শি-
ক্ষার বিষয়ে হইবেক।

৪। যে কোন পাঠশালার সেইরূপ সাহায্য হয় তাহার
কার্য্য নির্বাহের নিয়মের বিষয়ে গবর্ণমেন্ট কোন প্রকারে
হস্তক্ষেপ করিবেন না, কিন্তু তত্ত্বাবধারণের পুনঃ ২ যে
রিপোর্ট করিবেন তদ্বারা লৌকিক উত্তম শিক্ষা উপযোগিতা-
রূপে দেওয়া যাইতেছে কি না এই বিষয়ের বিচার তাহার
ফলেতে করিবেন। আর এতদ্বিষয়ে যে কোন পাঠশালার
উত্তম রিপোর্ট অনেক কাল না হয় তাহাতে গবর্ণমেন্টের
সাহায্য রহিত করা যাইবেক।

৫। সাহায্য করণের বিষয়ে গবর্ণমেন্ট এই ২ সাধারণ
নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেন। শিক্ষকদিগকে প্রস্তুত করি-
বার নিমিত্তে যে বিদ্যালয় হয় তদ্বিষয়, অন্য যে কোন পাঠ-
শালার বালকেরদের স্থানে যত অল্প বেতন হউক কিছু ২
না লওয়া যায় তাহার সাহায্য করা যাইবেক না। আর
যে স্থলে হইতে পারে সেই স্থলে প্রত্যেক পাঠশালার ও
জিলার বিশেষমতে যেমন প্রয়োজন থাকে তদনুসারে ঐ
সাহায্য বিশেষ অতিপ্রার্থার্থে করা যাইবেক।

৬। কোন বিদ্যালয়ের জন্যে সাধারণ ব্যক্তিদের

স্থানে প্রাপ্ত যত ধন ব্যয় হয় গবর্ণমেন্ট কোন স্থলে তাহার অধিক দিবে না। আর যাহাতে সাধারণ ব্যক্তিদের ধন ব্যয় না হয় তাহারি ধন ব্যয় হয় এমত ফল না হয়, বিদ্যাধ্যাপনের বৃদ্ধি ও নৌচর হয় এমত ফলোদয়ার্থে গবর্ণমেন্ট সাহায্য করিতে উদ্যোগ করিবেন।

৭। ধর্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা নিয়মতে সাহায্য করা যাইবেক আর কোন পাঠশালায় বিশেষ কোন ধর্ম শিক্ষা দেওয়া যায় কি দেওয়া যায় না বলিয়া তৎপ্রযুক্ত অগ্রে সাহায্য করা যাইবেক এমত নহে, এই কথা সপক্ষে রূপে অবগত হইতে হইবেক।

ডবলিউ গ্রে।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

১৩৮৪ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের
জুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৫ সাল ২০ জুলাই।

জিহুত আর মাইকেল সাহেব ও জিহুত জে এস অল্ড সাহেব (Messrs. R. Michael and J. S. Auld,) রাজশাহীতে গুদারার নোকার দ্বারা প্রাপ্ত ফাজিল টাকা ব্যয় করণের কমিটির মেম্বর হইবেন।

সারণের ফতওয়াদারক জিহুত মোলদী আজহারুল হক ঐ জিলাতে মাজিফ্টের সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮৫৫ সাল ২১ জুলাই।

জিহুত এস এফ ডেবিস সাহেবের (Mr. S. F. Davis,) অনুপস্থান কি অন্য জুকুম না হওনপর্যন্ত জিহুত ডবলিউ লাএফ রাবিন্সন সাহেব (Mr. W. LeF. Robinson,) রঙ্গপুরের মাজিফ্টের কর্ম নিরূপিত করিবেন।

১৮৫৫ সাল ২৩ জুলাই।

জিহুত এচ এচ রাবিন্সন সাহেব (Mr H. H. Robinson,) রঙ্গপুরের মাজিফ্ট ও কালেক্টর সাহেবের অসিফ্ট হইবেন।

ডেপুটি মাজিফ্ট জিহুত বাবু গুরুচরণ দাস যশোহর

জিলাতে ১৮২১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের ও ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ২১ ধারার নিদিষ্ট বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া খুলনা এলাকাখণ্ডের কর্মের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

ছুটি।

১৮৫৫ সাল ২০ জুলাই।

আমামে শিবসাগরের চিকিৎসক জিহুত ডাক্তার ডবলিউ জেলং সাহেব (Dr W. J. Long,) আপনার কর্মস্থানে পুনরায় পঞ্জিবিহার জন্যে গত মে মাসের ৩০ তারিখ অবধি আগামি নবেম্বর মাসের ১ তারিখপর্যন্ত ছুটি পাইয়াছেন।

১৮৫৫ সাল ২১ জুলাই।

রঙ্গপুরের মাজিফ্ট জিহুত এস এফ ডেবিস সাহেব (Mr. S. F. Davis,) ছুটিবিহীনকৈ সংশোধিত বিধির ১২ ধারানুসারে দুই মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

চকিশপরিগণায় ১৮৩৩ সালের ৯ আইনমতের ডেপুটি কালেক্টর জিহুত বাবু গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিত আপনার অত্যাবশ্যক কর্মোপলক্ষে দশ দিনের ছুটি পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৫ সাল ১১ জুলাই।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে অদ্যকার তারিখঅবধি ও তাহার পরে পশ্চিম নিমক চৌকীর সুপারিণ্টেন্ডেন্ট জগলী নদীর যে অংশ কলিকাতার নিকট আছে ও এই রাজধানীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে আছে সেই অংশের সুপারিণ্টেন্ডেন্টরূপ কলিকাতার নিমক চৌকীর সুপারিণ্টেন্ডেন্টের তুল্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮৫৫ সাল ২৪ জুলাই।

ত্রিছতের সদর আমীন ও ফতওয়াদারক জিহুত মুহী ইরাদ আলী যে ছুটি পান তাহার অবশিষ্ট কাল গত মাসের ৩০ তারিখঅবধি রহিত হইয়াছে। ঐ তারিখে তিনি আপন কর্মের ভার পুনরায় গ্রহণ করেন।

ডবলিউ গ্রে।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

GOVERNMENT ADVERTISEMENT.

গবর্ণমেন্টের ইশতিহার

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইশতিহার।

জিলা জিহুত।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিহুত জেলার নীচের লিখিত মহাল সকল ১৮৫৫ সালের ১৮ আপরিলপর্যন্তের বাকী রাজস্ব আদার নিমিত্ত ১৮৫৫ ইংরেজির ২০ আগষ্ট মোং ১২৬২ বাঙ্গলা ৫ ভাদু রোজ সোমবার উক্ত জেলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে প্রকাশরূপে নীলামে ধরা যাইবেক ইতি মন ১৮৫৫ ইংরেজি মাহে ২১ জুলাই।

বাবতে ছানি নীলাম।

জিলা রসুলগঞ্জ।

পং কোড়িয়া।

৫ নং ছেগা ২৮৭৫ নং দেবোত্তর বৈং বংশিবদন ওং কালীচরণ ১ নং দুর্গাপ্রসাদ দেব সদর জমা ৩২

জিং নবীগঞ্জ।

পং জলসুকা।

৪১ নং তালুক জয়রাম মালিক পাণ্ডবরাম দেব সদর জমা ৬৬/৩

জিং রাজনগর।

পং ইটা মোরাপুর।

৫ নং তালুক রাজেন্দ্র রায় মালিক রাজকৃষ্ণ শর্মা সদর জমা ১/৫

M. SHAW, Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ৩১ জুলাই।]

(৫২৫)

WANTED

For the Office of the Deputy Collector and Deputy Magistrate of Cox's Bazar, the undermentioned Native Omlahs, who possess a knowledge of the Bengali, Hindee and Persian, can write a neat legible hand, and are well acquainted with the ministerial routine of the Fouzdary and Collectory duties, including land measurement and settlement business. Candidates are expected to furnish satisfactory testimonials of their past services and good conduct.

A Peishkar, Salary 12 Rs. per month.

A Mohafez, Do. 8 Rs. Do.

A Mohurir, Do. 7 Rs. Do.

L. BARBER, Deputy Collector with the powers of Deputy Magistrate.

Zillah Chittagong, Cox's Bazar Subd., the 30th June, 1855.

আবশ্যক।

যে মোকাম কাল বাজারের ডিপুটী কালেক্টরী ও ডিঃ মাজিস্ট্রেটী অফিসের নিম্নোক্ত কার্যকারকের পদে যে ব্যক্তি বাংলা ও উর্দু ও পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিত বটে ও তাহা পরিস্কৃত ও সুপাঠ্যাকারে লিখিতে পারে ও ফৌজদারী ও কালেক্টরী মিরিশতাব্ব কর্মের রীতি ও ভূমি পরিমাপক বিদ্যা ও বন্দোবস্ত কর্ম ভালরূপে জ্ঞাত আছে তাহারদিগকে নিযুক্ত করা যায় অতএব কর্মাকাজিকগণের উচিত যে স্বয়ং কৃত কর্মের ও সম্বন্ধতার সমস্তকর্মক দলীল সহ এ কাছারীতে উপস্থিত হয় ইতি ১৮৫৫ ইং ৩০ জুন।

১	পেঙ্কার	মাসিক বেতন	...	...	১২১
১	মহাফেজ	ঐ	...	...	৮১
১	মোহুরের	ঐ	...	...	৭১

এল বারবার ডিপুটী কালেক্টর।

এথেরারে ডিপুটী মাজিস্ট্রেটী।

CALCUTTA COLLECTORATE NOTICE.

In re-publishing the Ground-rent Redemption Notice of the 1st March, 1853, the Officiating Collector of Calcutta, invites owners of Holdings, to avail themselves of the opportunity offered to obtain Rent-free Certificates, without loss of time. A petition, on plain paper, tendering the amount of purchase money, is all that is required, and if the Holding has been recorded in the name of the Applicant, a Certificate will be immediately issued.

KYLAS CHUNDER DUTT, Offg. Collector.

Calcutta, Collector's Office, the 11th July, 1855.

কলিকাতার কালেক্টরীর ইশতিহার।

ভূমির রাজস্বহইতে নিষ্কৃতি পাইবার বিষয়ে ১৮৫৩ সালের ১ মার্চ তারিখের বিজ্ঞাপন পুনরায় প্রকাশ করিয়া কলিকাতার একটী কালেক্টর ভূমির মালিকদিগকে আবেদন করিতেছেন যে তাঁহারা এই সুযোগমতে রাজস্বের নিষ্কৃতির সার্টিফিকেট পাইবার জন্য অগোণে উদ্যোগ করেন। এই বিষয়ে কেবল এই প্রয়োজন যে তাঁহারা শান কাগজে দরখাস্ত লিখিয়া যত টাকা দিলে ভূমি নিষ্কৃতি হয় তাহা দেন। তাহা হইলে ভূমি যদি দরখাস্তকারির নামে লেখা গিয়া থাকে তবে সার্টিফিকেট তৎক্ষণাৎ দেওয়া যাইবেক।

শ্রী কৈলাশচন্দ্র দত্ত।

একটী কালেক্টর।

কলিকাতা। কালেক্টরী কাছারী। ১৮৫৫ সাল ১১ জুলাই।

NOTICE.

The Government having expressed its readiness to permit the redemption of ground-rents at 15 years' purchase, on Lands in the Town of Calcutta, assessed under Act XXIII. of 1850, or of which the previous assessment has been recognized as valid under that Act, it is hereby notified that applications for redeeming may at once be filed in the Collector's Office, and that on payment of the purchase money, a Certificate of Redemption in legal form will be given to the Purchaser.

(Signed) F. A. LUSHINGTON, Collector.

Calcutta, Collector's Office, the 1st March, 1853.

বিজ্ঞাপন।

সর্ব সাধারণ ব্যক্তিদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সন ১৮৫০ সালের ২৩ আক্টেবর মর্মানুসারে শহর কলিকাতার মধ্যস্থিত যে সকল ভূমি বন্দবস্ত হইয়াছে অথবা যে সকল ভূমির সাবেক রাজস্ব উক্ত আইনের বিধানক্রমে ধার্য আছে ঐ সকল ভূমির ১৫ পোনের বৎসরের অবধারিত রাজস্ব এককালীন প্রাপ্ত হইলে তাহা রাজস্বহইতে একেবারে নিষ্কৃতি দেওনে সরকার বাহাদুর সম্মত হইয়াছেন অতএব ঐরূপ নিষ্কৃতি পাওনের দরখাস্ত সকল কলিকাতার কালেক্টরী কাছারীতে অবিলম্বে উপস্থিত করিতে হইবেক এবং পণের টাকা দাখিল হইলে ঋণদারদিগকে নাথরাজি সনদ আইনমত দেওয়া যাইবেক ইতি।

[Government Gazette, 31st July, 1855.]

(৫২৬)

CALCUTTA COLLECTORATE NOTICE.

It is hereby notified, that the Eastern Canal or Tolly's Nullah will be re-opened on Saturday, the 7th July, 1855, by the Executive Officer of Canals, and Toll Tickets will be issued from that date, by the Darogahs at Khiderpore and Panspotah.

KYLAS CHUNDER DUTT, *Offg. Collector.*

Calcutta, Collector's Office, the 5th July, 1855.

কলিকাতার কালেক্টরীর ইশ্তিহার।

ইহাতে সমাদ দেওয়া যাইতেছে যে খালের কার্যসম্পাদক সাহেব ১৮৫৫ সালের ৭ জুলাই তারিখ শনিবারে পূর্ব দিগের খাল অর্থাৎ টালির নালা পুনরায় খুলিবেন। ও সেই তারিখঅবধি খিদিরপুরের ও পাঁশপোতার দারোগারা মাসুলের টিকিট দিবেন।

শ্রী কৈলাশচন্দ্র দত্ত।

এক্টিং কালেক্টর।

কলিকাতা। কালেক্টরী কাছারী। ১৮৫৫ সাল ৫ জুলাই।

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENT.

সাধারণ ব্যক্তিদের ইশ্তিহার।

বিজ্ঞাপন।

দিনীতিপুরঃসর নিবেদনঃ ইঙ্গরাজী প্রসিদ্ধ পুস্তকহইতে সংগ্রহপূর্বক গৌড়ীয় সাধু ভাষায় বাঙ্গীয় কলের পুরাবৃত্ত ও নির্মাণ প্রকার ইত্যাদি এবং রেলওয়ের আদ্যোপাত্ত উপাখ্যান ও তাহা যে২ স্থানের নিকট দিয়া চলিয়াছে সেই২ স্থানের বিবরণ। এবং হাওড়াঅবধি রাণীগঞ্জপর্য্যন্তের মানচিত্র ও হাওড়াপ্রভৃতির ইফ্টেসনের ও রেলওয়ের পুল ও পাঁজুরা ইত্যাদি যে সমস্ত মসজিদ মন্দির অট্টালিকাদি আছে তাহার প্রতিকৃপ। হাওড়াঅবধি অপরাপর ইফ্টেসনের দূরাদূরত্ব ও ভাড়া এবং বাঙ্গীয় শকটে গমনাগমনের সময় ও ঐ গাড়িতে যে সকল দ্রব্যাদি চলিবেক তাহার প্রকার ও ভাড়ার বিবরণপ্রকাশক বাঙ্গীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়েনামক পুস্তক ন্যূনাধিক ৩০০ পৃষ্ঠার উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে শ্রীরামপুর তমোহর যন্ত্রে প্রকাশ হইতেছে মহাশয়গণ স্ব২ গুণগ্রামে গ্রন্থকারের উৎসাহবর্দ্ধন ও পরিশ্রম সাফল্যার্থ গ্রাহকশ্রেণীতে স্ব২ নাম লিখিয়া চরিতার্থ করুন ইতি।

পুস্তকের মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ১১০ টাকা তন্নিম্নের পক্ষে ২১ টাকা নিদ্ধার্য্য হইয়াছে। গ্রাহক মহাশয়েরা উক্ত যন্ত্রালয়ের পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

“তমোহর” যন্ত্রালয়ের নিবেদন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৫৫। ৩১ জুলাই]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে প্রীযুক্ত জে সি মরে সাহেবকর্তৃক মুদ্রিত হইল।